নলিনী-বসন্ত

নাটক।

মহাকবি সেক্‌শ্‌পিয়র কৃত

টেম্পেষ্ট নামক নাটক অবলম্বনে

বিরচিত।

"Sweetest Shakespeare Fancy's child,
Warbling his native wood-notes wild."

" ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি। "

স্ত্রীপুরুষদিগের নাম।

চিত্রধ্বজ ... ... গুজ্‌রাটের রাজা।

বৃক্রূপ ... ... তস্য ভ্রাতা।
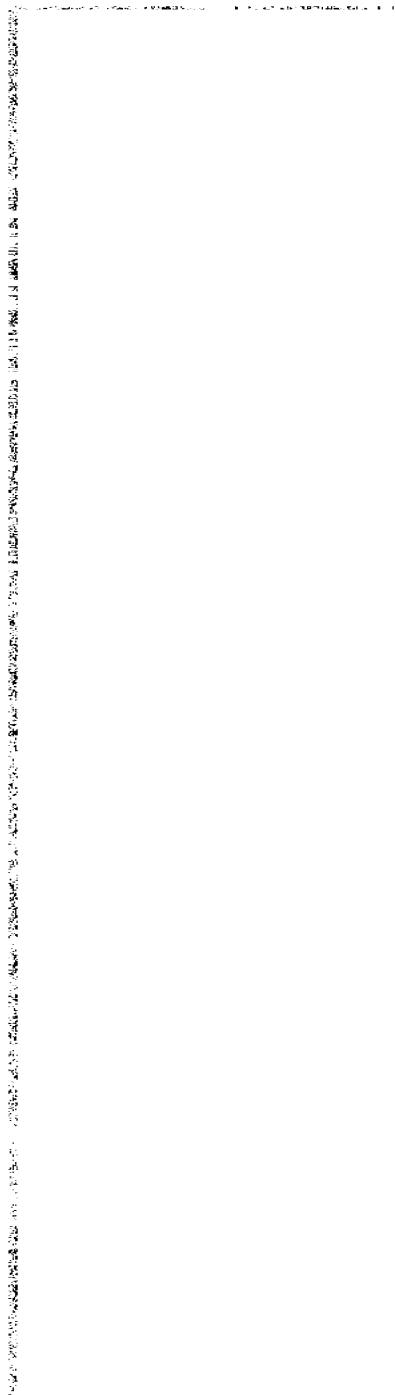
বৈজয়ন্ত ... ... কঙ্কনের রাজা।

অনন্ত ... ... তস্য ভ্রাতা এবং কঙ্কনরাজ্যাপহারক।

বসন্ত ... ... গুজ্‌রাটের যুবরাজ।

প্রচেতা ... ... গুজ্‌রাটরাজের বৃদ্ধমন্ত্রী।

ভরত }
বিজয় } ... ... গুজ্‌রাটভূপতির দুইজন সভাসদ।

পার্ব্বটউদয় ... গুজ্‌রাটের রাজভাণ্ডারী।

তিলক ... ... গুজ্‌রাট ভূপতির জনেক ভৃত্য।

মলিনী ... ... বৈজন্তের কন্যা।

সুমালী ... ... প্রধান পরি।

শচী, লক্ষী, চপলা ইত্যাদি, ছদ্মবেশধারী অন্যান্য পরিগণ।

প্রস্তাবনা।

নট। বৈজয়ন্ত নামে রাজা কঙ্কন-ভূপতি
নিরবধি যাদুবিদ্যা করি আলোচনা,
হারাইল রাজ্যদেশ, ভ্রাতার কপটে;
ভাসিয়া সাগর নীরে, অরণ্য পুলিনে,
বালিকা কন্যার সহ দ্বাদশ বৎসর,
করিল অজ্ঞাত বাস, পড়িয়া বিপাকে,
পরে কুহকের শক্তি প্রকাশি অসীম
বিপক্ষ দমন করি ফিরিল স্বদেশে।
এ আখ্যান চমৎকার শুন মন দিয়া
শুনিলে কৌতুক হবে চিত্ত বিনোদিয়া।

[প্রস্থান

নলিনী-বসন্ত।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্রে ঝড় বৃষ্টি, সেই ঝড়ে একখানি জাহাজ ভগ্ন ও মগ্ন হইতেছে।

(দ্বীপের উপরিভাগে সমুদ্রের কিনারায় বৈজয়ন্ত
এবং নলিনীর প্রবেশ।)

নলি। দেখ পিতা, চেয়ে দেখ—অশান্ত সাগরে,
তরঙ্গ ছুটেছে কত ভয়ঙ্কর বেগে
ভৈরব নিনাদ করি;———শূন্য অন্ধকার,
দেখ গো মেঘের ঘটা অবনী নাশিতে,
জলদ উগারে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার।
ক্রোধেতে অধীর যেন গভীর জলধি
উথলি উঠিছে তাই পাতাল ত্যজিয়া,
নিবাইতে মেঘানল তরঙ্গ আঘাতে।
পিতা গো, নিবার মায়া—মায়া মন্ত্রে যদি
তুলে থাক এ ঝটিকা, কর শান্ত তবে—
কর শান্ত, কর দেব—অশান্ত সাগরে।
আহা! সে তরণীখানি কিবা মনোহর!

এসব রয়েছে চিত্তে অঙ্কিত কিরূপে ?
নিবিড় তিমিরময় কালের জঠরে
আরো দেখিছ বলো ।—হেথা আসিবার
আগেকার কথা যদি হতেছে স্মরণ,
স্মরণ থাকিবে তবে কিরূপে এখানে
আসিলে বা কত দিন ?

নলি । সে কথাটি মনে নাই ।

বৈজ । নলিনী রে হলো আজ দ্বাদশ বৎসর,
নরপতিকুলে তোর জনক সুমতি
ছিল সুবিখ্যাত রাজা কঙ্কন প্রদেশে ।

নলি । হ্যাঁ গা —তুমি না আমার পিতা ।

বৈজ । তোমার জননী, বাছা, পতিব্রতা সতী ;
তিনি কহিতেন তুমি দুহিতা আমার ;
তব পিতা কঙ্কনের সিংহাসন পতি,
বংশের প্রদীপ তুমি একমাত্র তাঁর ;—
তুমি বাছা রাজার নন্দিনী ।

নলি । হা বিধাতঃ—হা বিধাতঃ ! কুচক্রে কি তবে
স্বদেশ হারায়ে মোরা এসেছি এখানে ;—
অথবা সে আমাদেরই সৌভাগ্যের গুণে ।

বৈজ । দুই বটে—অরে বাছা, বলিলি যা তাই ;—
কুচক্রে স্বদেশ হারা—ভাসিয়া সাগরে,
অনুকূল ভাগ্যবলে এসেছি এখানে ।

নলি । হায় ! পিতা—মনে নাই—না জেনে সন্তাপ
দিয়াছি তোমায় কত ;—ভাবিতে সে কথা,
ও গো, হৃদয় বিদরে ।—পিত', তার পর ?

বৈজ । তোর খুল্লতাত, সুতে, মোর সহোদর—
অনন্ত তাহার নাম—হা রে নরাধম !—
ভাই হয়ে, শোন্ গো শোন্, ভাই হয়ে কত

বিশ্বাসঘাতক হলো ;—এ জগতে যারে
প্রিয়তম ভাবিতাম তুমি ছাড়া, সুভে !
তারি হাতে সঁপিলাম রাজত্বের ভার ;
সুবিখ্যাত যে রাজত্ব জনপদ মাঝে,
বৈজয়ন্ত নরপাল শাস্ত্রে অদ্বিতীয়,
গৌরবে সম্ভ্রমে যথা ভূপতি সমাজে।—
নিরবধি বিরলেতে বিদ্যার চালনে,
থাকিতাম ভ্রাতৃকরে রাজ্যভার দিয়া ;—
অবশেষে বিষধর বিশ্বাসঘাতক—
তোর সেই খুল্লতাত—শুনচ কি ?

নলি। শুনচি গো।

বৈজ। সুনিপুণ ক্রমে হলো শাসন কৌশলে ;—
কারে অনুগ্রহ কারে নিগ্রহ করিতে,
কার পদোন্নতি আর কার অধোগতি,
কি ভাবে করিতে হয় সকলি শিখিল ;
তখন কুটিল ভাব ধরিল দুর্ম্মতি ;
ছিল যারা অনুগত ভুলায়ে তাদের
হস্তগত করিল সে গড়ে পিটে নিয়ে,
অমাত্য আত্মীয়গণে কুমন্ত্রণা দিয়ে।
আপনার হাতে পেয়ে রাজার ভাণ্ডার,
দান বিতরণ করে রাজার প্রসাদ,
স্বইচ্ছায় সকলের চিত্ত নোয়াইল ;
ভক্ত হলো রাজ্যসুদ্ধ উপাসক তার।
আশ্রিত থাকিয়া লতা তরুদেহে যথা
আচ্ছন্ন করিয়া শেষে শুখায় সে তরু,
সেইরূপে রাজদেহ ঢাকিয়া আমার,
হরিল দেহের তেজ—করিল নীরস ;—
শুনচ গা।

নলি। শুনচি পিতা।

বৈজ। শোন্ গো, অন্য মনে শোন্ গো এ কথা;
জ্ঞানতরু চিত্তক্ষেত্রে রোপণ করিতে,
বিদ্যারূপ কিরণেতে হৃদয় মণ্ডিতে,
থাকিতাম এই রূপে নির্জ্জনে একাকী;
যশঃপ্রভা সে বিদ্যার কত দেশান্তরে
উজ্জ্বল হতো গো আজ নির্জ্জনে না হলো।—
সেই অবসর পেয়ে দুর্ম্মতি চণ্ডাল
অনন্তের হৃদয়েতে খলতা জন্মিল;—
তার প্রতি বিশ্বাসের ইয়ত্তা ছিল না,
তারো এবে না রহিল খলতার সীমা;—
ভাণ্ডারেতে ছিল যত সঞ্চিত বিভব,
লুটিয়া দৌরাত্ম্য করি উপার্জ্জিল যত,
মুক্ত হস্তে, অকাতরে ছড়াতে লাগিল;
হয়ে রাজপ্রতিনিধি, পেয়ে রাজপূজা,
ভ্রমে আপনারে ভুলে ভাবিতে লাগিল
কঙ্কন-ভূপতি যেন সত্যই হয়েছে।
যথা আপনার ছলে ভুলিয়া আপনি
অসত্যকে সত্য ভাবে মিথ্যুক যে জন;—
বাহ্যাকারে ছিল রাজা—রাজপ্রতিনিধি,
রাজবেশে আড়ম্বরে করিত ভ্রমণ,
আশা বৃদ্ধি হলো তাই আকাশ ধরিতে।—
শুনচ না।

নলি। যে জন বধির সেও শোনে গো এ কথা।

বৈজ। অবশেষে আমারে সে ভাবিল অসার,—
(হায় রে অভাগা আমি) মম গ্রন্থাগার
ভাবিল আমার পক্ষে রাজত্ব বিপুল।
রাজত্ব শাসনে আমি নিতান্ত অপটু,

বৃথা তবে ছদ্মবেশে কি কারণে থাকা,
ভাবি, কপটতা দূর করিল দুর্ম্মতি,
হরিল সে সিংহাসন দুরাত্মা অধম।
করিল গুজ্‌রাট সনে সন্ধির বন্ধন
হোতে তার পদানত—দিতে উপহার
অঙ্গীকার করিল সে অনভিজ্ঞ চোর ;—
তার কিরীটের তলে কিরীট নোয়াতে,
লুটাতে কঙ্কন রাজ্য—(হা পোড়া কঙ্কন,
ভাগ্যে যাহা ঘটে নাই কখন রে তোর)—
লুটায়ে ফেলিতে তোরে শত্রু-পদতলে।

নলি। হা অদৃষ্ট !

বৈজ। এই সন্ধি ;—পরে এই সন্ধি অনুসারে
ঘটাইল যে ঘটনা, শুনে বল বাছা,
নরাধম সে চণ্ডাল ভাই কি আমার ?

নলি। পিতামহী গুরুজন, কু ভাবিতে নাই ;
কিন্তু পিতা, কুলাঙ্গার কুপুত্র কখন
জনমে সোণার গর্ভে ?

বৈজ। শুন সুতে তার পর। হেন সন্ধি পেয়ে,
চিরশত্রু আমার সে গুজ্‌রাট-ভূপতি
তখনি সম্মতি দিল ; —সন্ধির নিয়ম—
রাজপূজা, রাজকর (মনে নাই কত)
গুজ্‌রাটপতিকে দিবে মম সহোদর,
তার বিনিময়ে সেই গুজ্‌রাটভূপতি,
নির্ব্বাসিত করে দিয়ে তোমায় আমায়,
আমার ভ্রাতার হস্তে করিবে অর্পণ,
সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সহ কঙ্কন প্রদেশ।
অতঃপর এক দিন গুজ্‌রাটের সেনা,
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে,

বেড়িল নগর সীমা ;—খুলিল আপনি
স্বহস্তে নগর দ্বার অনন্ত পামর।
সেই অন্ধকার রাত্রি তোমায় আমায়,
নিযোজিত ছিল যারা সে কার্য্য সাধিতে,
ধরিয়া নিমেষ মধ্যে নিঃউদ্দেশ হলো ;
কত কান্না, তুমি বাছা, কাঁদিলে তখন।

নলি। হা অদৃষ্ট !—মনে নাই—পিতা গো আমার
কাঁদিতে বাসনা হয় বারেক আবার ;
হায় হায় কে না কাঁদে —হায় এ কথায় !

বৈদ্য। আরো কিছু শুন তবে বুঝিতে পারিবে
উপস্থিত এ ঘটনা, নতুবা নিষ্ফল
কহিলাম যত কিছু।

নলি। সেই দণ্ডে, হ্যাঁ গা, পিতা, প্রাণে না বধিয়ে
কেন তারা ক্ষান্ত হলো ?

বৈদ্য। অরে বাছা, তত দূর সাহস ধরিতে
পারে নাই পাষণ্ডেরা ;—কঙ্কনে আমায়
এত ভাল বাসিত গো প্রজারা সকলে।
অথবা সে অভিসন্ধি ছিল না তাদের
কিম্বা লোক অপবাদ এড়াবার তরে
গোপনে সাধিতে কার্য্য মনস্থ করিল,
সংক্ষেপেতে বলি শুন ;—সে দুরাত্মাগণ
আসিয়ে সাগরতটে, ভাসাইয়ে ডিঙ্গি,
ক্রোশেক দুক্রোশ পথ বাহিয়ে চলিল ;
পরে এক তরিকাষ্ঠ অতি জীর্ণকায়া
জীবন শঙ্কায় যাহা মূষিকও ত্যেজেছে,
তাহে ফেলি চণ্ডালেরা স্বদেশে ফিরিল।
চতুর্দ্দিকে হুহুঙ্কারে তরঙ্গ ছুটিল
গ্রাসিতে সে ভগ্নতরি ;—ভয়েতে অস্থির,

বারিধির পানে চেয়ে কাঁদিলাম কত।
পবনদেবের কাছে কতই মিনতি
করিলাম গলবস্ত্রে ;—আমার দুঃখেতে
কাঁদিতে লাগিল বায়ু নিশ্বাস ছাড়িয়া ;
হায় রে অদৃষ্টগুণে সে স্নেহ আমার
অনিষ্টের হেতু হলো।

নলি। তখন কি গলগ্রহ হয়েছিনু, পিতা।

বৈজ। মা তুমি তখন——
দেবকন্যা তুল্য হয়ে বাঁচালে আমায়।
আমার চক্ষের জল সাগরের জলে
পড়িতে লাগিল যত—ঘন ঘন ফোটা,
তুমি, বাছা, দেবদত্ত সাহসে নির্ভয়,
হাসিয়ে মধুর হাসি, শিখালে আমায়
সাহসী হইয়া চিত্তে ধৈরজ ধরিতে।

নলি। হ্যাঁ গা পিতা, কি উপায়ে এখানে উঠিনু ?

বৈজ। অরে বাছা,
জগত ঈশ্বর যিনি তাঁহারই কৃপায় ;—
সঙ্গে ছিল খাদ্য দ্রব্য মিষ্ট জল কিছু
দয়াভেবে তরি মধ্যে সঙ্গে দিয়াছিল
গুজরাটের রাজমন্ত্রী, প্রচেতা দয়ালু,
আমাদিকে দেশান্তর করিবার ভার
আছিল যাহার প্রতি ;—পরিণাম ভেবে
পরিধেয় বস্ত্র কিছু সঙ্গে দিয়াছিলা,
এত দিন তাহাতেই হয়েছে সুসার ;
রাজত্ব হইতে আমি গ্রন্থ ভাল বাসি
গ্রন্থাগার হোতে তাই বাছি কতিপয়
পুঁথি সঙ্গে দিয়াছিলা।

নলি। কখনো তাঁহার সঙ্গে দেখা যদি হয় !

বৈজ। (সুমালীর প্রতি)
হয়েছে বিলম্ব নাই—— (নলিনীর প্রতি)
বসো গো মা তুমি;
শোন এর পরিণাম; আসি এই স্থানে
গ্রহণ করিনু তোর শিক্ষকের ভার;
রাজার নন্দিনীগণ পায় না অনেকে
পেয়েছ যে উপকার শিক্ষায় আমার;
হেন গুরু ঘটে নাও ভাগ্যেতে তাদের,
বৃথামোদে করে তারা বৃথা কালক্ষয়।

নলি। মঙ্গল করুন, পিতা, ঈশ্বর তোমার;
এবে দেব কহ শুনি কি হেতু এ ঝড়
উঠাইয়ে ঘটাইলে এ হেন দুর্য্যোগ;
সে কথা জাগিছে চিত্তে এখনও আমার।

বৈজ। থাক্ আজ এই অবধি;—এবে শুভগ্রহ
হয়েছে আমার, বাছা,—পড়েছে খর্পরে
দুরন্ত বিপক্ষগণ, এসেছে এ দেশে;
এ শুভগ্রহের ফল এখন যদ্যপি
না লভি, তা হলে আর এ জন্মে পাব না;—
আর সুধাইও না, বাছা, হয়েছ নিদ্রালু,
নিদ্রা যাও ক্ষণকাল,—নিদ্রার বিশ্রাম
মহৌষধ জীবনের।——(নলিনী নিদ্রিত)
——সাধ্য কি এড়াতে,
আগেই তা জানি আমি।——সুমালি—সুমালি!
আয় বাপ, কাছে আয়—নিশ্চিন্ত হয়েছি।

(সুমালীর প্রবেশ।)

সুমা। জয়, প্রভু,—জয়নাথ—জয় দেব, জয়;—
আকাশে উড়িতে কিবা পাতালে ডুবিতে,
অনলে পশিতে কিবা মেঘেতে চড়িতে,

কুণ্ডলী বাধিয়া যবে ওঠে সে আকাশে,—
কি আজ্ঞা করুন, প্রভু।

বৈজ। সুমালি!—প্রণালীমত বলেছিনু যথা
অনুষ্ঠান করেছ ত?

সুমা। প্রভু, তার বর্ণ বিন্দু অন্যথা করিনে;—
উঠিলাম রাজপোতে জ্বলিতে জ্বলিতে;
কখন গলুইমুখে কখন পিছাড়ে,
কখন চাতালে আর কখন বা খোলে,
কখন বা মাস্তুলের ডগায় ডগায়,
এই জ্বলি এক ঠাঁই—এই অন্য ঠাঁই,
এই আছি এই নাই, আবার মিশাই
হঠাৎ একত্র হয়ে;—অবাক সবাই
চাহিয়া রহিল যেন ভেক্কী ভেকা হয়ে।
ভীমনাদ ভয়ঙ্কর বজ্রের আগেতে
ছোটে যে বিদ্যুৎ-লতা সেও দ্রুতগতি
নহে তত ক্ষণস্থায়ী, চকিতা চপলা;—
গন্ধক পোড়ার গন্ধ, ধুনো পোড়া
স্তুপাকার ধূমরাশি, দুর্গন্ধ বাতাস,
কড়ি ফাটা, কাঁড়ি ফাটা, শব্দ ভয়ঙ্কর,
হলকে হলকে বহ্নি জলধি বেষ্টিল;
অভয় সমুদ্র ঢেউ অস্থির ভয়েতে,
পাতালে বরুণ হস্তে ত্রিশূল কাঁপিল।

বৈজ। সাবাস, সুমালি!—সাবাস!—
এ বিপদে স্থিতবুদ্ধি স্থিরচিত্ত হয়ে
ধৈর্য্য ধরে তার মধ্যে ছিল কি রে কেহ?

সুম। কেউই না;—
ভয়াকুল হতবুদ্ধি উন্মাদের প্রায়,
হতাশ হইয়া ত্যজি অগ্নিময় পোত,

দাঁড়ি মাঝি ভিন্ন সবে সমুদ্রে পড়িল,—
সাগরের ফেণামাখা তরঙ্গের মাঝে।
ভয়ে কদম্বের ফুল মস্তকের চুল
বসন্ত, রাজার পুত্র, রোমাঞ্চ শরীর,—
"প্রেতরাজ্য শূন্য আজ, প্রেতবৃন্দ যত
সমাগত এই স্থানে" বলি উচ্চস্বরে
পড়িল সাগর গর্ভে সকলের আগে।

বৈজ! বাপ্ আমার—বেস!
কিন্তু বাপ্ এ দুর্যোগ কিনারার কাছে
করেছ ত সংঘটনা।

সুম। প্রভু, অতি কাছে।

বৈজ। ওরে, পরি, তারা সবে নির্ব্বিঘ্নে ত আছে?

সুমা। প্রভু গো,—
কাহারই মস্তকের চুল টি খসে নি,
বস্ত্র পরিচ্ছদে কারো দাগটি লাগে নি,
বরং অধিক আরো উজ্জ্বল হয়েছে;
দলে দলে সকলেরে ফেলেছি ছড়ায়ে
এ দ্বীপের চতুর্দ্দিকে,—যথা আজ্ঞা তব;
আপনি তুলিয়া আনি গুজ্রাট তনয়ে
শীতল ছায়াতে একা বসায়ে এসেছি:
বসিয়া জলের ধারে শীতল বাতাসে,
বাঁধি বুকে এইরূপে দুই বাহুলতা,
ফেলিতেছে ঘন ঘন সুদীর্ঘ নিশ্বাস।

বৈজ। রাজপোত, দাঁড়ি মাঝি, অন্য অন্য আর
বহরের যত পোত কোথায় রেখেছ?

সুমা। এ দ্বীপের প্রান্তভাগে রাজার জাহাজ
লুকায়ে থুয়েছি সেই গভীর সুঁতিতে,
এক দিন, প্রভু যথা, ডাকিয়ে আমায়,

কহিলা আনিতে বারি রক্ষঃহ্রদ হোতে
যে হ্রদের তীব্রবারি তপ্ত অতিশয়
চক্রাকারে ঘুরিতেছে যুগযুগান্তর ;
অন্য অন্য যত পোত অতি ক্ষুণ্ন ভাবে
চলেছে গুজ্ রাট মুখে একত্রে জুটিয়া,—
ভারত সমুদ্রে ভাসি ধীরে।

বৈজ। সকলি প্রণালীমত করেছ, সুমালি !
কিন্তু বাপ্, কিছু বাকি আছে ——বেলা কত ?

সুমা। দুই প্রহর অতীত হয়েছে।

বৈজ। চারদণ্ড বেশী হউক,—এর বেশী নয় ;
সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিন্তু সাঙ্গ করা চাই,
অবশিষ্ট এখনো যা আছে।

সুমা। আঃ—আবার খাটুনি ?
কষ্ট দিচ্চ এত ; কিন্তু মনে যেন থাকে
করেছ কি অঙ্গীকার।——

বৈজ। কি ?—ফের অবাধ্য ?—কি চাস্ ?

সুমা। দাসত্ব মোচন।

বৈজ। এখনি কি ?
নিয়মিত কালপূর্ণ হয় নি এখন,
এরি মধ্যে ?—চুপ্।

সুমা। প্রভু ! আমি কত কাজ করেছি তোমার ;
প্রতারণা করি নাই মিথ্যা কথা বোলে ;
যথাসাধ্য প্রাণপণে দিবা রাত্রি খাটি,
কথার অবাধ্য নহি তিলার্দ্ধ কখন।
তোমারি গো শ্রীমুখের এই আজ্ঞা ছিল,
নিয়মিত সময়ের একবর্ষ আছে
আমারে নিষ্কৃতি দিবে।

বৈজ। উদ্ধার করেছি তোরে কি যন্ত্রণা হতে,

সে সব ভুলিলি বুঝি?

সুমা। ভুলি নাই, প্রভু।

বৈজ। নিঃসন্দেহ ভুলেছিস্;—এখন তোমার
সাগরের ফেণামাখা তরঙ্গে ছুটিতে,
বায়ুর পশ্চাতে শূন্যে গগনে উড়িতে,
হিমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে,
আমি আজ্ঞা করি তাই— বড় কষ্ট হয়।

সুমা। না, প্রভু।

বৈজ। পাপাত্মা—অসত্যবাদি!—মিথ্যা কথা তোর।
এখন সে ত্রিজটাকে ভুলে গেলি বুঝি?
পাপিষ্ঠা ডাকিনী সেটা, দেখ্‌লে ঘৃণা হতো,
অতি বৃদ্ধা—পরহিংসা, পরদ্বেষ করে,
হয়েছিল শীর্ণদেহ অস্থিচর্ম্মসার;
চল্‌তে গেলে মাজাভাঙ্গা ধনুকের মত
মাটিতে আসিয়ে তার কপাল ঠেকিত;
দন্তহীন যষ্টি হাতে দৃষ্টি মিটি মিটি,
বিষম ডাকিনী সেটা—তারে ভুলে গেলি?

সুমা। না, প্রভু, ভুলি নাই।

বৈজ। ভুলিস্ নে?—বল্ শুনি, বল্ কোথা তবে
জন্মেছিল সে ডাকিনী।

সুমা। উদয়পুরেতে।

বৈজ। বটে?—হা পাষণ্ড!—মাসে মাসে তোকে
চেতাইতে হবে দেখি—সব ভুলে গেলি;—
থাকিত উদয়পুরে বিকটা ত্রিজটা,
জানিত সে ছিটেফোঁটা, মন্ত্রতন্ত্র কত,
সমুদ্রে জোয়ার ভাটা চন্দ্র সূর্য্যোদয়
করাইতে পারিত সে—সাধ্য ছিল এত;
অত্যাচার অপকার লোকের অহিত

করেছিল কতই যে—সে সব শুনিতে
শ্রবণ রোধিতে হয়।—তাই সে দুষ্টারে
দূর করে দিয়াছিল দেশছাড়া করে,
উদয়পুরের লোক—প্রাণে না বধিল
গর্ভবতী বোলে সেটা ;—ক্যামন রে, ঠিক্ কি না ?

সুমা। ঠিক্, প্রভু।

বৈজ। এই খানে দাঁড়ি মাঝি ত্রিজটারে আনি,
রাখিয়া চলিয়া গেল ;—তুই রে সুমালি,—
আমার কিঙ্কর এবে,—তোরি মুখে শোনা—
ছিলি তার কেনা দাস ;—অতি সুকুমার
কোমল শরীর তোর—কদর্য্য, কঠিন
পালিতে তাহার আজ্ঞা করিতিস হেলা ;
তাই তোরে সে ডাকিনী—ক্রোধে অন্ধ হয়ে—
বান্ধিয়া রাখিল এক তালবৃক্ষ চিরে,
অন্য যত বলবান ভৃত্য সহকারে।—
ছিলি সেই বৃক্ষে গাঁথা দ্বাদশ বৎসর,
ইতোমধ্যে ত্রিজটার প্রাণত্যাগ হলো,
তুই বদ্ধ রহিলি সে বৃক্ষের ভিতরে :
জাঁতার শব্দের ন্যায় ঘর্ঘর নির্ঘোষ
করিতিস কণ্ঠশ্বাসে বৃক্ষ মধ্য হতে ;
জনপ্রাণী কেহ—ছিল না তখন হে,
একটা সুধু পশুবৎ কিম্ভূত আকার
মনুষ্য আকৃতি মাত্র—অরণ্যে ভ্রমিত।
ত্রিজটার বেটা সেটা——

সুমা। বটে বটে,—সেই বর্ব্বট ;

বৈজ। হ্যাঁ রে মূর্খ—আমিও তাই বল্‌চি—সেই সে
সেই বর্ব্বট—আমার যে কিঙ্কর এখন ;—
হেথা এসে কি দুর্দ্দশা দেখিলাম তোর,

কি নরকভোগ, ওরে মনে কি তা পড়ে ?
তোর সে চীৎকারে—ডাকিত বনের বাঘ,
চির রোষপরবশ ভল্লুক কত কাঁদিত।
সে দুর্গতি হোতে কভু পাবি যে নিস্তার
ভরসা ছিল না তার (গতায়ু ত্রিজটা) ;
আমি মন্ত্রবলে তোরে করিনু উদ্ধার ;
তালবৃক্ষ পুনর্ব্বার দুই খণ্ড করি
মোচন করিনু তোর বন্ধনের দশা।

সুমা। প্রভু, দণ্ডবৎ—বাঁচায়েছ প্রাণদান দিয়ে।

বৈদ্য। বিরক্ত করিবি যদি পুনর্ব্বার তুই
অবজ্ঞা করিয়ে আজ্ঞা—পুনঃ বৃক্ষ চিরে
বান্ধিয়া রাখিব তোরে ;—দ্বাদশ বৎসর
মরিবি চীৎকার করে ;—দেখ্ সাবধান।

সুমা। প্রভু! ক্ষমা কর আর আমি অবাধ্য হব না ;
পালিব তোমার আজ্ঞা—যে আজ্ঞা করিবে!

বৈদ্য। তা হলে দুদিন পরে দাসত্ব ঘুচাব।

সুমা। তাই ত বটে—এ না হলে মনিব কি হয় ;
বল, প্রভু, শীঘ্র বল, কি আজ্ঞা তোমার।

বৈদ্য। যা এখন—নাগকন্যা রূপ ধরে আয় ;
অন্য কারু নাহি হবি দৃষ্টির গোচর
তুই আর আমি ছাড়া।—যা শীঘ্র যা!

[সুমালীর প্রস্থান।

উঠ গো মা প্রাণাধিক নলিনি আমার
ঘুমায়েছ অনেক ক্ষণ।

নলি। পিতা গো, তোমার
শুনিয়া অদ্ভুত কথা নিদ্রা আকর্ষিল।
অবসন্ন নিদ্রাভারে এখনও অলসে
এলায়ে পড়িছে অঙ্গ ভূমিতে লুটায়ে।

বৈজ। এসো মা আমার সঙ্গে, আলস্য ত্যজিয়ে,
বর্ব্বটের কাছে যাই ;—ব্যাটা কি বজ্জাৎ,
করিছে দাসত্ব, তবু ভুলেও কখন
মিষ্ট কথা মুখে নাই।

নলি। পিতা! সেটা অতি পাপী।
মুখ দরশনে তার মহাপাপ হয়।

বৈজ। কি করিবে বল মা, সে না হলে ত নয় ;
বারি আনে, কাষ্ঠ ভাঙে, অগ্নি জ্বেলে দেয়,
কতদিকে আমাদের করে সে সুসার।——
ওরে ওঃ—ও বর্ব্বট ;—পাদুকাবাহক
বেটা মৃত্তিকার ঢিপি—কথা নেই যে ?

বর্ব্বট। (ভিতর হইতে) ঢের কাঠ তোলা আছে।

বৈজ। বেরো বল্‌চি—পাজি ব্যাটা—ঢের কাজ আছে।
বেরুলি ?——

(পরির পুনঃ প্রবেশ।)

বাঃ—সুমালি বাঃ—উত্তম সেজেছ।
শোন বলি——(কাণে কাণে কথা।)

সুমা। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

বৈজ। ওরে ও পাপিষ্ঠ—ওরে ভূতের জন্মিত—
বেরো বল্‌চি।

(বর্ব্বটের প্রবেশ।)

বর্ব্ব। কচু পাতা টল্‌ টস্‌, শিশিরের জল,
তাতে মাকড়ের নাল, সাপের গরল,
উঠিয়ে কাকের ডাকে মা বেটি আমার
করিত যে মন্ত্রপড়ে ঔষুধ যোগাড়,
তুহাদের দুজনার মাথায় পড়ুক
চোক্ কাণ নাক মুক পুড় ক পুড়ুক।

বৈজ। দেখিস্ এর শাস্তি আজ রাত্রে পাবি তুই,
হাতে, পায়ে, বুকে, পিঠে বাতের কামড়ে,
কাণামাছী বোল্‌তা ডাঁস সারা রাত্রি ধ'রে
দংশিবে রে, আজ তোরে—বিন্ধিতে থাকিবে।
ভিম্‌রুলের চাক যথা—তেমনি হবে ফুলে
সর্ব্বাঙ্গ শরীর তোর।

বর্ব্ব। ঈস্—তাই বলে আমি বুঝি ভাত খাব না।—
ত্রিজটার বেটা আমি—আমারই এ দ্বীপ—
আমারই ত রাজ্যদেশ অধিকার এই।
এসেছিলি এই দেশে প্রথমে যখন
যত্ন করে সমাদর করিতিস কত;
গায়ে বুলাতিস হাত;—খাওয়াতিস্ কত
ভিজে টসটসে ফল;—আকাশের আলো
দিনে রেতে যে দুটোয় ঘুরে ঘুরে ওঠে,
ছোট বড় সে দুটোর নাম শিখাতিস;
তখন তুহারে আমি বাসিতাম ভাল;
কি আছে কোথায় হেথা দেখায়েছি তাই
মিঠে মিঠে বারি ঝরা পাহাড়ে পাহাড়ে,
কোথায় উর্ব্বরা মাটি কোথা মরুভূমি—
ও থেয়েছি দেখায়েছি।——
ত্রিজটা মায়ের ছিল ছিটে ফোঁটা যত—
মাকড় শেকড় ব্যাঙ বিষের আধার—
পড়ুক তোদের ঘাড়ে, ধরুক মড়ক।
আগে রাজা ছিনু হেথা, এখন তোদের
একমাত্র প্রজা আমি হয়েছি এ দেশে;
তোরাই করিস ভোগ বিপুল এ দ্বীপ,
আমারে রাখিস ফেলে শূকরের মত
কঠিন গহ্বর এই পর্ব্বত ভিতরে।

বৈদ্য। অরে ব্যাটা, মিথ্যাবাদী, ভাণ্ডার খবিস
প্রহারের বশ তুই——পড়ে না কি মনে
কত স্নেহ করিতাম রাখিতাম কাছে
থাকিতিস এক সঙ্গে কুটীরেতে শুয়ে;
কিন্তু তুই, নরাধম, ইচ্ছিলি হরিতে
কন্যার কৌমার ধর্ম্ম অধর্ম্ম আচারে;—
তাই তোরে দূর করে দিয়াছি এখানে।

বর্ব্ব। উঁ,—হুঁ - হুঁ - কি বল্‌বা-কি সুযোগই গেছে;
তুই যদি সে সময়ে বাদী না হতিস্‌,
এত দিনে এ রাজ্যেতে আমার মতন
ছোট ছোট বর্ব্বটের হাট বসে যেতো।

বৈদ্য। পাপিষ্ঠ, পাতকী,—তুই অতি নরাধম!—
কত যত্নে দিয়াছি যে কত উপদেশ,
দণ্ডে দণ্ডে অহরহ, সব মিথ্যা হলো!—
অরে পশু, আগে তুই পশুতুল্য ছিলি,
কুক্কুর, শৃগাল, ছাগ, মেষের সদৃশ,
ছিল তোর কণ্ঠস্বর তাৎপর্য্য বিহীন,
আমি তোরে মনুষ্যের ভাষা শিখায়েছি,
কিন্তু তোর জাতিধর্ম্ম এমনি কুৎসিত,
ভদ্রের সুসাধ্য নহে তোর সঙ্গে থাকা;
না বধে পরাণে তোরে রেখেছি যে হেথা
এই তোর ঢের ভাগ্য।

বর্ব্ব। ভাষা শিখয়েছ! বড়ই কাজ করেছ! গালমন্দ দিতে মজবুত হয়েছি—তুই ওলাউটোয় মর—তোকে মড়কে ধরুক।

বৈদ্য। দূর হ ব্যাটা পাজি নচ্ছার—দূর হ; কাঠ আন্‌গে যা;—ভাল চাস্‌ ত শীগ্‌গির যা।—সিউরে উঠলি যে?—দেখ্‌, যদি আলিস্যি করিস ত এখনি এমনি বাত ধরিয়ে দেব যে

পাঁজরের এক এক খানা হাড় খোয়া যাবে—আর
চিৎকার করবি যে বনের পশুগুলো সুদ্ধ কাঁপবে।

বর্ব্ব। না দোহাই তোমার, আমায় মাপ কর।
(স্বগত) কি করি, যা বলে করতে হয়;—ব্যাটার
দাপট যে আমার মায়ের গুরুর ইষ্টদেব ভোলাচং
সুদ্ধ পায়ের তলায় ফেলে থেঁথলে মারতে পারে।

বৈন্ধ! যা ব্যাটা—তবে যা।

[বর্ব্বটের প্রস্থান।

(গান বাদ্য করিতে করিতে অদৃশ্যভাবে সুমালীর প্রবেশ; পশ্চাৎ পশ্চাৎ বসন্তের প্রবেশ।—সুমালীর গান।)

রাগ ললিত—তাল আড়া ঠেকা।

দিবা হলো অবসান ডুবিছে মিহির;
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।
মেঘের বরণ জল, সাগরেতে শতদল,
একি কামিনীর ছল গ্রাসে করিবর।
পত্র পরে চারি ধারে, সখীগণে নৃত্য করে,
করতালি দিয়ে করে, উড়ায় ভ্রমর।
ছড়ায়ে কুন্তল পাশ, অধরে মধুর হাস,
পবনে উড়ায় বাস, ভুলাতে অমর।
এসো কে দেখিতে যাবে, এ মায়া ফুরায়ে যাবে,
এখনি ভানু ডুবিবে, আসিবে তিমির।
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।

বস। হেন গীত বাদ্যধ্বনি কোথা হৈতে হয়—
আকাশে না মহীতলে?—বাজিছে না আর!—
হবে বুঝি এ দ্বীপেরই কোন দেবালয়ে।
বসিয়া ছিলাম খেদে সাগরের তটে,
ভাবি জনকের কথা অশ্রুময় আঁখি,

হেনকালে যেন গীত সাগর হইতে
স্রোতে ভাসি, কূলে উঠি, শ্রবণে পশিল ;
অমনি হইল শান্ত সুমধুরস্বরে
আমার চিত্তের আর তরঙ্গের বেগ ;
আইলাম সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে শুনিতে
কিম্বা যেন আকর্ষণ করিয়া আনিল।
যাই হোক—নাই আর, নীরব হয়েছে,
না না,—আবার অই—অই যে বাজিছে।

সুমালীর গান।

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।

কি হবে কাঁদিলে ভবে কেহ চিরজীবী নয় ;
ভূপতি শকতিহীন করিতে শমন জয়।
গভীর গভীর জলে, তব পিতা দৈববলে,
সৌরভ গৌরব ভুলে, হয়ে আছে শবকায়।
অই শুন শঙ্খধ্বনি, পাতালে নাগকামিনী,
সে দেহ তুলিয়ে আনি, অন্ত্যেষ্টি করিতে যায়।
যোজন যোজন পথ, যাও হে ধরণীনাথ,
পুরাইতে মনোরথ, দেখিতে পাইবে তায়।

বস। আমারই যে জলমগ্ন পিতার বারতা
শুনাইছে এই গীত!—দেবকীর্ত্তি ইহা ;—
হেন সুমধুরধ্বনি ভূমণ্ডলে কোথা!—
আবার বাজিছে অই!

বৈজ। দেখ্ নলিন্—দেখ্ এ দিকে—দাঁড়ায়ে ওখানে—
হ্যাঁ গা বল্ দেখি ও কি?

নলি। তাই ত গা!—কি গা ও—পরি বুঝি হবে?
আহা মরি! অপরূপ কিবা মনোহর!

পরিই ও বটে, পিতা।

বৈদ্য। অরে বাছা পরি নয় ;—আমাদেরই মত
নিদ্রাহার অভিলাষী—আমাদেরই মত
আছে সর্ব্ব জ্ঞানেন্দ্রিয় ;—ওই সুপুরুষ
ছিল সেই জলমগ্ন তরণী ভিতরে ;
হয়েছে মলিন কিছু শোকের উত্তাপে ;
(চিন্তাই সৌন্দর্য্যরূপ কুসুমের কীট)
তা না হলে বাখানিতে পারিতে উহারে
সুন্দর পুরুষ বলি।—সঙ্গী হারা হয়ে,
তাহাদের অন্বেষণে ফিরিছে একাকী।

নলি। দেবতা বলিলে বুঝি বলিতে বা পারি ;
পৃথিবীর কোন বস্তু এমন সুন্দর
চক্ষে কভু দেখি নাই।

বৈদ্য। (স্বগত) এই যে, যা ভেবেছিনু ;—সুমালি রে, আর
দুটি দিন পরে তোর দাসত্ব ঘুচাব।

বস। বুঝিলাম এতক্ষণে, এঁরি সন্নিধানে,
গীত বাদ্য হয় নিত্য—দেবকন্যা ইনি ;
করযোড়ে, হে সুন্দরি ! করি হে মিনতি,
নিবাস কি এই দেশে—কহ কৃপা করি ?
কৃপা করি মোরে কিছু শিখাইয়ে দেও
এ দেশের রীতি নীতি প্রথা ব্যবহার ;
শেষে করি নিবেদন—একান্ত জানিতে
মনের বাসনা যিটি—কহ বিনোদিনি,
হয়েছে কি পরিণয়—আছ বা কুমারী ?

বৈদ্য। কুমারীই বটে,—তাতে আশ্চর্য্যটা কি ?

বস। একি ! অ্যাঁ !—আমারই যে স্বদেশীয় ভাষা !—
হায় যদি থাকিতাম স্বদেশে এখন,
হোতাম সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, আমিই সে দেশে।

বৈজ্ঞ। কি বল্লি?—সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হোতিস সে দেশে,
এ আস্পর্দ্ধা শোনে যদি গুজ্‌রাট ভূপতি
কি হবে বল্‌ দেখি তবে?

বস। শুনায়ে গুজ্‌রাট নাম, তুমি হে যাহারে
করিলে বিস্ময়াপন্ন, হয়েছে এখন
সে অভাগা পিতৃহীন;—পিতাও আমার
স্বর্গে বসি শুনিছেন আমার এ কথা—
স্বর্গে গিয়াছেন তিনি তাই কাঁদিতেছি।
আমিই, গুজ্‌রাটপতি হয়েছি এখন;
জলধি জীবনে পিতা মগ্ন যে অবধি
করিতেছি অশ্রুপাত—বিগলিত ধারা
দেখ চিহ্ন এখনো রয়েছে।

নলি। হায়! হায়! কি বেদনা!

বস। সত্য কহি ডুবিছেন জলধি জীবনে;
সঙ্গে যত পারিষদ তারাও ডুবেছে;
অপূর্ব্ব তনয় সঙ্গে কঙ্কনভূপতি
পিতা পুত্র এক সঙ্গে মরেছে ডুবিয়া।

বৈজ্ঞ। (স্বগত) অরে মূঢ়, কঙ্কনের প্রকৃত ভূপতি—
অপূর্ব্ব সহস্র গুণ তনয়া তাহার—
এই দণ্ডে পারে তোরে যথা শাস্তি দিতে।—
দর্শনেই শুভদৃষ্টি হয়েছে দোঁহার;
সুমালি রে, তোরে এর পুরস্কার দিব,
দাসত্ব ঘুচায়ে তোর।
(বসন্তের প্রতি) অরে ধূর্ত্ত শঠ,
শোন্‌ বলি—হেথা আয়।

নলি। কেন পিতা, এঁর প্রতি কঠিন এমন?
মানব জাতিতে আমি হেরিনু নয়নে
ইনিই তৃতীয় ব্যক্তি;—ইনিই প্রথম,

কাঁদিল যাঁহার জন্যে হৃদয় আমার ;—
করুণা উদয় হোক পিতার হৃদয়ে,
আমার মনের মত হোক তাঁর মন।

বস। হও যদি, হে সুন্দরি, তুমি হে কুমারী,
অন্যে যদি মনোবাঁধা নাহি দিয়া থাক,
বসাব তোমায় তবে করিয়া বরণ
গুজ্‌রাটের সিংহাসনে।

বৈজ। থাম্—থাম—
(স্বগত) দুজনার প্রেমে বাঁধা পড়েছে দুজনে ;
অযতন করে পাছে ভাবিয়ে সুলভ,
সুলভ না ভাবে যায় তাহাই ঘটাব।
(প্রকাশে) শোন্—বলি ; সাবধানে, যা বলি তা শোন্
স্বনাম গোপন করে মিথ্যা পরিচয়
দিয়াছিস হেথা এসে গুপ্তচর হয়ে,
ছদ্মবেশে এসেছিল ছলিতে আমারে,
রাজ্য হরে লতে মোর—

বস। ধর্ম্মসাক্ষী কহিতেছি— কথনই নয়।

নলি। এ হেন মন্দিরে, আহা, মন্দ কি কখন
লুকায়ে থাকিতে পারে ; কিম্বা এ ভবনে
মন্দ এসে থাকে যদি—উৎকৃষ্ট সমূহ
করিবে সদাই দ্বন্দ্ব সে মন্দে তাড়াতে,
এ মন্দির হোতে দূরে।

বৈজ। (বসন্তের প্রতি) আয় তুই সঙ্গে আয়।—তুমিও নলিনি
এর জন্যে অনুরোধ করো না আমায়,
রাজদ্রোহী এই ব্যক্তি।—আয় সঙ্গে আয় ;
হস্ত পদে দিব তোর লৌহের শৃঙ্খল,
লবণ সলিল পানে পিপাসা জুড়াবি ;
শুষ্ক তৃণ ফল মূল বল্কল নীরস

অসার ধান্যের খোসা, চণক, মটর,
জলশুক্তি আদি তোর সুখাদ্য হইবে ;—
আয়—চলে আয়।

বস। নড়িব না এক পদ—শত্রুর প্রতাপ
না বুঝিব যতক্ষণ—পাব পরিচয়
আমা হোতে বলবান বিপক্ষ আমার।

[অসি নিষ্কোষ করিল এবং তৎক্ষণাৎ যাদুমন্ত্রে স্তম্ভিত হইল]

নলি। পিতা, ইনি বীর্য্যশালী মহাবংশোদ্ভব
নিদারুণ এ পরীক্ষা এঁর যোগ্য নয়।

বৈজ। কি ?—কি ?—কি আস্পর্দ্ধা !—
পাদুকা হইতে তুই অধম হইয়ে
আমারে শিখাতে চাস ?—
(বসন্তের প্রতি) ওরে রাজদ্রোহি !
তুলে রাখ—তুলে রাখ—বোঝা গেছে তেজ,
বৃথা আড়ম্বরই সার তলবার খোলা,
চালিতে সামর্থ নাই—ধিক্ থাক্ তোরে ;
কৃপাণ লুকাইয়ে রাখ পিধান ভিতরে ;
সামান্য যে এই যষ্টি ইহারি আঘাতে
এই দণ্ডে পারি তোরে নিরস্ত্র করিতে।

নলি। কৃতাঞ্জলি, করি পিতা, ক্ষম গো উহাঁরে।

বৈজ। যা—যা—বস্ত্র ছাড়।

নলি। হও গো সদয়, পিতা,—প্রতিভূ ইহাঁর
আমিই থাকিনু, আর্য্য !

বৈজ। চুপ্ কর— ফের যদি কথাটি কহিবি,
ভৎর্সনা করিব তোরে ;—ঘৃণা জন্মে, ছিছি
তোর ব্যবহার দেখে ;—এত অনুরোধ !
এই শঠের জন্যেতে !—ভেবেছিস্ বুঝি—
এটা আর বর্ব্বটেরে হেরিয়ে নয়নে—

হেন সুপুরুষ আর ত্রিভুবনে নাই।
হা রে নির্ব্বোধ মেয়ে—অনেকের কাছে
বর্ব্বটের তুল্য এটা অতি কদাকার,
এর তুলনায় তারা দেবতা বিশেষ।

নলি। পিতা, আমার এই ভাল—এর চেয়ে আর
শ্রেষ্ঠতর দেখিবার নাহিক বাসনা;
হেন নীচগতি—প্রণয় আমার যেন
চিরদিনই থাকে।

বৈদ্য। (বসন্তের প্রতি) আয় চলে আয়,—
পুনঃ তোর বাল্যাবস্থা দেখি যে আগত,
বল বীর্য্য শরীরেতে বিন্দুমাত্র নাই,
হস্ত পদ দেখি যেন হয়েছে অবশ।

বস। সত্যই হয়েছে তাই;—শরীর দুর্ব্বল
হয়েছে অবশ যেন নিশার স্বপনে।
কিন্তু প্রতিদিন যদি পাই একবার
দেখিতে ও বিধুমুখ কারাগার হোতে
ভুলিব সকল দুঃখ, সর্ব্ব মনস্তাপ—
জনকের মৃত্যুশোক, বন্ধুর বিচ্ছেদ,
এ দেহের দুর্ব্বলতা, দুর্ব্বাক্য উহার।
সসাগরা পৃথিবীর অন্য যত ভাগ
থাক্ লয়ে অন্য সবে স্বাতন্ত্র্য সুখেতে,
বিশ্বভূমণ্ডল সেই কারাই আমার।

বৈদ্য। (স্বগত)
ধরেছে বিষের তেজ—ধরেছে ধরেছে;
বড় কাজ সুমালীরে করেছিস্ বাপ্।
(প্রকাশে)
আয় চলে আয় দোঁহে পশ্চাতে পশ্চাতে;—
(জনান্তিকে) সুমালি শোন বলি।

নলি। (বসন্তের প্রতি)

মহাশয়!—স্থির হউন—জনক আমার,
এখন যেরূপ তুমি দেখিছ উহাঁরে,
স্বভাবে সেরূপ উনি নন্।

বৈজ্ঞ। (জনান্তিকে সুমালীর প্রতি)

স্বাধীন হবি রে তুই—দাসত্ব ঘুচিবে;
পর্ব্বত-শিখরে যথা বায়ুর হিল্লোল
অবাধে ভ্রমণ করে—তুইও ভ্রমিবি,
আমার কথায় বাধ্য থাকিস যদ্যপি।

সুমা। অবাধ্য তিলেক মাত্র হব না তোমার।

বৈজ্ঞ। (সুমালীর প্রতি) এসো তবে;
(বসন্ত এবং নলিনীর প্রতি)
তোরা দোঁহে পেছু পেছু আয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বীপের অন্য এক ভাগ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(চিত্রধ্বজ, মন্ত্রী প্রচেতা, অনন্ত, রূপ, ভরত এবং বিজয়
প্রভৃতির প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ প্রফুল্ল হউন,—মহারাজের আহ্লাদের বিষয়, আর আমাদেরও বটে, যে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে;—তার চেয়ে ক্ষতিটা যৎসামান্য বল্‌তে হবে।—এমন শোক তাপ ত সকলেরই হয়;—

মাঝীমাল্লা বণিকব্যাপারীদের ঘরে প্রত্যহই ত এরূপ একটা না একটা অসুখের কারণ ঘটে ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আমরা রক্ষা পেয়েছি ;— সহস্রে কজনের ভাগ্যে এমন্‌টি ঘটনা হয় ? মহারাজ, তাই বলি বিবেচনা করে দেখুন, অসুখের চেয়ে আমাদের আহ্লাদেরই বিষয় বল্‌তে হবে।

চিত্র। অহে, ক্ষান্ত হও।

রূপ। গা জুড়য়ে দিচ্ছেন আর কি !

অন। ও ছাড়বে না।

মন্ত্রী। মহারাজ !—

অন। অই শোনো।

মন্ত্রী। মহারাজ, শোকার্ত্ত হইলে কি একবারে অভিভূত হয়ে পড়তে হয় !

চিত্র। অহে ক্ষমা দেও।

মন্ত্রী। ভাল আর বল্‌ব না ;—কিন্তু মহারাজ, তবু—

অন। ও থাম্‌বে না।

রূপ। আর—ওর জিব্‌টাও সড় সড় কর্‌ছে, সুর ধল্লে বলে।

ভর। যদিও দৃশ্যত এ দেশটি মরুভূমির তুল্য—

রূপ। কিন্তু তবুও—তারপর ?

ভর। তবুও জলবায়ু অতি উত্তম ;—অতি স্নিগ্ধ, শীতল।

অন। বটে বটে—ঠিক এঁচেছ, দিল্লীর লাড্‌ডুর মতন।— তার পর ?

ভর। ক্যামন পরিস্কার সুগন্ধি বায়ুর হিল্লোল বচ্চে !

রূপ। আহা ! যেন বারাণসীর সুগন্ধি পয়ঃপ্রণালীর সৌরভ নির্গত হচ্চে।

অন। কিম্বা যেন সুন্দরবনের সুবাসিত কর্দ্দমের পরিমল ছুট্‌ছে।

মন্ত্রী। জীবনের সমস্ত উপাদেয় সামগ্রীই এখানে সুলভ।

অন। কেবল অন্নজলেরই কিঞ্চিৎ অভাব।—তারপর ?

মন্ত্রী। আহা! তৃণগুলি কেমন রসাল এবং সুন্দর শ্যামবর্ণ।

রূপ। আহা! যেন উলুখাকড়ার সমুদ্র হয়ে রয়েছে।

অন। আর মাটির রংটাও দিব্বি—পাথুরে কয়লার মত কালো কাঁকর কুল্লুই আর কোথাও নেই বল্লেই হয়।

রূপ। না—তা ওঁর ভুলে ঠিক্ আছে—এক চুল তফাৎ হবার যো কি।

মন্ত্রী। কিন্তু আশ্চর্য্য এই (কথাটা বিশ্বাসের বহির্ভূত বল্লেই হয়)-যে———

রূপ। ওঁর সকল কথাই প্রায় সত্যের বহির্ভূত।

মন্ত্রী। আশ্চর্য্য এই যে, আমাদের পরিধেয়গুলি সমুদ্রের জলে আর্দ্র হয়েও ঠিক তেমনি আছে, লবণ সলিলে নিমজ্জিত হয়ে কলঙ্কিত হওয়া দূরে থাকুক্, বোধ হয়, যেন আন্‌কোরা নূতন রং করা, এখনি পাট ভাঙা হয়েছে। বিবাহের দিবস সিংহলে যখন পরিধান করা গিছ্‌ল—ঠিক যেন তেম্‌নিই আছে।

রূপ। মরি আর কি, বিবাহটা কি শুভক্ষণেই হয়েছিল, আর পুনর্যাত্রাটা ক্যামন নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হলো।

মন্ত্রী। এম্‌নি ধারা যদি গুটিকত দ্বীপ পেতুম।

অন। কি হে মন্ত্রী—কি বল্‌চ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা—বল্‌চি কি—রাজকন্যা—শ্রীবিষ্ণু—সিংহলের বর্ত্তমান রাজমহিষীর বিবাহের দিবস পরিধেয়গুলি যেমন পরিপাটি ছিল এখনও ঠিক তেম্‌নি আছে।—মহাশয়! আমার উত্তরীখানি ঠিক্ তেম্‌নিই আছে না?—মহারাজ আপনার কন্যার বিবাহের দিবস এইখানি পরিধান করেছিলাম।

চিত্র। একে অঙ্গ জ্বলে মন্ত্রি, কেন দগ্ধ কর?—
তোমার এ বাক্য যেন কণ্টক বিঁধিছে
আমার শ্রবণ পথে;—হায় রে কপাল!
হেন দেশে অভাগিনী কন্যার বিবাহ
না হওয়াই ছিল ভাল;—পড়ে এ জঞ্জালে,

ফিরিতে সিংহল হোতে প্রাণের তনয়ে
হারালাম, হা অদৃষ্ট! জলধি সলিলে;
কন্যাকেও চক্ষে আর পাবনা দেখিতে;
গুজ্‌রাট হইতে এত দূরেতে সিংহল;
হা পুত্ৰ!—গুজ্‌রাট কঙ্কন অধিকারী!
কোন্ জলজন্তু তোরে করেছে রে গ্রাস!

মন্ত্রী। মহারাজ! কুমারের বাঁচাও সম্ভব।—
চলেছেন দেখিলাম তরঙ্গ বাহনে,
তুরঙ্গমে সাদী যেন অবলীলা ক্রমে;
বৈরিতা করিতে যত আসিছে ছুটিয়া
তরঙ্গ হুঙ্কার করি—দূরেতে নিক্ষেপ
করিছেন দুই ধারে, বাহু প্রসারিয়া।
অটল উন্নত শির তরঙ্গ উপরে,
চলেছেন মহাবেগে বাহু দণ্ডে বাহি
যথায় সমুদ্র তট তরঙ্গ-খনিত,
হেঁট হয়ে আছে তাঁরে ক্রোড়েতে তুলিতে।

চিত্র। না, মন্ত্রী—নাই আর বসন্ত আমার।

রূপ। তুমিই ত এ সকল বিপদের মূল,—
আহা! সে ত কন্যা নয়!—ভারত উজ্জ্বলা!
তারে কি না দিলে এক অসভ্যের হাতে,
বর্ব্বর সিংহলবাসী;—ভোগো তারি ফল;
ইহ জন্মে কন্যাকেও পাবে না দেখিতে।

চিত্র। ক্ষমা দে ভাই।

রূপ। আমরা ত সকলেই, গললগ্ন বাসে,
কৃতাঞ্জলি পুটে, কত করিনু নিষেধ,
মেয়েটারও, তাতে আহা, অনিচ্ছাই কত;
এবে তার প্রতিফল যথেষ্ট হয়েছে—
জন্মের মতন—হারাইলে পুত্রধনে,

করিলে বিধবা কত পতিপ্রাণা সতী
গুজ্‌রাট কঙ্কনে।—

চিত্র। ততোধিক মনস্তাপ আমারও হে তাই।

মন্ত্রী। মহাভাগ, রূপ সত্যই বল্‌ছেন, কিন্তু বাক্যগুলি কিছু কঠোর প্রয়োগ করা হচ্চে, এ সমস্ত অবিনীত বাক্য এ সময়ের যোগ্য নয়। দগ্ধ স্থানে নবনী না দিয়ে এ যেন লবণ নিক্ষেপ করা হচ্চে।

রূপ। ভালো—হচ্চে ত হোচ্চে—তোমার কি?

অন। কেন, আজকালের চিকিৎসাই ত ঐরূপ।

মন্ত্রী। আপনাদের যখন এরূপ বৈষম্যভাব তখন সময়টা নিতান্ত দুঃসময়ই দেখ্‌ছি।

রূপ। দুঃসময়!

অন। তার ত কথাই নাই।

মন্ত্রি। মহাশয়! এ দ্বীপটি দেখে আমার মনে বড় আহ্লাদ হচ্চে।

রূপ। কেন হে মন্ত্রি, বল দেখি।

মন্ত্রী। মহাশয়! বাল্যকালাবধি আমার বাসনা আছে যে একবার রাজত্ব করি; কিন্তু প্রাচীন দেশ মাত্রেই, রাজড়াদের এত ভিড়, যে তার ভেতর মাথা গুঁজে প্রবেশ করাই ভার; তাই চিরকালটা মনে মনে ভাবতুম যে ওরি মধ্যে একটা ছোটখাটো নিরেলা দেশ পাই, ত সেই খানে একবার রাজত্ব করে নি, আর কেমন করে রাজত্ব কত্তে হয়, একবার দেখাই। এই দ্বীপটি দেখ্‌চি তার সম্যক উপযুক্ত স্থান। এই খানে কতকগুলি প্রজার বসতি করুয়ে তাদের উত্তমরূপ তদ্বিবত দিতে পাল্লে একটি আশ্চর্য্য জনপদের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন-দেশ নিবাসীদিগের যে সমস্ত কুসংস্কার আছে, তার কিছুমাত্র এখানে প্রবেশ কত্তে দি না। আমার সে রাজ্যে বিবাহরূপ কুপ্রথা থাকে না, ধন সম্পত্তিতে স্বত্বাস্বত্বের প্রভেদ থাকে না, স্বেচ্ছাধীন সকল স্ত্রীই সকল পুরুষের ভোগ্যা—সকল পুরুষই সকল স্ত্রীর কাম্য, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই চৌষট্টি কলায় বুৎপন্ন,—হিংসা দ্বেষ, বিবাদ,

বিসম্বাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ রাজ্যমধ্যে একবারে বিলুপ্ত হয়;—প্রতারণাশূন্য সত্যবাদী জনগণ পরহিতৈষী পরোপকারী হয়;—স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম-জ্যোতিতে সকলেই নিরুদ্বেগ শান্তচিত্ত থাকে। রোগ, শোক, তাপ, চিন্তা, দারিদ্র্য সমূলে নির্ম্মূল হয় এবং সুখ সচ্ছন্দ সর্ব্বত্রে বিরাজিত হয়ে প্রীতি সম্পাদন করে।

রূপ। মন্ত্রী, যা বলেছ মিছে নয়—এই স্থানটিই তার উপযুক্ত—আর তুমিই এখানকার ভূপালের উপযুক্ত পাত্র। এই দেশেই গাধা পিটলে ঘোড়া হয়।

অন। আর ওঁর রাজ্যে বাস কল্লেই জ্যান্ত মানুষ গাধা হয়।

চিত্র। আঃ—কি আপদ! এ যে বিষম যন্ত্রণা দেখ্‌ছি; এক দণ্ড-কাল কি চুপ্ করে থাক্‌তে পার না।

(অদৃশ্যভাবে সুমালীর প্রবেশ এবং গভীর বাদ্যধ্বনি। চিত্রধ্বজ রূপ এবং অনন্ত ব্যতিরেকে সকলেই নিদ্রিত হইল।)

চিত্র। অ্যাঁ;—এরি মধ্যে নিদ্রাগত হলো এরা সবে!
আমার চক্ষেতে কেন নিদ্রা না আইল;
বিষম চিন্তার দাহ হইতে তা হলে
বাঁচিতাম ক্ষণকাল—হতেম সুস্থির—
আঃ! চক্ষু দুটো মুদে আসচে।

রূপ। মহারাজ! নিদ্রা যান;—এসেছেন যদি
বিরামদায়িনী নিদ্রা করুণা করিয়ে,
অবহেলা করে, দেব, ঠেলনা উহাঁরে।

অন। নিদ্রা যান মহারাজ! আমরা দুজনে
জাগিব প্রহরী হয়ে।

চিত্র। বাধিত করিলে বড়,—নিদ্রার আবেশে
হয়েছে অবশ অঙ্গ—

[নিদ্রিত এবং সুমালীর প্রস্থান।]

রূপ। দেখি নাই কভু ত অদ্ভুত এমন!
বলা কওয়া ছিল যেন সেই ভাবে এরা

একত্রে নিদ্রিত হলো।

অন। এ দেশের বারি আর বাতাসের গুণে
হয় বুঝি এইরূপ।

রূপ। আমাদের চক্ষে তবে নিদ্রা নাই কেন?

অন। আমারো ত নিদ্রা ইচ্ছা হতেছে না কিছু;
সর্ব্বাঙ্গ শরীরে স্ফর্ত্তি আছে ত তেমতি;
ঘুমায়ে পড়িল এরা ঐক্য হয়ে যেন;
কিম্বা হেন বজ্রাঘাতে একত্রে মরিল;
অহে রূপ মহোদয়, তুমি হে এখন,—
থাক্ থাক্, সে কথায় কাজ নাই আর—
তবু যেন লক্ষ্য হয় তব মুখশ্রীতে
অতুল মহত্বছটা—দেখিতেছি যেন
পড়িতেছে তব শিরে আকাশ হইতে
সুবর্ণ মুকুট খসে।

রূপ। কি হে, তুমি জাগ্রত কি?

অন। শুন্‌চ না কি কথা?

রূপ। শুন্‌চি বটে; কিন্তু এ যে স্বপ্নের প্রলাপ—
নিদ্রিতের অসঙ্গত বাক্য এ তোমার।
কি বল্‌ছিলে তুমি?—কি আশ্চর্য্য নিদ্রা ইহা,
দুই চক্ষু উন্মীলিত জাগ্রতের প্রায়,
কথা কয়, চলে যায়, দাঁড়ায়ে রয়েছে;
গভীর নিদ্রার ঘোরে তবু অভিভূত!

অন। আমি হে নিদ্রিত নই, অহে মহাভাগ,
তোমারি সৌভাগ্য আছে অগাধ নিদ্রায়।
এর চেয়ে মৃত্যু ভাল—জেগে নিদ্রা যাও?

রূপ। এ ত নয় নিদ্রিতের নাসিকার ধ্বনি,
সে শব্দ এরূপ নয়—অর্থ আছে এতে।

অন। অহে রূপ, কৌতুকের সময় এ নয়;

ত্যজেছি এখন আমি স্বভাব চঞ্চল,
অবধান কর যদি আমার কথায়,
আমারি মতন হবে উৎসাহে উৎসাহী ;
দ্বিগুণ রুধির স্রোত বহিবে অঙ্গেতে
দ্বিগুণ বাড়িবে পদ নিমেষ মধ্যেতে।

কূপ। স্রোতহীন বারিতে কি স্রোত বহে কভু !

অন। বহে যদি পারে কেহ—
আমি বহাইব স্রোত তোমার শরীরে।

কূপ। দেখ তবে পার যদি ভাটা ফিরাইতে :
একটানা চিরকাল আমার এ দেহে
আলস্যই কুলগত স্বধর্ম্ম আমার।

অন। অহে কূপ, তোমার ব্যঙ্গ উপহাসে,
ক্রমে আরো সে বাসনা হতেছে প্রবল ;—
"জড়ালে ফাঁসের গিরো, যত খোল তায়,
তত আরো ফাঁসে ফাঁসে গিরো বসে যায়,"
জাননা ত এ প্রবাদ—জানিতে যদ্যপি
ত্যজিতে এ ব্যঙ্গভাব, হইতে উদ্যোগী।
অসাহসী পুরুষেরা এইরূপে বটে
ভয় কিম্বা আলস্যেতে অধঃপাতে যায়।

কূপ। বলে যাও—বলে যাও ;—দেখিয়া তোমার
মুখের ভঙ্গিমা আর চখের ইঙ্গিত,
বোধ হয় যেন কোন দুর্জ্জয় বাসনা
প্রজ্বলিত হয়ে তব অন্তর দহিছে।

অন। শোন তবে, শোন বলি, ভ্রাতুষ্পুত্র তব
মরেছে অগাধ জলে—মরেছে নিশ্চয় ;
যতই বলুক অই চতুর প্রচেতা,
ভুলাইতে ভূপতিরে উপন্যাস কথা।—
আরে ধূর্ত্ত ব্যবসায়ী, মিথ্যা কথা কয়ে

কাটাইলি চিরকাল জঠরের দায়ে,
আজ মলে কাল তোরে কেহ না খুঁজিবে ;
ঘুমায়ে সাঁতার দেওয়া তোমারো যেমন,
রাজপুত্র বেঁচে থাকা নিশ্চয়ই তেমন।

রূপ। অনন্ত হে আশ্বাস নাহিক আমার।

অন। সে আশ্বাস না থাকই তোমার আশ্বাস ;
সে আশা নির্ম্মূল কিন্তু এত উচ্চ আশা
উদয় হয়েছে সেই নিরাশা অম্বরে
অতি উচ্চ বাসনাও সে আশা শিখরে
আরোহিতে নাহি পারে অনেক আয়াসে ;—
রাজপুত্র বেঁচে নাই—তোমারো ত মত?

রূপ। না—সে জীবিত নাই।

অন। ভাল তবে বল দেখি, রাজসিংহাসনে,
সে অভাবে অধীশ্বর কে হবে গুজরাটে ?

রূপ। রাজকন্যা কলাবতী।

অন। কি বল্লে—অ্যা ? কলাবতী?—সিংহলেতে যিনি ?
কুমেরুকেন্দ্রেতে এবে অবস্থিতি যাঁর?
পাবে না যে এ সংবাদ, সংবাদ না দিলে
সূর্য্যদেব বার্ত্তাবহ হইয়ে আপনি,
কিম্বা সদ্যোজাত শিশু শ্মশ্রুধারী হয়ে ?
যার জন্যে সাগরের জঠরে ডুবিয়া
বাঁচিয়াছি কেহ কেহ দৈব নিবন্ধনে ;—
অহে রূপ, বিধাতার কৌশল এ সব,
তোমা আমা তুজনার গৌরব বাড়াতে।

রূপ। এ আবার কি?—কি বল্‌চ হে ?
সত্যইত কলাবতী সিংহল মহিষী
গুজরাটের অধীশ্বরী বসন্ত অভাবে ;
সিংহলো গুজরাট হোতে দূর কিছু বটে।

অন। এত দূর—ভাবিলে ত, মানেনা বিশ্বাস
পুনর্ব্বার আসিবে সে, গুজরাট নগরে;
থাক্ সে সিংহলে পড়ে;—কৃপ হে জাগ্রত
হও তুমি;—বল এরা কাল নিদ্রাগত;—
অই যে নিদ্রিত দেখ, উহাঁরও সদৃশ
রাজকার্য্যে সুনিপুণ সম্ভ্রান্ত কুলীন
আছে ত অপর আরো গুজরাটধামেতে
সদা নিরর্থক ভাষী অই যে পেচক্তা,
আছে ত অনেক লোক উহারো মতন;
কাজ কি অন্যের কথা—আমিই ত আছি;
অহে কৃপ মহাভাগ, যদি হে তোমার
হইত আমার মত দুর্জ্জয় বাসনা,
ইহাদের এ নিদ্রায় কতই উচ্চেকে
উঠিতে পারিতে তবে—বুঝেছ কি?

কৃপ। বুঝি—বুঝি।

অন। বোঝ তবে সে ঐশ্বর্য্য, অতুল সম্পদ
তোমারই এ বাসনার অনুগামী কি না?

কৃপ। তুমিই না হয়েছিলে তোমার ভ্রাতার
কঙ্কনের সিংহাসন?

অন। হয়েছিনু বটে;—তাই দেখ না এখন
কেমন সেজেছে অঙ্গে রাজ পরিচ্ছদ;
পূর্ব্বে ভৃত্যগণ যত ভ্রাতার আমার
আমারই সদৃশ ছিল—এক্ষণে আবার
তাহারাই হয়েছে হে আমার কিঙ্কর।

কৃপ। কিন্তু ওহে ধর্ম্মজ্ঞান করে যে নিষেধ।

অন। ধর্ম্মজ্ঞান!—অহে কৃপ, এ দেহের মাঝে
কোন্ খানে সে বিচিত্র জ্ঞানের নিবাস?
এখানে?—না এখানে?—না অন্য কোন স্থানে?

আমি কিন্তু ভাল জানি আমার হৃদয়ে
নাহি সে দেবের বাস ;—সহস্র তেমন
ধর্ম্মজ্ঞান এসে যদি করিত নিষেধ
লভিতে কঙ্কনরাজ্য—চূর্ণ করে তায়
ফেলিতাম পদতলে ;—পড়িয়া ভূতলে
অই যে তোমার ভাই—কি ভেদ উহাতে—
বলো হে কি ভেদ ওতে মৃত্তিকাতে আর ?
নিদ্রা আর মরণেতে প্রভেদই বা কি ?
তখনও ত শান্ত হয়ে থাকিবে ঘুমায়ে।—
এই ক্ষুদ্র ছুরিকার আঘাতে উহারে
এ জন্মের মত পারি নিদ্রিত করিতে।
তুমিও নিমেষ মধ্যে অই প্রাচীনেরে,
চির-নিদ্রা-অভিভূত করিতে হে পার।
তা হল্যে ও মৃৎপিণ্ড, লোকালয় মাঝে
পারেনাকো আমাদের নিন্দা রটাইতে।
অন্য ওরা যত—বোঝে ওরা কালাকাল,
তুচ্ছ ইঙ্গিতের বশ কুক্কুরের মত,
অন্নমুষ্টি পেলে সবে হবে পদানত।

ক্লপ। অহে বন্ধু প্রিয়তম ! দৃষ্টান্তের স্থল
করিব তোমায় আমি—তুমি হে যেরূপে
লভিলে কঙ্কন রাজ্য, আমিও তেমতি
লভিব গুজরাট দেশ ;—খোল তরবার—
এক চোটে এড়াইবে করদের দায় ;
জীয়ে রবে যত দিন অমাত্য প্রধান
আমি রাজা, তুমি মন্ত্রী, হবে হে আমার।

অন। এক সঙ্গে খোল তবে ;—আমিও যখন
উঠাইব তীক্ষ্ণ অসি—তুমিও উঠাইও
প্রচেতার বক্ষঃস্থল দৃঢ় লক্ষ্য করি।

ক্লপ। অহে, শোন— (গোপনে কথোপকথন।

(অদৃশ্যভাবে সুমালীর প্রবেশ।)

সুমা। তুমি আমার প্রভুর পরম হিতৈষী বন্ধু; তোমার আসন্ন বিপদ, আমার প্রভু যাদুবিদ্যার প্রভাবে সমস্ত অবগত হয়ে তোমাদের সকলের জীবন রক্ষার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন;—নতুবা তাঁর সঙ্কল্প নিষ্ফল হয়।

(প্রচেতার কর্ণমূলে।)

তুমি নিদ্রাগত, দুরাত্মারা যত
ষড়যন্ত্র কত করে কুমন্ত্রণা;
বাঁচিতে বাসনা থাকে ঘুমাইও না;
ত্যজ নিদ্রা ঘোর শিয়রেতে চোর,
উঠ উঠ আর নিদ্রা যেওনা।

অন। এসো তবে;—আর কেন, বিলম্বে কি কাজ?

মন্ত্রী। (জাগ্রত হইয়া)
হে বিজয়ী সুরবৃন্দ রক্ষা কর ভূপে।

চিত্র। অ্যাঁ—া—া;—ও কি?—অহে ও—ওঠো, সকলে
ওঠো;—তোমাদের তলবার খোলা কেন? আর
মুখশ্রীই বা অমন পাণ্ডাশবর্ণ কেন?

মন্ত্রী। কেন? কি?—কি?—ব্যাপারটা কি?

ক্লপ। মহারাজ! আপনার বিঘ্নবিনাশন
করিতে দুজনে মোরা ছিলাম প্রহরী;
হেনকালে বৃষধ্বনি অতি ভয়ঙ্কর,
কিম্বা যেন ঘোরতর কেশরীগর্জ্জন
পশিল শ্রবণ-পথে; সে ভৈরব নাদ
এই মাত্র শুনিলাম,—এখনো ভয়েতে
হতেছে হৃদয় কম্প ——
মহারাজ! শোনেন নি কি?

চিত্র। কই—আমি ত শুনিনি।

অন। অহো!—কি ভৈরব নাদ!—
রাক্ষসের হৃৎকম্প হয় সে হুঙ্কারে;—
বাসুকি অস্থির হন;—বোধ হলো যেন
সহস্র মাতঙ্গ-অরি একত্রিত হয়ে
করিতেছে হুহুঙ্কার।

রাজা। মন্ত্রি!—তুমি শুনেছিলে?

মন্ত্রী। সত্য কহি, মহারাজ, গুনু গুনু ধ্বনি
শুনিলাম কর্ণমূলে,—অপূর্ব্ব তেমন
পূর্ব্বে কভু শুনি নাই।—সেই শব্দ শুনে
ভাঙিল নিদ্রার ঘোর, উঠিনু জাগিয়া;
পরশিনু তব অঙ্গ বিকট চীৎকারি,
দেখিলাম অসিহস্তে দাঁড়ায়ে উহাঁরা।
শব্দ হয়েছিল সত্য—কিন্তু মহারাজ
সতর্ক হইয়া এবে থাকাই উচিত,
অথবা কুস্থান এই পরিত্যাগ করা।

রাজা। এসো তবে এ কুস্থান করি পরিহার,
অভাগার অন্বেষণে স্থানান্তরে যাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! যুবরাজ আছেন নিশ্চয়
এ দ্বীপেরই কোন স্থান;—এ সঙ্কট হোতে
ত্রিকোটি দেবতা তাঁরে করুন উদ্ধার।

রাজা। হও তবে অগ্রসর।

সুমা। (স্বগত) প্রভুর নিকটে গিয়ে বল্‌তে হবে সব।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বীপের অন্য এক ভাগ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কাষ্ঠের বোঝা মাথায় বর্ব্বটের প্রবেশ।)

(মেঘের গর্জ্জন।)

বর্ব্ব। মরুক—ব্যাটা বৈজনো মরুক;—সর্ব্বাঙ্গে কুড়িকুষ্ঠী হয়ে মরুক—ব্যাটা আমায় একদণ্ড আলিস্যি রাখ্‌তে দেয় না—খাট্‌তে খাট্‌তে মনু। গাল দিচ্চি তার পরিগুলো সব শুনচে—শুনুক্;—গাল না দিয়ে যে থাকতে পারিনে।—সে গুলো এখনি এসে জ্বালাতন কর্‌বে এখন। কান টান্‌বে, চুল টান্‌বে, চিম্‌টি কাট্‌বে কাদায় ফেলে দেবে—ভয় দেখাবে—না হয় ত আলেয়া সেজে অন্ধকারে পথ ভুল্‌য়ে দেবে। কথায় কথায় ব্যাটা সেই গুলোকে আমার উপর নেল্‌য়ে দেয়;—কখন বাঁদর হয়ে এসে মুখ ভেঙচায়, আঁচড়ায়, কামড়ায়,—ঝালাপালা করে মাল্লে;—না হয় যে পথ দিয়ে যাচ্চি সেই পথের মাঝখানে সজারুর মত হয়ে পড়ে থাকে—আর মাড়্‌য়ে ধল্লেই—উঃ, প্যাঁট প্যাঁট করে কাঁটা ফুট্‌য়ে দেয়;—আবার না হয় ত সাপের মত জিব লক্ লক্ করে ফোস্ ফোস্ করে চোটাতে থাকে। ব্যাটারা আমায় ক্ষেপ্‌য়ে তুল্লে।—অই রে—ঐ—আস্‌চে।

(তিলকের প্রবেশ —মাথার বোঝা ফেলে
বর্ব্বটের ভূতলে শয়ন।)

তিল। আবার মেঘ ডাক্‌চে—ঝড় ওঠবার উজ্জুগ্ হচ্চে—যাই কোথা!—এখানে ঝোপঝাপ কিছুই দেখ্‌চি নে; কোথায় লুকুই।—বাপ্ রে,—মেঘের যে ফাদুনি, বোধ হচ্চে মুষলের ধারে বৃষ্টি হবে।—আবার যদি তেম্‌নি ধারা বজ্রাঘাত হয়—মাথা গোঁজবার একটুকু স্থান

নেই—আ—গ্যাল—এটা কি?—কি এটা পড়ে রয়েছে? মানুষ না কচ্ছপ? জ্যান্ত না মরা?—উঃ—কি দুর্গন্ধ—মরা কচ্ছপই বটে—কিন্তু বড় নূতনতর দেখ্‌চি!—আমি যদি এই সময় একবার কল্‌কাতায় যেতে পাত্তুম, আর এই কচ্ছপটাকে রংচঙে করে মানুষের ন্যাজ বেরয়েচে বলে মাঠের ধারে একটা তাঁবু ফেলে বস্‌তে পাত্তুম ত কত পয়সাই লাভ হতো;—সেখানকার বাবুরা আজ কাল ভারী হুজুকে হয়ে উঠেছে ঘোড়ার নাচ, বিবির নাচ, ভূত নাবান, সং নাচান নিয়ে বড়ই সাখরচে হয়ে পড়েচে—কিন্তু এ দিকে এক জন ভিকিরি এলে এক মুটো চাল যোটে না।—টোলচৌপাড়িগুলো এক-বারে লোপ পাবার যো হয়েছে, তবুও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন না।—সত্যই ত এটা জ্যান্ত যে!—এ কচ্ছপ নয় এই দেশেরই মানুষ, বজ্রাঘাতে এমনি হয়ে পড়েচে। (মেঘের গর্জ্জন।) হায় হায়, আবার ঝড় উঠল—যাই এইটের পিঠের তলায় লুকুই গে—এখানে ত অন্য কোন আশ্রয় দেখ্‌চি নে।—বিপদে কত রকম লোকের সঙ্গেই মিত্রতা হয়—ঝড়টা যতক্ষণ থাকে এরই পিঠের নাচে পড়ে থাকি।

(মদের বোতল হাতে গান কর্‌তে কর্‌তে উদয়ের প্রবেশ।)

উদয় (গান।)

ও আমার আদরিণী প্রাণ
চলো যাবে গঙ্গাস্নান
হাঠখোলাতে তোমায় আমায় খাব পাকা পান্—
চলো আদরিণী প্রাণ।

উঁহুঁ—এ সুরটই হচ্চে না।

(পুনর্ব্বার গান।)

বকুল গাছে শিমুল ফুল
চাঁদের কাণে হীরের দুল্
বছর ষোলো বয়স হলো চামর চোঁচা চুল।

পায়ে তার ঘোড়া মল
হাতে বাজু পলার ফল
তাইরে নারে তাইরে নারে না।
দূর হোক্—এই আমার ধন্বন্তরি—

(মদ্যপান।)

বর্ব্ব। উ—উ;—অরে আর টিপিস নে তোর পায়ে পড়ি।

উদ। অঁ্যা—এ আবার কি? এ কি ভূতের দেশ না কি? তুই কি আমায় কচিছেলে পেয়েচিস্, যে চার্‌টে পা দেখয়ে ভয় দেখাবি—সমুদ্দুরে সাঁতার দিয়ে, ভূতের ভয়ে কি আঁতকে পড়্‌তে হবে না কি?—বাবা আমি উদয়চাঁদ——

বর্ব্ব। উ—উ—আমায় সাল্লে—চিম্‌টে মাল্লে।

উদ। এটা এই দেশেরই চারপেয়ে মানুষ, বাতিকের জ্বর হয়েছে।—কিন্তু আমাদের দেশের বুলি শিখলে কোত্থেকে?—যাই হউক ব্যাটাকে এর একটুকু খাইয়ে দিয়ে বাঁচাতে হল্যো;—গুজ-রাটে নিয়ে যেতে পাল্লে বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হবে।

বর্ব্ব। তোর পায়ে পড়ি—আমাকে আর পেড়াপীড়ি করিস্ নে—আমি এখনি কাট নিয়ে যাচ্চি।

উদ। এইবার জ্বরের ধমক্‌টা এসেছে তাই এলো মেলো বক্‌চে; বোতল থেকে ফোঁটা কত দিতে হলো; পেটে যদি কখন না পড়ে থাকে ত গলা থেকে নাম্‌তে না নাম্‌তেই সেরে যাবে;—এটাকে বাঁচাতে পাল্লে হয়।

বর্ব্ব। বুঝেছি, তোর কাপুনিতেই বুঝেছি, আর বেসিক্ষণ থাক্‌বি নি—বৈজনো তোকে ডাক্‌ছে।

উদ। ওরে ও—ধর, হাঁ কর; যা খেতে দিচ্চি এমন্ আর পাবি নে—তোর জ্বরের কাপুনিকে এখুনিই কাঁপয়ে তুলবে—হাঁ কর ব্যাটা, হাঁ কর—আপনার পর জানিস নে;—ফের—হাঁ কর্।

তিল। ক্যামন্ হলো! চেনা লোকের মতন্ গলাটা যে!

বোধ হচ্চে যেন—কিন্তু সে যে ডুবে মরেচে। রাম রাম। এগুলো সকলি ভূত। গুরুদেব রক্ষা কর।——

উদ। আ সর্ব্বনাশ; চার্ টে পা, দুরকম কথা—এ যে বড় আশ্চর্য্য জানোয়ার দেখচি,—সামনের মুখে ভাল বলে, আবার পেছনের মুখে গাল দেয়। যদি বোতলের সবটুকু দিলে ভাল হয় তবে তাও কর্ব। আয়—তোর ও মুখে একটুক্ ঢেলে দি, আয়।

তিল। কেও—উদয়!—

উদ। আমার নাম ধরে ডাকে যে;—দুর্গা দুর্গা—এটা জানোয়ার নয়- ভূত—পড়ে থাক্—ওটাকে ঘাঁটয়ে কাজ্ নি।

তিল। উদয় কি?—বলি অহে যদি উদয় হও তবে একবার আমায় ছোঁও দেখি আমার সঙ্গে কথা কও দেখি। আমি তিলক—তোমার পরম বন্ধু তিলক।

উদ। যদি সত্যি হও ত বেরয়ে এসো; ছোট দুটো পা ধরে টানি—দেখি যদি তিলক হয় তবে এই দুটই তার পা।—আরে তাই ত, সেই ত বটে। আরে তুই—এখানে কোত্থেকে—এ কচ্ছপটার পিটের নীচে সেঁধুলি কি সে?

তিল। আমি ভেবেছিনু ওটা মরা—বাজপোড়া;—কিন্তু ভাই—উদয় তুমি মরেছিলে নয়?—এখন মনে হচ্চে যেন মরোনি।—ঝড়টা গেছে কি? আমি ঝড়ের ভয়েই এটার নীচে সেঁধিয়ে ছিনু। সত্যি বল ভাই, জ্যান্ত আছিস্ না মরেছিস্।—উদয়! দেশের লোক দুজন বেঁচেছে—উদয়!—দুজন বেঁচেছে—মাগছেলেকে খপর দেবার লোক ছেল না—আ—বাঁচলুম।

উদ। অহে অমন্ করে নাড়া চাড়া দিও না—পেট্টা বড় সহজ অবস্থায় নেই।—

বর্ব্ব। ভেক্ধারি পরি যদি না হয় ত এরা বড় সরেস্ লোক;—ইনি ত দেবতা বিশেষ—আর সঙ্গে যে জলটুকু ছিল, সেটুকুও মধু।—আমি ওঁর কাছে একবার ভূমিষ্ঠ হই—

উদ। তিলক তুই ক্যামন্ করে পার হয়েছিস্—সত্যি বলো—

এই বোতল ছুঁয়ে বল্। আমি একটা মদের কুঁপোয় বসে ভাস্‌তে ভাস্‌তে এসেছি।

বর্ব্ব। আমাকে দেও—আমি ছুঁয়ে দিব্বি কচ্চি—যে আজ থেকে তোমার চরণের গোলাম আমি—

তিল। আমি সাঁতরে এসেছি—জানত আমি জলের পোকা।

উদ। তবে ধর—এইতে মুখ দিয়ে দিব্যি কর।

তিল। অহে উদয়, আরো আছে—না এই?—

উদ। এই কি? গোটা পিপেটাই রয়েছে, কিনারার ওপর্ একটা পাহাড়ের ভেতর লুকিয়ে রেখে এসেছি। যত চাস্ খাস্—জল-ছত্তর্ কল্লেও ফুরবে না—ব্যামন্ রে জানোয়ার—তোর বাতিক শ্লেষ্মাটা ক্যামন্?

বর্ব্ব। হ্যাঁ গা—তুমি আকাশ থেকে নেমে এসেছ বুঝি।

উদ। না রে না—চাঁদের ভেতর থেকে এসেছি—দেখিস্ নে চাঁদের ভেতর একটা মানুষ বসে থাকে—আমিই সে।

বর্ব্ব। হাঁ, হাঁ—তবে তোমাকে দেখেছি বৈকি। আমার মনিবের একটি মেয়ে আছে—সেই তো আমাকে চাঁদের ভেতর তোমাকে দেখয়ে ছেলো;—সেই একটা হরিং কোলে করে তুমিই বুঝি বসে থাক?

উদ। বেস্ বলেচ বাবা, বেস্ বল্লেছ,—আর একটুকু খাও।

তিল। কি জ্বালা এটা ত ভারী গর্দ্দভ দেখ্‌ছি।

বর্ব্ব। এখানকার যত ভাল ভাল যায়গা দেখাব, তুমি আমার চাকর রাখ্‌বে বলো?

তিল। হা—হা—হা;—দম্‌ফেটে গেল—আর কত হাস্‌বো—ব্যাটাকে ঠেঙাতে ইচ্ছা করুচে—কিন্তু জানেয়ারটা মাতাল হয়ে পড়েছে—পাপিষ্ঠি—কদাকার।

বর্ব্ব। কোন্ শালা আর তার চাকরি করবে—ব্যাটা বেধড়ক বজ্জাৎ—বয়ে গেচে কাট বয়ে মর্‌তে—আমি এই ঠাকুরের তল্‌পিদার হবো;—ও গো তোমাকে এখানকার সব সন্ধান বলে দেব—কাঠ্

বয়ে দেব—মাছ ধরে দেব—ফল পেড়ে দেব—ভাল মিঠেন জল এনে দেব—আমি তোমারই পায়ের জুতো :—

হাড় জুড়োল—খাট্‌নি গেল,
কলা দেখ্‌য়ে বুনো পালাল—
আর্‌ ত যাব না।
থাক্‌গে পড়ে মনিব্‌ ব্যাটা,
খুজে নিগ্‌গে পারে যটা,
তার কপালে মুড়ো ঝ্যাঁটা।
হা—হা—হাঃ।

তিল। বাপ্‌ রে—কি চীৎকার্‌;—এটা কি জানোয়ার হ্যা?

বর্ব্ব। পেয়েছি নূতন মনিব্‌, সুখে থাকুক্‌
আরত যাব না,
আমি আর— আর্‌ত যাবনা,
মাছ ধর্‌তে, ঘুনি পাত্‌তে থেঁড়ড় কাঁদে করে,
আমি ত আর্‌ ত যাব না।
খুজে নিগ্‌গে—অন্যকে সে
কঃ—কঃ—কঃ—কলাটি আমার—
আমি আর ত যাব না।

উদ। বেস্‌ বাবা—চলো আগে আগে চলো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়ন্তের কুটিরের সম্মুখ ভাগ।

(বৃহৎ একখণ্ড কাষ্ঠ স্কন্ধে করিয়া বসন্তের প্রবেশ।)

বস। অনেক আমোদাহ্লাদ আছে এ সংসারে
বহু কষ্ট ব্যতিরেকে সম্ভোগ না হয় ;—
কিন্তু সে কষ্টের কষ্ট আনন্দে ঘুচায়।
কার্য্যঅনুরোধে কভু উঞ্ছবৃত্তি করে
অসম্ভব ফললাভ অকস্মাৎ হয়।—
যে কাজে প্রবৃত্ত এবে, আমা হেন জনে
ইহা কি সম্ভবে কভু ?—কিন্তু ভৃত্য যাঁর,
এ দাসত্ব যাঁর জন্যে—সেই শশিমুখী
মৃত দেহে প্রাণদান, নিরানন্দে সুখ,
করিছেন বিতরণ—আনন্দরূপিনী।
আহা ! কি দয়ার দেহ, কোমল হৃদয় !
যেমন কঠিন হিয়া পিতার তাঁহার
তার শতগুণ দয়া প্রিয়ার আমার।
এইরূপে কাষ্ঠখণ্ড সহস্র গণিয়া
বহিয়া রাখিতে হবে স্তূপেতে সাজায়ে—
হায় কি নিষ্ঠুর আজ্ঞা !—যখনি প্রেয়সী
এসে দেখে এ দুর্দ্দশা, নয়নের জলে
বক্ষঃস্থল ভাসে—আর কেঁদে কেঁদে বলে
" হেন ভাগ্যে হেন দশা ঘটাইল বিধি। "
করিচি কি ভ্রমেতে ভুলে প্রেমের প্রলাপে !

কিন্তু এই সুমধুর চিন্তাই আমার
জীবনের সুধামৃত ;—মগ্ন যতক্ষণ
থাকি আমি এ চিন্তায়, শ্রান্তি ভুলি সব।

(নলিনীর প্রবেশ ;—এবং কিঞ্চিৎদূরে অস্পষ্টভাবে বৈজয়ন্তের প্রবেশ।)

নলি। কি অভাগ্যি! হা অদৃষ্ট!—ওগো ক্ষণকাল
তিষ্ঠ তুমি এই স্থানে—কর ক্লান্তি দূর।
ঘন ঘন ঘর্ম্মবিন্দু ছুটিছে ললাটে—
হায় রে কি পরিতাপ!—বজ্রানলে কেন
দগ্ধ হয়ে ছার খার না হয় এ সব?
দিতেছে যেমন কষ্ট, আগুনে জ্বলিয়া
পুড়ে ছার খার হোক্!—পাঠে মগ্ন পিতা,
ওগো এই অবসর—দণ্ড দুই কাল
তুমি নিরুদ্বেগে থাক।

বস। হায়! প্রিয়ে—এখনি যে সূর্য্য অস্ত হবে,
আসিবে তিমির নিশি, সন্ধ্যা না হইতে
শ্রম সাঙ্গ করা ভাল।

নলি। ক্ষণেক তিষ্ঠগো তুমি—আমি লয়ে যাই,
থুয়ে আসি কাষ্ঠভার তোমার হইয়ে;—
দেও, ও বোঝাটি দেও, আমার মাথায়।

বস। না না, হৃদয়েশ্বরি! তাও কি সম্ভবে?
নবনী অধিক অই কোমল অঙ্গেতে
তুমি ব্যথা পাবে, আর আমি রব বসে!
তার চেয়ে পৃষ্ঠদণ্ড খণ্ড হোক মোর—
শিরা, অস্থি মাংসপেশী চূর্ণ হয়ে যাক্।

নলি। এ কাজ করিতে যদি তোমাকেই সাজে,
কি লাজ আমার তবে—আমায় সাজিবে;
তোমা হোতে শীঘ্র আরো পারিব করিতে ;—

আমার সাধের কষ্ট সহজে সহিব,—
তোমার অনিচ্ছা এতে—কষ্ট হবে কত!

বৈভ। (স্বগত) বোঝা গেছে, বোঝা গেছে—বিহঙ্গ আমার
পড়েছে ব্যাধের জালে।

নলি। আহা! তুমি নিতান্তই কাতর হয়েছ!

বস। না, ধনি! না সীমন্তিনি! তুমি হেন শশি
উদয় হয়েছ যবে দুখের নিশিতে,
এ নিশি প্রফুল্লতম ঊষাই আমার।
প্রিয়ে! নামটি কি?—অন্য ইচ্ছা নাই ওহে
তব নাম লয়ে ধেয়াব পরমেশ্বরে,
তাই এ জিজ্ঞাসা;—প্রিয়ে! নামটি কি?

নলি। নলিনী—
ওমা, আমি কি কল্লেম—পিতার নিষেধ
বিস্মৃত হলেম, হায়!

বস। ধন্য ধনি হে নলিনি! এ জগতে তুমি
অমূল্য বস্তুর সার—আশ্চর্য্যের চূড়া,—
হে সুন্দরি! এবয়সে শুনেছি অনেক
কামিনীর কণ্ঠস্বর পিযূষ লহরী,
শ্রবণকুহর ভরে পিয়াসা জুড়ায়ে;
দেখেছি নিমেষশূন্য নয়নে অনেক
রমণীর অপরূপ রূপের মাধুরী;
কিন্তু আহা নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল এমন
একাধারে সর্ব্বগুণ চক্ষে দেখি নাই;
রূপে গুণে সকলেরি কলঙ্কের লেশ
আছে কিছু—তুমি প্রিয়ে স্বর্গের প্রতিমা!
প্রাণেশ্বরি! প্রজাপতি গঠিলা তোমায়
ব্রহ্মাণ্ডের রূপ গুণ একত্র করিয়া।

নলি। অন্য রমণীর রূপ নয়নে হেরি নে;

আপনারি প্রতিবিম্ব হেরেছি দর্পণে ;
পুরুষ দেখেছি যাহা অধিক তা নয় —
পিতা আর তুমি ভিন্ন—তুমি হে সুহৃৎ—
অন্যে কভু দেখি নাই ;—অন্যত্রে কি রূপ
মানবের অবয়ব তাহাও জানিনে ;
কিন্তু কহিতেছি সত্য কৌমারের নামে—
যে কৌমার সবে মাত্র সম্পদ আমার—
তোমার সঙ্গিনী ভিন্ন পৃথিবী ভিতরে
অন্য কারো অনুগামী হোতে ইচ্ছা নাই ;
ভেবেও পাই না ধ্যানে তুলনা তোমার।
কিন্তু বৃথা কেন হেন প্রগল্‌ভা হতেছি,
বারম্বার ভুলিতেছি পিতার নিষেধ।

বস। প্রাণের নলিনি !—আমি রাজার তনয় ;
অথবা নৃপতি বুঝি হয়েছি এখন—
আমি কি হে করিতাম দাসত্ব স্বীকার,
জঘন্য এমন বৃত্তি ?—নিকটে আসিতে
পারিত কি এইরূপে মক্ষিকা সকল ?
শুন বলি মন খুলে, কি হেতু হে তবে,
এ দাসত্ব করি আমি—কি হেতু মস্তকে
বহি, এ কষ্টের ভার—ও চন্দ্রবদন—
কি সুধা যে আছে হোতা বুঝিতে না পারি—
দেখিলাম যে মুহূর্ত্তে, অমনি পারণ
ছুটিল তোমার অই চরণ সেবিতে ;—
তোমারি জন্যেতে প্রিয়ে, দাসত্ব আমার।

নলি। আমারে কি ভাল বাস ?

বস। চন্দ্র, সূর্য্য, বসুন্ধরা—সাক্ষী হও সবে,
সত্য যদি বলি তবে বাঞ্ছাসিদ্ধি করো,
প্রতারণা মিথ্যা যদি থাকে এ কথায়,

তবে যেন আশাতৃষ্ণা সব মিথ্যা হয়,—
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সবার উপরি,
ভালবাসি, ভক্তি করি, তোমায় সুন্দরি!

নলি। হায় রে অবোধ মন!—আনন্দ সংবাদে
কাঁদিতেছি কেন আমি!

বৈষ্ণ। আজি এ দোঁহার প্রেম জগতে দুর্লভ
একত্রে মিলন হলো!—হে ত্রিদিববাসী,
প্রসন্ন হইও দেব, এদের সন্তানে!

বস। কাঁদ্‌চ কেন?

নলি। কাঁদি, নাথ, আপনারি হীনতা ভাবিয়ে;
মনে করি দিয়ে যাহা পূরাই বাসনা,
মনে করি নিয়ে যাহা জুড়াই জীবন,
দিতে নারি, নিতে নারি, সাহস করিয়া।
দূর হোক্ এ কথায়—বৃথা এ সকল!
গোপন করিতে চাই যতই ইহাকে
ততই প্রকাশে আরো মনের বেদনা।—
যারে লজ্জা, কপটতা, দূর হয়ে যা,
এসো সরলতা দেবি, বসো রসনায়,
মনের বাসনা যাহা প্রকাশিয়া দেও!—
হৃদয়-বল্লভ তুমি আমি ভার্য্যা তব,
যদি হে সম্মত হও—নতুবা তোমার
দাসী হব যতকাল পরাণে বাঁচিব;
সম্মত না হোতে পার সঙ্গিনী করিতে
কিঙ্করী করিতে কিন্তু নারিবে এড়াতে।

বস। প্রিয়তমে প্রাণপ্রিয়ে!—তোমারি কে আমি
থাকিলাম পদাশ্রিত জন্ম জন্মকাল।

নলি। তবে তুমি পতি হলে?

বস। কারাবন্দী ব্যগ্র যথা বন্ধন ত্যজিতে,

তেমতি আগ্রহ সহ, হলাম তোমারি ;
এই ধর করশাখা দিলাম, প্রেয়সি !

নলি। আমারো পরাণ, আমি, অহে প্রাণনাথ !
দিলাম ইহারি সঙ্গে ;— বিদায় এখন,
অর্দ্ধ দণ্ড পরে এসে করিব সাক্ষাৎ।

বস। বিদায়- জীবেতেশ্বরি ! (আলিঙ্গন)।

[উভয়ের প্রস্থান।

বৈদ্য। (স্বগত)
আহ্লাদ বিস্ময়ে এরা মোহিত হয়েছে ;
না সম্ভবে এ আনন্দ আমায়ে কখনো ;
কিন্তু মম অদৃষ্টেতে হবে নাক আর
এমন সুখের দিন !—এখন পাঠেতে
বসিয়া করিগে পুনঃ অন্য আয়োজন ;
হবে শীঘ্র সমাপিতে, সন্ধ্যা না হইতে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বর্ব্বট, উদয়, এবং তিলকের প্রবেশ)

বর্ব্ব। কর্ত্তা, আজ্ঞা হয় ত আমার সেই কথাটা বলি।

উদ। শুন্‌বো বই কি, বল্ ; হাঁটু পেতে বোস্, বসে, যোড়হাত করে বল্—ওমরাও সাহেবদের কাছে খোসামুদে ওমেদওয়ার বাবুরা যেমন্ করে বলে, তেম্‌নি করে বল্ ;—ধর, আগে একটুকু খেয়ে নে।

তিল। অহে! ওটাকে আর দিও না; ব্যাটা মর্‌বে যে—চোক্ দুটো বসে গেছে।

উদ। অহে! ও কি তেম্‌নি জানোয়ার্—আজকাল ভাল মানুষের ছেলেদের দুচার বোতল ওল্‌ডটমেই কিছু হয় না, তা এই আদ্ মানুষ আদ জানোয়ারটার এতে কি হবে!—অ্যাঁ, তার পর?

তিল। ও কি!—ও হলো না;—ওমরাও সাহেব সুবোরা ওমেদওয়ার বাবুদের যেমন্ করে দু এক ঘা জুতোর গুঁতো দিয়ে আলাপকুশল করে, তেম্‌নি ধারা দু এক ঘা দেও, তবে ত হবে।

বর্ব্ব। তোকে দু এক ঘা দিগ;—এই দেখ্ আমিই না হয় দু এক ঘা দি।

তিল। পাজি—বজ্জাৎ—যত বড় মুখ্ তত বড় কথা।

বর্ব্ব। দেখ্‌লে—দেখ্‌লে—আমায় গালাগালি দিচ্চে কর্ত্তা-মশায় ওকে তুমি কিছু বল্‌বে না?

উদ। ওহে তিলক থেমে যাও, সাবধানে কথাবার্ত্তা কও। ও আমার ভৃত্য, অপমানের কথা সইতে পারে না।—বল্ তুই কি বল্‌ছিলি বল্।

(অদৃশ্যভাবে সুমালীর প্রবেশ।)

বর্ব্ব। বলেছিই ত, আমি একজন নিষ্ঠুর পাষণ্ডের হাতে পড়েছি;—সে বেটা ভেল্কী জানে আমাকে যাদু করে ফাঁকি দিয়ে আমার হাত থেকে এই রাজ্যটা কেড়ে নিয়েছে।

সুমা। দূর—মিথ্যুক্।

বর্ব্ব। তুই মিথ্যুক্—তোর বাপ্ মিথ্যুক—দাঁতকেলানে বাঁদর।

উদ। তিলক! ফের যদি ওর কথায় বাগ্‌ড়া দেও ত এক কিলে দুপাটী দাঁত উপড়ে ফেল্‌ব।

তিল। আমি ত কিছুই বলি নি।

উদ। তবে চুপ্ কর;—বল্ তুই বল্।

বর্ব্ব। সেই হাড়্‌পেকে বাজীকর ভেল্কী করে আমার হাত

থেকে রাজ্যটা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে;—তাকে যদি জব্দ কর্‌তে পার;—আমি জানি তুমি পারবেই—ও পোড়ার মুকো হনুমানের মতন্ ত নয়—ভয়েই অস্থির।

উদ। ঠিক্, ঠিক্ তা বই কি।

বর্ব্ব। তা হলে তুমিই এখান্‌কার রাজা, আর আমি তোমার মোড়ল্ হবো।

উদ। তাই ত রে—ক্যামন্ করে সেটা হয় বল্ দেখি—একবার তাকে দেখাতে পারিস্?

বর্ব্ব। মশাই গো এক্ষণি, এক্ষণি;—সে ঘুম্‌য়ে থাক্‌বে, আর আমি তোমাকে তার কাছে ছেড়ে দেব—কাছে না গিয়ে মাথায় এক ঘা গুলবদান লাঠি আচ্ছা করে বস্‌য়ে দিলেই—

সুমা। তোর্ বাপের সাধ্যি—ব্যাটা মিথ্যাক্!

বর্ব্ব। আ মলো—এটা কি নচ্ছার্। দূর কচুখেকো—কলা পোড়াটী খাও,—মশায় একে ঘা কত দেও ত, আর ঐ বোতলটা কেড়ে নেও ত। ব্যাটা বোদা জল খেয়ে মর্‌বে এখন—কোন্ শালা ওকে পাহাড়ের ঝরণা দেখ্‌য়ে দেবে।

উদ। তিলক আর বাড়াবাড়ি না;—ফের যদি আধ্‌খানি কথা মুখে আন ত মাইরি বলচি, মাথাটা কিলিয়ে আট খানা করে ফেলব।

তিল। কই আমি কি বল্‌চি—কিছুই ত বলি নি;—কাজ নেই বাবু সরে দাঁড়াই।

উদ। ক্যান বল্লিনে যে ও মিছে কথা বল্‌চে।

সুমা। তুই মিছে কথা বল্‌ছিস্।

উদ। আমি? হ্যাঁরা শালা, আমি?—তবে এই দ্যাখ্ (মুষ্টি প্রহার)—ক্যামন, আর একবার বলে দেখ না আমি মিছে কথা বল্‌চি?

তিল। কই এমন কথা ত আমি বলিনি। কাণের মাথা খেয়েছ—বোতল্‌টার মুখে আগুন; মদ খেলে এম্‌নিই হয় বটে—

বাপ ভাই জ্ঞান থাকে না; তোমার হাতে কুড়িকুষ্ঠি হয় না; আর এই পাজি নচ্ছার কাণকাটাটাকে যমে ধরে না?

বর্ব্ব। হা—হা—হা!

উদ। বল্ তুই বল্; যা তুই সরে দাঁড়া।

বর্ব্ব। বেস্—বেস্ ভাল করে ঘা কত দেও—তার পর আমিও একবার উত্তম মধ্যম করব।

উদ। যাও সরে দাঁড়াও।—বল্ তুই বল্—তার পর।

বর্ব্ব। সে প্রত্যহ দুপর বেলা ঘুমোয়; সেই সময় না গিয়ে, পুঁথি গুলো সরিয়ে ফেলে, মাথায় ঘা কত লাঠি, না হয় পেটে একটা বাঁশের ডগালি, না হয় ত তোমার ঐ ছোরাখানা দিয়ে গলাটা দুচির কল্লেই অক্কা পাবে। কিন্তু সাবধান্ আগে তার সেই পুঁথি-গুলো সাত্ করতে হবে, সে গুলো না থাকলে, আমিও যেমন মন্দ, সেও তেম্নি। সে ব্যাটা সবায়েরই দুচোখের বিষ—কিন্তু সাবধান পুঁথিগুলো আগে পুড়িয়ে ফেলো, সেই গুলোতেই ব্যাটার বেতাল-সিদ্ধি; তাই থেকে কি বিড়্ বিড়্ করে পড়ে, আর একেবারে দু শ, চার শ ভূত, প্রেত, দানা, দক্ষি এসে উপস্থিত হয়—আর যা বলে তাই করে।—মাবার তাও বলি, তার যে একটি মেয়ে আছে যেন টুক্‌টুকে মাকাল ফল।—আমি ত মেয়ে মানুষ কখন দেখিনি—কেবল ত্রিজটা মাকেই দেখেছি—তা মনে হয় যেন আকাশ পাতাল তফাৎ।

উদ। অ্যাঁ বলিস্ কি? অ্যামন সুন্দরী।

বর্ব্ব। মাইরি বল্‌চি;—সে তোমারই উপযুক্ত—বিছানা আলো করে থাকবে—আর সোণার চাঁদ সব ছেলে বিয়োবে।

উদ। অরে কচ্ছপবান, আমি সে ব্যাটাকে মারবই মারব; আর সেই সুন্দরীকে (হরি হরি) রাণী করে, এখান্‌কার রাজা হব। তুই আর তিলক দুজন আমার সুবেদার হবি; ক্যামন্ তিলক্ এতে মত আছে ত?

তিল। তুমি যা বলছ তার কি আর অন্যথা?

উদ। তাইত বটে এসো একবার কোলাকুলি করি;—তোমার গায়ে হাত তুলে কাজ্‌টা ভাল করিনি; অমন্‌ ধারা এলো মেলো আর কথন বকো না।

বর্ব্ব। তবে আর দেরি ক্যান—সে এখুনি ঘুমবে—চল যাই।

(অন্তরীক্ষে গান বাদ্য)

উদ। ও কি?

তিল। তাই ত- কেও—কেউ কোথাও নেই—এ যে—

উদ কে রে তুই? হাত পা থাকে ত এখনি দেখা দে, আর না হয় ত এই যমের বাড়ি যা—

(শূন্যে অস্ত্রাঘাত)

তিল। গুরুদেব, রক্ষা কর!

উদ। মলে ত আর কোন শালার কর্জ্জ শুধ্‌তে হবে না;—তা ভয় কি—দুর্গা দুর্গা।

বর্ব্ব। তোমরা ভয় পেয়েছ না কি?

উদ। না রে বর্ব্বট, আমি না——

বর্ব্ব। ভয় কি গো; এ দেশেতে শব্দ মনোহর

হয় নিত্য দিবানিশি গীত বাদ্যধ্বনি,
কখন কঠোর, কভু মধুর ঝঙ্কার;
অনিষ্ট ঘটে না তাতে, সুধাবৃষ্টি হয়;
কভু বাজে শত শত বেহালা সেতার
মৃদু মৃদু মধুস্বরে;—কভু ধীরে ধীরে
ললিত কণ্ঠের স্বর শ্রবণ জুড়ায়।
জাগি যদি নিদ্রাভঙ্গে, নিদ্রালু করিয়া
করে দেহ অবসন্ন নিদ্রায় আবার।
স্বপনে কতই দেখি আশ্চর্য্য অদ্ভুত—
গগন ফাটিয়া যেন হীরক কাঞ্চন
ঢালে শিরে রাশি রাশি—যেন বা কখন
অমরাবতীর দ্বার দেখায় খুলিয়া!

নিদ্রাভঙ্গ হলে আর কিছুই থাকে না;
কাঁদি কত সেই স্বপ্ন দেখিতে আবার।

উদ। বাহবা, বড় মজার রাজত্ব পাব—নিখরচায় গান বাজনা শুনব—বহুত আচ্ছা।

বর্ব্ব। বৈজনোকে মাল্লে তার পর ত।

উদ। সে ত হবেই; রয়ে, রয়ে—সে কথা ভুলিনি, মনে আছে।

তিল। অহে ঐ শব্দটা চলে যাচ্চে, চলো আমরাও ওর সঙ্গে সঙ্গে যাই—তার পর দেখা যাবে।

উদ। চল্‌রে বর্ব্বট, চল্—এগো। আমি এই বাজয়েকে একবার দেখ্‌তে পাই, বাহবা ক্যামন বাজাচ্চে!

তিল। উদয় যাবে ত এগও, আমি তোমার পেছু পেছু যাই।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বীপের অন্য এক ভাগ।

(চিত্রধ্বজ, মন্ত্রী প্রচেতা, কৃপ, এবং অনন্ত প্রভৃতির প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ! অপরাধমার্জ্জনা করুবেন—আমি আর পারিনে আমার জীর্ণ অস্থিগুলো জর জর হয়েছে; হাত, পা, কোমর, যে ভেঙে পড়চে; আমি একটুকু না বস্‌লে আর চলতে পারি নে।

চিত্র। বৃদ্ধমন্ত্রি, তোমাকে দোষ দেব কি, উৎসাহভঙ্গ হয়ে আমিই শ্রান্ত হয়ে পড়েছি বসো একটুকু বিশ্রাম কর। এই খানেই আমি আশা ভরসা পরিত্যাগ কল্লেম;—মিছে আর কেন ঘুরে বেড়ান; যার জন্যে এত কষ্ট, সে সমুদ্রে ডুবেছে, পৃথিবীতে অন্বেষণ কল্লে আর কি হবে;—হা পুত্র!

অন। (জনান্তিকে) যত হতাশ্বাস হয় ততই ভাল;—অহে কুপ, একবার ব্যর্থ হয়েছে বলে সঙ্কল্পটা ছেড়ো না।

কুপ। ফের একবার সুযোগ পেলে হয়, এবার আর এড়াবে না।

অন। তবে আজ রাত্রেই;—কেন না, ওরা পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—আজ তত সজাগ থাকবে না।

কুপ। ভাল, তবে আজই।—থাক্ আর ও কথায় কাজ নাই।

(গম্ভীর অদ্ভুত বাদ্যধ্বনি; এবং অদৃশ্যভাবে শূন্যে বৈজয়ন্তের প্রবেশ।—অন্নব্যঞ্জনের পাত্র হস্তে নানাবিধ অদ্ভুতাকার লোকের প্রবেশ। অন্নব্যঞ্জনের পাত্রাদি রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নৃত্য এবং নম্রভাবে আকারেঙ্গিতে রাজাকে ভোজনে আহ্বান করিয়া সকলের প্রস্থান।)

চিত্র। অহে অমাত্য, শোনো,—এ আবার কিরূপ বাদ্য!

মন্ত্রী। আহা—অতি আশ্চর্য্য—চমৎকার!

কুপ। এমন্ তামাসা ত কখন দেখি নাই—এ কি অসম্ভব!—কারো মুখে শুন্লে, এ সব কি বিশ্বাস হতো? কিন্তু এখন্ আর কিছুতেই অপ্রত্যয় করব না,—বুকে মাথা, কন্ধকাটা, প্রভৃতির যে সব গল্প শোনা গিয়েছে, তা এখন ত সকলিই সত্য মনে হয়। বোঝা গেছে, দেশবিদেশ না বেড়য়ে, সোণারবেণেদের মত মাগমুখো হয়ে বসে থাক্‌লেই, কুঁজড়ো হয়ে যেতে হয়।

মন্ত্রী। কি আশ্চর্য্য! গুজরাটে গিয়ে এ কথা বল্লে কি কেউ প্রত্যয় যাবে, যে, অমুক দেশে এরূপ কিম্ভূতকিমাকার মানুষ দেখে এসেছি?—কিন্তু কথা ত মিথ্যা নয়—এরা ত এই দেশেরই লোক বটে। যাই হউক, আকার অবয়বে যতই কেন বিকৃতাঙ্গ হউক না,

সভ্য জাতি বলে যত জাতি গর্ব্ব করেন, তাদের অনেকের চেয়ে এরা সহস্র গুণে ভদ্র।

বৈজ। (জনান্তিকে) সাধুপুরুষ—যা বল্‌চ সত্যই বটে;—কেন না উপস্থিত যে কজনের মধ্যে তুমি বসে রয়েছ, এরা সকলেই নরাধম দুর্ম্মতি।

চিত্র। তাই ত আমি কিছুই ভেবে উঠ্‌তে পার্‌চি নে;—এমন্ আকৃতি—এমন্ অঙ্গভঙ্গি—এমন্ শব্দ—কথা না কয়ে এরূপ সদালাপ ত কোথাও দেখি নি!

বৈজ। (জনান্তিকে) এখন না হে—এখন না—যাবার সময় যত পার সুখ্যাতি করো।

অন। ক্যামন আশ্চর্য্যরূপে মিল্‌য়ে গেল!

রূপ। যাক না কেন—আহারসামগ্রী গুলো ত রেখে গেছে আর আমাদের ক্ষুধা নেই, তাও ত নয়। মহারাজ যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ গ্রহণ কর্‌তে আজ্ঞা হয়।

চিত্র। না—আমি ত না।

রূপ। ভয়ের কারণ নাই;—যখন আমাদের গোঁপদাড়ি ওঠেনি তখন কত কথাই অলীক, অসম্ভব, গালগল্প মনে কর্‌তুম;—এখন ত স্বচক্ষেই সব দেখ্‌লেন।—রাক্ষস পিশাচ দানা দত্যিদের যে সব কথা শোনা যেতো সে সব পাহাড়ী বুনো ব্যত্তিরেকে আর কিছুই নয়।

চিত্র। কপালে যাই থাক্—আহার করি;—না হয় এই আমার শেষ আহার হবে।—সুখের দিন যা, তা ত ফুরয়ে গেছে!—ভাই রূপ—কঙ্কন ভূপতি অনন্ত—এসো তোমরাও এসো।

(বজ্রনাদ এবং বিদ্যুৎ। রাক্ষসবেশে সুমালী পরির প্রবেশ, এবং অকস্মাৎ অন্নব্যঞ্জন অদৃশ্য হইল।)

সুমা। স্বজাতি হিংস্রক, অরে পাপী তিন জন!
ইহকালে সুখভোগ নাহিরে তোদের;—
অদৃষ্টই মূলাধার, এ মহীমণ্ডলে;

যেমন দুষ্ক্রিয়া তার উপযুক্ত ফল
পেয়েছিস এত দিনে।—সর্ব্বগ্রাসী দেব
সাগরও তোদের নিজ উদরে না ধরে,
উগারি ফেলেছে এই জনশূন্য দ্বীপে,
লোকালয়ে থাকিবার অযোগ্য ভাবিয়ে।

রাজা, কৃপ প্রভৃতি কর্তৃক অসি নিষ্কোষিত করা
এবং তদ্দৃষ্টে সুমালীর উক্তি।)

সুমা। হতভাগ্য জন যত এইরূপে ঘটে
আপনার মৃত্যুবাঞ্ছা আপনিই করে ;
আত্মঘাতী হয় কেহ রজ্জুতে ঝুলিয়া,
কেহ বা, সলিলে ডোবে ;—অরে, ও নির্ব্বোধ !
নিয়তির সূত্র লয়ে, ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে
ভ্রমণ করি আমরা ;—এ দেহে কি হয়
অস্ত্রাঘাতে রক্তপাত ;—যে ধাতুনির্ম্মিত
তোদের এ করবাল, উহাতে যেমন
বায়ুতে আঘাত করা, কিম্বা জলদেহে,
আমারো দেহেতে ওর প্রহার তেমতি ;
পক্ষটিও খসিবে না উহার আঘাতে—
অনুচরগণও মম অভেদ্য সকলি ;
আঘাতের সম্ভাবনা যদিও থাকিত,
দেখ্ তা ফুরায়ে গেছে—নিস্তেজ শরীর
অস্ত্র উঠাইতে এবে সামর্থ্যবিহীন।
শোন্ বলি—(এই কথা বলিতেই আসা)
বৈজয়ন্ত সাধু ছিল কঙ্কন ভূপতি,
তোরা তিন জনে মিলি তাড়াইলি তায়,
অকূল সাগরজলে করিলি নিক্ষেপ,
বালিকা কন্যার সহ তারে ভাসাইলি ;
তারি পুরস্কার ইহা, স্বর্গবাসী যত

(ভুলিবার নয় তাঁরা) এত দিন পরে,
বৈমুখ তোদের প্রতি; তাঁদেরি আজ্ঞায়
ক্ষিতি, তেজ, বায়ু আদি জীবজন্তু যত
সকলে করিছে এবে তোদের বৈরিতা।
সেই পাপে, চিত্রধ্বজ, নির্ব্বংশ হইলি,
হারালি প্রাণের পুত্র; আরো মনস্তাপ
পাবি তুই যতদিন থাকিবি সংসারে;
দিন দিন যাতনায় হবে আয়ুক্ষয় —
অকস্মাৎ মরণের সুখও না ভুঞ্জিবি।
তাঁদের আজ্ঞায় আমি দিলাম এ শাপ।
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁদের
ক্রোধানল নিবারণ করিবার হেতু
অকৃত্রিম অনুতাপে হৃদয় শুধিয়া
পাপ পথ পরিত্যাগ কর ভবিষ্যতে,
ইহা ভিন্ন নাহি আর—না করিবি যদি
অনন্ত যাতনা তবে পাবি পদে পদে।

(বজ্রনিনাদ এবং পরির অদৃশ্য হওন।—পরে মৃদু বাদ্যধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত বিকৃত শরীরীদের প্রবেশ এবং ভোজন পাত্রাদি লইয়া প্রস্থান।)

বৈজ। বেস্ বাবা সুমালি, বেস্—এই রাক্ষসের আচরণটা অতি পরিপাটি হয়েছে, তোমার অনুচরেরাও যার যে কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করেছে। এত দিনে আমার কুহকশিক্ষা সার্থক হল্যো, শত্রুপক্ষ সকলেই হস্তগত এবং উন্মত্তপ্রায় হয়েছে।—দুর্ম্মতিরা কিছুকাল এই যন্ত্রণা ভোগ করুক;—আমি এক্ষণে রাজকুমার বসন্ত এবং প্রাণাধিকা নলিনীর নিকট গমন করি।

[বৈজয়ন্তের শূন্য হইতে প্রস্থান।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ কি হলো! অমন্ করে ঊর্দ্ধনেত্র হয়ে এক দৃষ্টিতে দাঁড়য়ে ক্যান? হা জগদীশ্বর!

চিত্র। ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর!—শুনিলাম কাণে,
সাগর-তরঙ্গ যেন হুঙ্কারি কহিল,—
সমীরণ সেই কথা নিনাদিল যেন,—
বজ্রনাদ গভীর ভৈরব ভীমনাদ
শুনাইল বৈজয়ন্ত ভূপতির নাম;
তাই বলি প্রাণাধিক বসন্ত আমার
ডুবেছে সমুদ্রজলে, এ জন্মের মত;—
যাই তবে আমিও সে অতল সলিলে,
কর্দ্দম শয্যায় পুত্র পড়িয়া যেখানে।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

রূপ। আসে যদি একে একে, সহস্র রাক্ষসে
একা পারি বিনাশিতে।

অন। আমি হই সহকারী তবে সে যুদ্ধেতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রী। সকলেই হতাশ্বাস, উন্মত্ত হয়েছে,
মনোগত পাপ এবে জ্বলিছে অন্তরে;
কালব্যাপী বিষ যথা কাল বিলম্বেতে।—
দ্রুতগামী যত জন আছ হে তোমরা
যাও দ্রুত পাছে পাছে—নিবার গে ত্বরা;
না জানি কি ক্ষোরে বসে উন্মত্ত-প্রমাদে।

প্রহে। এসো, হে সকলে এসো।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়ন্তের কুটীরের সম্মুখ ভাগ।

(বৈজয়ন্ত এবং বসন্তের প্রবেশ।)

বৈজ। কঠিন যাতনা বাপ্ দিয়াছি তোমায়;
কিন্তু তার বিনিময়ে তেমতি দুর্লভ
দিয়াছি অমূল্য ধন প্রাণের দুহিতা;
সংসারের সার বস্তু জীবন আমার;—
এই ধর পুনর্ব্বার করি সম্প্রদান।
বুঝিতে তোমার প্রেম, এত যে যাতনা
দিলাম অশেষ ক্লেশ, সহিলে যে সব,
দেখাইলে প্রণয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা।
সাক্ষী হও সুরবৃন্দ করি সম্প্রদান
অমূল্য দুহিতা-রত্ন দুর্ল্লভ জগতে।
হেসো না হে যুবরাজ, পশ্চাতে জানিবে
শত মুখে বাখানিয়া ফুরাতে নারিবে।

বস। অপ্রত্যয় এ কথায় হবে না আমার,
আকাশবাণীতে যদি বিপরীত কয়।

বৈজ। দিলাম হে ধর তবে মম উপহার,
আমার দুহিতা-রত্ন — মহা যত্নে তুমি
করেছ যা উপার্জ্জন ধর সেই ধন;
কিন্তু যদি হোম যাগ বিধানের আগে
কৌমার-কলিকা চূর্ণ করহ উহার,
করিলাম অভিশাপ, তবে এ বিবাহে
ফুটিবে না প্রণয়ের সুরভি কুসুম,
ফলিবে না প্রেমতরু, ক্রমে শুখাইবে;

বন্ধ্যা রবে চিরকাল কলহ বিবাদে,
বিষদৃষ্টি দোঁহাকার দোঁহারে পুড়াবে ;
জন্মিবে কণ্টকরূপ ঘৃণা, মনান্তর,
এ বিবাহে পরিণামে গরল উঠিবে।

বস। ঘোর অন্ধকার পুরী নিবিড় কানন,
দিবস, রজনী, কিবা সময় সুযোগে,
কোন স্থানে, কোন কালে, কভু যদি হয়
এ ভাবের ভাবান্তর—ভ্রমে যদি কভু
ভুলি এ পবিত্র প্রেম মদনের মদে,
তবে যেন যত আশা কামনা করেছি
ভুঞ্জিতে প্রণয়-সুধা দীর্ঘজীবী হয়ে,
হৃদয়ের জ্যোৎস্নারূপ সন্তানে হেরিতে—
সব যেন ভস্ম হয় দাবদগ্ধ প্রায়।

বৈদ্য। সাধু, পুত্র সাধু, সাধু—একত্রে দুজনে
বসো বাপু এই স্থানে কর সদালাপ ;
তোমারি এখন এই দুহিতা আমার।—
সুমালি !—কোথারে, তুই, আয় বাপ আয়,
সুমালি !—

(পরির প্রবেশ।)

সুমা। এই যে এসেছি প্রভু।

বৈদ্য। বেস, বাপ, বেস ;
রাক্ষসের কৌতুকটা অতি পরিপাটি
দেখায়েছ অনুচর পরিগণ সহ,
তাহারাও দেখায়েছে অদ্ভুত কৌশল।
সেইরূপ আর এক আশ্চর্য্য কৌতুক
দেখাইতে হবে পুনঃ, আছি প্রতিশ্রুত
কন্যা জামাতার কাছে,—যাও শীঘ্র যাও,
দলবল সঙ্গে লয়ে শীঘ্র এসো ফিরে ;

যাও শীঘ্র যাও।—

সুমা। যাব তড়িতের ন্যায় ফিরিব চকিতে।

বৈজ। বাপ্ আমার যাও শীঘ্র—এসো শীঘ্র ফিরে;
দেখো আমি না ডাকিলে এসো না নিকটে।

সুমা। বুঝেছি বুঝেছি, আর বলিতে হবে না।

[প্রস্থান।

বৈজ। সাবধান দেখো যেন সত্য রক্ষা হয়।
প্রমত্ত বিলাসে অত অধৈর্য্য হইও না;
হৃদয়ে জ্বলিলে শিখা, সহস্র শপথ
তৃণতুল্য দগ্ধ হয় তিলার্দ্ধ ভিতরে;
ধৈর্য্য ধর, নতুবা যে সঙ্কল্প করেছ
ব্রাহ্মণায় নম বলি কর উদ্‌যাপন।

বস। ভয় নাই মহাশয়, শোণিত উত্তাপ
শীতল করিতে স্নিগ্ধ প্রণয়ের বারি
হৃদয়ে রেখেছি তুলে—সতীত্ব যেমন
পতিহীনা রমণীর হৃদয় মাঝারে।

বৈজ। সাধু—সাধু!—
সুমালিরে আর তবে বেশ ভূষা করে।
কথাটি কইও না কেহ, দেখ স্থির হয়ে।

(লক্ষ্মী এবং চপলার বেশে দুই জন পরির প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। ও গো চপলা, ভাল আছিস ত? স্বর্গের সকলে ভাল আছেন ত?—তোদের রাণী শচী কোথায়? রতি এবং কামদেব এখন কি তাঁর কাছেই থাকে, না সেই বিবাদ উপলক্ষ করে অমরাবতী পরিত্যাগ করেছে?

চপ। আপনি ভাল আছেন?—বৈকুণ্ঠনাথের প্রসন্নভাব? আমাদের সকল মঙ্গল বটে, অমরনাথের সঙ্গে মন্মথের যে মনান্তর হয়েছিল, ভালয় ভালয় মিটে গিয়েছে—এখন রতির সঙ্গে তিনি অমরাবতীতেই আছেন।

লক্ষ্মী। ওরে চপলে!--শচীর সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে আমার ইচ্ছা হয়েছে, অনেক দিন দেখা হয় নি, তুই একবার তাঁরে সমাচার দিয়ে আয় না;—তুই ত পলকে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ কর্‌তে পারিস। ইন্দ্রধনুরূপ ছটা মাথায় দিয়ে মেঘের কোলে কত খেলাই খেলাস—তা যা না একবার। কিন্তু দেখিস বিলম্ব করিস্‌ নে—মেঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তোর্‌ ত আর কিছুই মনে থাকে না—শচীদূতি, যা একবার যা।

চপ। আর যেতে হবে না, অই তিনি আস্‌ছেন।

লক্ষ্মী। তাই ত, শচাই যে! চলনেই টের পেয়েছি। স্বর্গের রাণী না হলে, অমন সদর্প পদবিন্যাস আর কার?

(শচীর প্রবেশ।)

শচী। কে ও নারায়ণী!—শ্রীকান্তের কুশল? আজ আমার সুপ্রভাত, কতদিনের পর সাক্ষাৎ হলো।—অমরনাথ সে দিনও তোমাদের কথা বল্‌ছিলেন—আমাদের একেবারে ভুলে গেছেন। অমরাবতীতে ত আর পদার্পণ হয় না!—তবে এখানে কি মনে করে?

লক্ষ্মী। এই নববিবাহিতা দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এসেছি চলো দুজনে গিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আসি।—এ দুটি অতি পুণ্যাত্মা।

শচী। চল, চল।

লক্ষ্মী। (ধান দুর্ব্বা লইয়া)

করি আমি আশীর্ব্বাদ, থাক দোঁহে নিরাপদ,
অজস্র ভাণ্ডারে থাক ধন।
সুবৃষ্টি পালিত ধরা, তরুলতা ফলে ভরা,
শস্য ভার করুক বহন।
বসন্ত নিয়ত বাস, পরিয়া কুসুমবাস,
আসিয়া থাকুক ধরাতলে,
দেখ সন্তানের মুখ, ঘুচুক সকল দুখ,
পাল অন্নে দরিদ্র কাঙালে।
এই আশীর্ব্বাদ লও জন্ম জন্ম সুখী হও,

নারায়ণে ভেবো ইহকালে।

শচী। অনন্ত যৌবন, লভ দুই জন,
রাজ্য সুশাসন, প্রজার পালন
সদানন্দ মন, কর সর্ব্বক্ষণ
নিরাপদে কাল হর ;
বিপক্ষের কাল, স্বপক্ষের বল,
প্রতাপে প্রবল, দেশমুখোজ্জ্বল,
সম্প্রীতি কুশল, প্রণয়ে সরল
ঐশ্বর্য্য কিরীট পর ;
এই আশীর্ব্বাদ করি নিরাপদ
অতুল সম্পদ, আহ্লাদ আমোদ
লয়ে থাক নারী নর।

বস। অদ্ভুত কৌতুক ইহা দৃশ্য মনোহর,
সুশ্রাব্য মধুর ভাষ শুনিতে কোমল ;
বুঝিবা ইহারা সবে হবে দেবযোনী !

বৈজ। দেবযোনী বটে এরা—অন্ধকূপ হতে
মন্ত্রবলে আনিয়াছি রহস্য দেখাতে।

বস। ইচ্ছা হয় এই স্থানে থাকি চিরকাল !
এ হেন অদ্ভুত জায়া, প্রবল শ্বশুর—
হবে এ কৈলাসধাম কিম্বা স্বর্গপুর !

বৈজ। থামো বাপ্, কাণে কাণে লক্ষ্মী আর শচী
পরামর্শ করিতেছে অতি মৃদুস্বরে ;
আরো বুঝি হবে কিছু ;—
(স্বগত) প্রায় বিস্মরণ
হয়েছিনু দুষ্টমতি বর্ব্বটের কথা ;
ষড়্‌যন্ত্র করেছে সে বধিতে আমারে,
সহকারী দস্যুসহ, দুরাত্মা পামর ;
এতক্ষণ বুঝি তারা এসেছে কুটীরে।

(পরিদিগের প্রতি)

পরিপাটী রহস্যটি হয়েছে হে বাপু,
এখন গমন কর সকলে স্বস্থানে।

বস। হঠাৎ এরূপ কেন হলেন উতলা ?
দেখ প্রিয়ে, পিতা তব ক্রোধেতে অধীর
হয়েছেন অকস্মাৎ !

নলি। তাই ত গা, কেন হেন ? কখন ত আগে
দেখি নাই ক্রোধানল জ্বলিতে এমন !

বৈজ। অহে বাপু, ভয় নাই, স্থিরচিত্ত হও ;
লীলা হলো সমাপন !—এ রঙ্গভূমিতে
সেজেছিল যত পরি করি নটবেশ,
বায়ুর পুত্তলি তারা মিশিল বায়ুতে,—
মিশিয়া হইল লীন তরল আকাশে !
হবে লীন এইরূপে, ইহাদেরি মত,
মাটীর পুত্তলি যত মানব এ ভবে ;
পাষাণের অট্টালিকা অভ্রভেদী চূড়া,
দেউল, মন্দির, মঠ, উন্নত শরীর,
রাজ-নিকেতন কিম্বা দেব-অট্টালিকা
আভাময়ী, রত্নময়ী— চূর্ণ হয়ে যাবে।
এই যে মহীমণ্ডল ফণীন্দ্র আসনে,
পয়োধি, পর্ব্বত, বৃক্ষ, প্রাণিবৃন্দ সহ,
এও ধ্বংস হবে শেষে—চিহ্নটি না রবে।
অসার স্বপ্নের ন্যায় নিদ্রায় বেষ্টিত
অনিত্য আমরা সবে অনিত্য জগতে !—
বিরক্ত হইও না বাপু, [illegible] হয়েছি,
সদা তিক্ত হয় চিত্ত জরাজীর্ণ দেহে।—
ইচ্ছা যদি হয় তবে প্রবেশি গুহায়
বিশ্রাম করগে দোঁহে ;—আমি ক্ষণকাল,

এই স্থানে বেড়াইয়া শীতল বাতাসে,
জুড়াই উত্তপ্ত তনু।

নলি এবং বস। শান্তিলাভ অচিরাৎ হউক তোমার!

[উভয়ের প্রস্থান।

বৈজ। সুমালি নিকটে আয়, বিদ্যুতের গতি।—
যাও, গৃহে যাও দোঁহে।——

(সুমালার প্রবেশ।)

সুমা। প্রভুর কি ইচ্ছা? স্মরণমাত্রে ভৃত্য উপস্থিত।

বৈজ। অহে সুমালি! দুষ্ট বর্ব্বটের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ কর্‌বার কি

সুমা। আপনি যখন কন্যা জামাতাকে রহস্য দেখাচ্ছিলেন কথা আমারও মনে হয়েছিল; কিন্তু পাছে বিরক্ত হন ভেবে নাকে বলতে সাহস করি নাই।

বৈজ। সেই পাজি নচ্ছারদের কোথায় ফেলে এসেছ বল্‌ছি

সুমা। আপনাকে ত বলেছি সুরাপানে সকলেই যেন মত্ত উঠেছে; ভারী ঝাঁঝ, কাছে এগোয় কার সাধ্যি; বাতাস মুখে ল মাটি পায়ে ঠেকুচে, তাতেই আস্ফালনের ধূম দেখে কে! হয় বাতাসেই ঠেঙাচ্চে, নয় ত মাটিতেই লাথি মাচ্চে। যেন বাহাদুর হয়েছে। কিন্তু তবুও বজ্জাতেরা আসল মতলবটা নি। তাই দেখে আমি বেতালা বাদ্য আরম্ভ কল্লেম। বাজনা এক্কবারে যেন মোহিত হয়ে গেল। ঘোটক শাবকেরা যেমন না কর্ণ, চক্ষু বিস্তার করে স্তব্ধ হয়ে শোনে, তারাও তেমনি করে লাগ্‌লো। বাজনা শুনে এমনি মোহিত হলো যে, গাভী বৎস যেমন হাম্বা রব শুনে গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছোটে, তাহারাও কণ্টকাকীর্ণ কুশাচ্ছন্ন বনের ভেতর দিয়া আমা'র পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছু লাগলো। পরিশেষে আপনকার কুটীরের বাহিরে পচা, পানা পু ণীর ভিতর প্রবেশ করিয়ে ছেড়ে দিলুম; সেই পুষ্করিণীর গাঢ় বদ্ধ হয়ে, এক গলা জলে দাঁড়য়ে সকলে ছট ফট করছে।

বস। উত্তম করেছ ;—ঐরূপ অদৃশ্যভাবেই আমার কুটীর হতে মন্ত্রপূত পরিচ্ছদটা নিয়ে এসো—দস্যুদের ধর্‌তে হবে।

সুমা। যে আজ্ঞা !—

[প্রস্থান।

বৈর। নারকি—পিশাচ—দুরাত্মার এমনি অসৎ প্রকৃতি, যে কতই যত্ন পরিশ্রম কল্লুম—কত উপদেশই দিলুম, সকলই ব্যর্থ—সকলই নিস্ফল হলো ! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে যত কুশ্রী আর কদাকার হচ্চে, অন্তঃকরণটাও তেম্‌ন ক্রূর হচ্চে। সব ব্যাটাকে উত্তমরূপ শাস্তি দিতে হবে—যেন চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে নিশ্বাস রোধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে।

(সুমালীর পরিচ্ছদ লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

(দেও—পরয়ে দেও। উভয়ের অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি।)

(আর্দ্রদেহ বর্ব্বট, উদয় এবং তিলকের প্রবেশ।)

বর্ব্ব। দোহাই তোমাদের, একটুকু আস্তে আস্তে পা ফেল। ইঁদুর বেরালটি পর্য্যন্ত যেন টের না পায়। এখন আমরা তার কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করেছি।

উদ। অরে ব্যাটা কচ্ছপ—তুই না বলে ছিলি তোদের পরি কারু কোন অনিষ্ট কর্‌তে জানে না তবে আমাদের এ দুর্দ্দশা হলো ক্যান ?—ব্যাটা আলেয়ার মত ঘুরিয়ে মেরেছে—বাপ্।

তিল। অরে ও! আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন ঘোড়ার প্রস্রাবের দুর্গন্ধ বেরুচ্চে—উঁঃ—কি দুর্গন্ধ ; থুঃ—থুঃ—

উদ। তাই ত, আমরও ত দেখছি—অরে ও, আমার সঙ্গে ভণ্ডামি ? দেখ্—

বর্ব্ব। মশাই গো, রাগ কর্‌বেন না ; এ কষ্ট এখনি ঘুচ্‌বে—কত আশ্চর্য্য অমূল্য সামগ্রী পাবে তার আর কি বল্‌ব। একটুকু ধীরে ধীরে কথা কও—দুপুর রাত্রের মত দেখ সব নিষাড় হয়েছে।

তিল। যাই হউক বোতল্‌টা সেই পুকুরে রইল—

উদ। কি লজ্জার কথা ;—এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের, হয়।

তিল। ভিজে ঢোল হয়েছি—তাতেও কিছু এসে যায় ; কিন্তু বোতলটা—অরে ব্যাটা কুজ্‌কুষ্মাণ্ড—এই কি তোর পরি কা মন্দ কর্‌তে জানে না।

উদ। যাই—বোতল্‌টা আনিগে—না হয় মাথা ভেজে ভিজ্‌বে

বর্ব্ব। মশাই—স্থির হউন ;—এই যে দেখ্‌ছেন, এটি তার গু প্রবেশের দ্বার—নিঃশব্দে ইহাতে প্রবেশ করুন। একবার ব তাকে মার্‌তে পারেন—তবে আর এ রাজত্ব কোথা যায়—প্রভু আমি তোমার গোলাম।

উদ। আয় তবে আয় ; আমার গায়ের রক্তটা তেতে উঠ্‌ —হাত টা নিস্‌ পিস্‌ কচ্চে—ব্যাটার মাথাটা গুঁড়ো করে ফেল্‌ব।

তিল। অহে উদয়—রাজচক্রবর্ত্তী উদয়—সম্ভ্রান্ত কুল প্রদী উদয়—দ্যাখ—দ্যাখ হেথা কি বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদ দ্যাখ——

বর্ব্ব। ছুঁইও না—আরে ও পড়ে থাক্—ছুঁইও না— হোক্।

তিল। অরে ধূর্ত্ত কচ্ছপবাচ্ছা—জানি রে, আমরা জানি—রা পরিধেয় বস্ত্র আমরা চিনি—উদয় হে দ্যাখ দ্যাখ—

উদ। তিলক—খোল বলচি—আমাকে দে নৈলে এখ তোর মুণ্ডুপাত কর্‌ব।

তিল। না না—এ তোমারই ত—এই নেও।

বর্ব্ব। চুলোয় যাও!—ও গুলো এখন পড়ে থাক্ না— কাপড় চোপড় নিয়ে এত ব্যস্ত হন?—তাকে আগে খুন করে, পর যা ইচ্ছে হয় করো। একবার যদি জেগে ওঠে ত তুলয়াম থে দেবে এখন—ঘাড়মোড় মুচড়ে বাতের ব্যাথায় ছটফটয়ে দে গ্যালো আর কি—সর্ব্বনাশ হলো।

উদ। অরে কচ্ছপ—থাম—থাম্ ;—তুই এই গুলো নিয়ে য আমার মদের পিপেটা যেখানে আছে সেই খানে রেখে আয়।

তিল। নে—হাতে একটুকু খড়িমাটি মাখ্—ব্যাটার হা নয়, যেন ধানসিদ্ধনো হাঁড়ির তলা।

বর্ব্ব। আমি ওতে নেই ;—মরণ আর কি—মিছেমিছি সময়টা ...চ্চে ;—ভুব্যাটা হাবাতের হাতে পড়ে প্রাণটা গেলো।

উদ। ধর্—ধর্—আলগা করে ধরিস্ ;—নৈলে এখনি তোকে দ্বীপ হোতে বহিষ্কৃত করে দেব ;—ধর্—এটাও নিয়ে যা——

তিল। তবে এটাও নে।

উদ। এটাও নে যা——

(রাক্ষসমূর্ত্তি কতিপয় পরি সঙ্গে লইয়া সুমালীর প্রবেশ এবং উহাদিগকে বেষ্টন।)

বৈক্ত। বাঁধ—হাতে পায়ে গলায় লোহার শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধ—অন্ধকূপের ভিতর নিয়ে যা ;—পিছমোড়া করে বাঁধ, বুকে পিঠে কোঁকে ...াত ধরয়ে দে—আর সাপের ফণা ধরে চাদ্দিক থেকে চোটাতে আরম্ভ ...র।—পাজি—নেমোখারাম—চোর—ডাকাত ব্যাটারা—নেযা বেটা-দের অন্ধকূপে নেযা !—

[উহাদিগকে লইয়া পরিদিগের প্রস্থান।

সুমা। ঐ—শোনো—চীৎকার শোনো

বৈক্ত। আচ্ছা করে শাস্তি দেবে যেন চিরকালের জন্য স্মরণ ...াকে।—তুমি আর খানিকক্ষণ আমার কাছে থাকো ; এখন শত্রু ...কল হস্তগত হয়েছে—আমারও পরিশ্রমের শেষ হয়ে এসেছে ;—আর দণ্ডেক দু দণ্ড পরেই তোমার দাসত্ব মোচন করব।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়ন্তের কুটীরের সম্মুখভাগ।

(বৈজয়ন্ত এবং সুমালীর প্রবেশ।)

বৈজ। অব্যর্থ কুহকমন্ত্র ফলিছে অবাধে ;
আজ্ঞাবহ পরিগণ খাটিতেছে সবে :
সময় সরলভাবে করিছে গমন ,—
হলো বুঝি এত দিনে ব্রত উদ্‌যাপন —
বেলা কত ?

সুমা। দিবাকর অস্তপ্রায়, অপরাহ্ন শেষ,
যে সময়ে আমাদের শ্রম অবসান
হবে কহেছিলা, প্রভু !

বৈজ। বলেছিনু বটে, যবে উঠাইনু ঝড় ;
সে কথা নিষ্ফল, পরি, হবে না আমার ;
কিন্তু বাপ, বল দেখি কোথায় এখন,
কি ভাবে গুজরাটপতি সঙ্গীগণসহ
করিছে সময়ক্ষেপ ?

সুমা। কুটীরের চতুর্দ্দিক করিয়া বেষ্টন,
বজ্রাঘাত ঝঞ্ঝাবাৎ বেগ নিবারিতে,
আছে যে শালের বন, তাহারি ভিতরে
গতিশক্তিহীন সবে আছে বন্দী হয়ে।
হস্তপদে রজ্জু বাঁধা, বাঁধিয়া যে রূপে
দিয়াছিলা মোর ঠাঁই, আছে সেই ভাবে।

তথায় ভ্রাতার সহ গুজ্‌রাট ভূপতি
সঙ্গে তব সহোদর—উন্মাদ হয়েছে।
অনুচরগণ যত, কুণ্ঠিত সকলে,
সশঙ্কিত হয়ে সবে করিছে আক্ষেপ।
নিতান্ত অধীর শোকে সেই বৃদ্ধ নর
যাঁরে, প্রভু সাধুধন্য প্রচোত্ত নামেতে
করেছিলা সম্বোধন;—হেমন্ত ঋতুতে
শিশিরের নীরধারা, শরবনে যথা,
শীষ বয়ে পড়ে ধীরে, শ্মশ্রু বয়ে তাঁর
পড়িতেছে ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু কণা।

বৈজ। সত্য কি র‍্যা, পরিরাজ?

সুমা। মানব শরীর হলে, আমারো হৃদয়
বিদীর্ণ হইত সেই যাতনা দেখিয়া।

বৈজ। বায়ুর শরীর তোর, সুমালি রে, তুই
তাদের দুঃখেতে এত আর্দ্রচিত্ত হলি;
আমার স্বজাতি তারা—তাদেরি মতন
শোকে তাপে জ্বলে অঙ্গ—আমি কাঁদিব না?
আমার মাংসের দেহ বিদীর্ণ হবে না?
বিস্তর অহিত আর বিস্তর যাতনা
দিয়াছে করেছে তারা অসংখ্য প্রকারে,
ভুলিব সে সমুদায়, করিব মার্জ্জনা।
এ দুরন্ত ভূমণ্ডলে, মানব জাতিতে
ক্ষমাই পরম ধর্ম্ম—পরম দুর্লভ!
অনুতাপে তাপিত যে, তারে দণ্ড দেওয়া
ভ্রান্তমতি মানবের কভু বিধি নয়।—
দেওগে বন্ধন খুলে, যাও হে সুমালি,
কুহক বন্ধন আমি করিনু মোচন,
হবে পুনঃ সচেতন এখনি তাহারা।

সুমা। যাই তবে, এই খানে আনিগে তাদের।

বৈজ্ঞ। অহে ও পর্ব্বতবাসী পরি যত জন,
ভ্রম যারা পর্ব্বতের নির্ঝরের ধারে,
কাননে, কন্দরে কিম্বা নদ নদী তীরে —
অহে পরি যত জন, সমুদ্র বিলাসী,
সদা রঙ্গ কর যারা সমুদ্র-পুলিনে,
তরঙ্গের পাছে পাছে ছুটে ছুটে যাও,
ভাটিয়া তরঙ্গ যবে সাগরে লুকায়,
আবার যথন ছুটে ওঠে সে পুলিনে
তরঙ্গের আগে আগে ছুটিয়ে পালাও!—
গগনবিহারী পরি, নৃত্য কর যারা
মাঠে মাঠে জ্যোৎস্না রেতে, তৃণে রেখা দিয়ে,
প্রভাতে হরিণী যত আসে সে মাঠেতে
ঘ্রাণ পেয়ে সে তৃণেতে মুখ না পরশে।
তোমরাও, অহে যত, দশ দণ্ড পরে
রজনীতে ভেকছত্র কর প্রস্ফুটিত!—
তোমাদেরি সকলের সাহায্যেতে আমি,—
আমি যে দুর্ব্বল জীব, সামান্য মানব,—
তুলেছি প্রলয় ঝড় দিবা দ্বিপ্রহরে
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রশ্মি ধুমাচ্ছন্ন করে্য;—
নীলাম্বর, নীল-অম্বু সাগরের সনে
বাধায়েছি ঘোর রণ;—ইন্দ্রের বজ্রেতে
জ্বালায়েছি হুতাশন;—দ্বিখণ্ড করেছি
প্রকাণ্ড শালের কাণ্ড সে বজ্র-আঘাতে;—

* পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ঐরূপ রেখা সকল পরিদিগের দ্বারা অঙ্কিত হইত; এবং রজনীযোগে উঁহারা দলবদ্ধ হইয়া সেই সেই রেখাসকলের মধ্যে নৃত্য করিত। এই রেখ মধ্যস্থিত তৃণস্পর্শ করিতে কেহ সাহসী হইত না।

অস্থির করেছি ধরা বাসুকির শিরে।
উঠায়েছি প্রেতবৃন্দ প্রেতরাজ্য হোতে
মহাশক্তি যাদুমন্ত্রে কর্‌য়ে আজ্ঞাবহ।
কিন্তু সে দুরন্ত বিদ্যা ত্যজিলাম আজ,
ত্যজিলাম এই দণ্ডে— মুহূর্ত্ত মাত্রেক
আনিতে অমর-বাদ্য জপিব ইহারে;
চেতাইতে পুনর্ব্বার মন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত
করিয়াছি যত জনে;— এখনি তা হবে—
পরে খণ্ড করি এই যষ্টি শত ভাগে
গভীর মেদিনীগর্ভে রাখিব পুঁতিয়া;
কুহকের গ্রন্থমালা করিব নিক্ষেপ
অগাধ সাগর জলে।

(গভীর বাদ্যধ্বনি;—উন্মত্তপ্রায় চিত্রধ্বজের সঙ্গে প্রচেতা, এবং তদবস্থ রূপ ও অনন্তের সঙ্গে ভরত এবং বিজয়কে লইয়া সুমালীর পুনঃ প্রবেশ। বৈজয়ন্ত কর্ত্তৃক অঙ্কিত যাদু রেখার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলের স্তম্ভিতভাবে অবস্থিতি;—তদ্দৃষ্টে বৈজয়ন্তের উক্তি।)

বৈজ। গম্ভীর বাদ্যের স্বরে চিত্তের উদ্বেগ
হয় শান্ত অচিরাৎ—অসুস্থ তোমরা
কর শান্ত চিত্তবেগ সে গম্ভীর স্বরে।
কুহক নিগড়ে বদ্ধ করেছি অচল,
থাক সবে, এই স্থানে—থাক দাঁড়াইয়া।—
সাধূত্তম প্রচেতা হে, নিরখি তোমায়
আমারো নয়নে ধারা বহে অনর্গল!—
প্রভাত কিরণে যথা ভাঙে নিশা ঘোর
ভাঙিছে যাদুর ঘোর তেমতি এদের,
চেতনার জ্যোতিঃ ক্রমে পশিছে অন্তরে,
ভ্রমে যাহা অন্ধকার ছিল এতক্ষণ!
অহে বন্ধু, রাজভক্ত প্রচেতা প্রবীণ,

দিব শোধ যত ধার ধারি হে তোমার,
কথায়, কার্য্যেতে পারি —অহে চিত্রধ্বজ।
তুমি হে নির্দ্দয় হয়ে বিবিধ যাতনা
দিয়াছ আমায়, আর কন্যারে আমার;
ছিলে তাতে সহযোগী, তুমি ও হে কৃপ,
তাই হেন মনস্তাপ পাও হে এখন!
অনন্তরে তুই, সহোদর ভাই হয়ে,
মায়া দয়া একেবারে সকলি ভুলিলি,
দুষ্ট দুরাশার বশ হয়ে দুরাত্মন্।
এখানে আসিয়া পুনঃ কৃপের সংহতি
(এ অসহ্য চিন্তানলে চিত্ত দহে তাই)
মন্ত্রণা করিলি তোর সম্রাটে বধিতে—
তোরেও করিনু ক্ষমা!—এখনো আমায়
চিনিতে নারিছে এরা, একদৃষ্টে আছে!
সুমালি হে, নিয়ে এসো শাণিত কৃপাণ,
নিয়ে এসো গুহা হোতে মাথার মুকুট,
দেখা দিব কঙ্কনের ভূপতির বেশে;—
শীঘ্র আনো, শীঘ্র তব দাসত্ব ঘুচাব।

(গান করিতে করিতে সুমালীর পুনঃপ্রবেশ।)

সুমা। যে কুসুমে মধুপান করে মধুমাছী,
আমিও সে কুসুমের মধুপানে আছি;
ধুতুরা ফুলেতে শুয়ে সুখেতে ঘুমাই;
ডাকে যবে দিবা-অন্ধ সুধাংশুরে পাই;
বাতুলির পৃষ্ঠে চড়ি বেড়াই আকাশে
গ্রীষ্মকালে বিশ্বমাঝে মনের উল্লাসে;
এবে পুনঃ উড়ে উড়ে কত গীত গাব,
ফুলেতরা তরুশাখা আনন্দে নাচাব!

বৈজ। বেস্, বাপ, বেস্!—কিন্তু শুন রে সুমালি!

অন্তরে বেদনা পাব বিহনে তোমার,
তবু সত্য করিলাম—দাসত্ব ঘুচাব।
ক্ষণকাল থাক বাপ, অদৃশ্য অমনি,
অই বেশে যাও এবে রাজপোত যথা,
দেখিবে কাণ্ডারী যত, গুল্ম আচ্ছাদিত,
আনো গে তাদের হেথা জাগ্রত করিয়া ;
দেখো শীঘ্র ফিরে এসো——

সুষমা। না পড়িতে দুইবার নিশ্বাস তোমার,
আনিব তাদের হেথা——

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। ভয়ঙ্কর দেশ ইহা—অনন্ত যাতনা,
অদ্ভুত, আশ্চর্য্য যত—সকলি এখানে !—
হে বিধাতঃ, কর ত্রাণ এ কুস্থান হোতে।

বৈজ। অহে, চিত্রধ্বজ রাজ ! দেখ চক্ষু মেলি,
বৈজয়ন্ত নরপতি সম্মুখে দাঁড়ায়ে ;
কঙ্কনের অধিকারী সেই দুঃখী আমি
যারে দুঃখ দিলে এত—এখনো জীবিত ;—
পরিচয় দিতে তার, করি আলিঙ্গন।—
করি আবাহন, আসি কুটীরে আমার
আতিথ্য সৎকার লহ সঙ্গীগণ সহ।

চিত্র। বৈজয়ন্ত হও, কিম্বা হও অন্য কিছু
মায়ার পুত্তলী মাত্র প্রপঞ্চ অলীক,
দেখিলাম হেথা যত—না পারি বুঝিতে।
কিন্তু শোণিতের স্রোত শরীরীর ন্যায়
বহিছে শরীরে তব ;—দেখিয়া তোমায়,—
তাও বলি—চিত্তদাহ কমেছে অনেক,
ক্ষিপ্তপ্রায় এতক্ষণ ছিলাম যাহাতে ;—
এ যদি যথার্থ হয় অদ্ভুত এ কথা।

দিলাম তোমার রাজ্য ফিরিয়া তোমারে,
ক্ষম দোষ এ মিনতি এখন আমার।
কিন্তু যদি যথার্থই বৈজয়ন্ত তুমি,
কিরূপে এখানে এলে?—বাঁচিলে কিরূপে?

বৈজ। অহে বন্ধু নরোত্তম, এসো হে অগ্রেতে
করি অই বৃদ্ধদেহে স্নেহ আলিঙ্গন—
এ জগতে সাধু নাই তুলনা তোমার!

মন্ত্রী! কি আশ্চর্য্য!—
সত্য কি প্রপঞ্চ ইহা বুঝিতে না পারি!

বৈজ। এখনো এ মায়াময় দ্বীপের প্রভাবে
ভ্রমে অন্ধ আছ সবে,—অপ্রত্যয় তাই
করিতেছ অসংশয়ে সংশয় ভাবিয়া।—
এসো হে বান্ধবগণ প্রবেশ কুটীরে।

(জনান্তিকে রূপ ও অনন্তের প্রতি)

তোমরাও এসো—অহে তোমা দোঁহাকারে,
ইচ্ছা হলে এই দণ্ডে পারি দণ্ড দিতে;
রাজদ্রোহী অপরাধে অখণ্ড্য প্রমাণে,
ভূপতির কোপানলে পারি নিক্ষেপিতে!—
মিথ্যা কথা চাতুরীর সময় এ নয়,
ক্যামন হে সত্য কি না?

রূপ। (স্বগত) এ ব্যাটা মানব নয়—মায়াবী রাক্ষস! নতুবা মনের কথা জানিল কিরূপে?

বৈজ। মিথ্যা নয়, বুঝেছি তা;—অরে ও চণ্ডাল,
সোদর বলিতে তোরে জিহ্বা দগ্ধ হয়,
তোরও গুরু অপরাধ করিনু মার্জনা;—
এখন আমার রাজ্য ফিরে দে আমায়
ভেবে দেখ দিতে হবে, এবে নিরুপায়।

চিত্র। বৈজয়ন্ত যদি তুমি কহ বিবরণ

কিরূপে বাঁচিলে প্রাণে ?—ভেটিলে কিরূপে
আমাদের সঙ্গে হেথা কহ বিস্তারিয়া ;
হবেনাকো দণ্ড ছয় তরিভগ্ন হয়ে
পড়েছি এ দেশে মোরা—হারায়েছি হায় !
(স্মরিতে বিদরে বুক সে দারুণ কথা)
প্রিয়তম প্রাণাধিক বসন্ত কুমারে !

বৈজ। হায় ! কি দুঃখের কথা !

চিত্র। বৈজয়ন্ত ! জন্মশোধ গিয়াছে ফুরায়ে
জীবনের যত সাধ—ফিরিবার নয় !
সে জ্বালা জুড়াতে স্থান নাহি ভূমণ্ডলে !

বৈজ। চিত্রধ্বজ ! আমিও হে তোমার মতন
হয়েছি জীবনশূন্য তনয়া হারায়ে !
কিন্তু করে আরাধনা, শান্তির প্রসাদে
শীতল করেছি দগ্ধ তাপিত হৃদয় ;—
বুঝি তুমি করো নাই আরাধনা তাঁর।

চিত্র। কি বলিলে, বৈজয়ন্ত ?—কন্যা হারায়েছ ?
হায় রে বিধাতঃ, হায় !—কি নিষ্ঠুর তুই !
আমি কেন না ডুবিনু ? বাঁচিল না তারা ?
রাজা রাণী হতো আজ গুজরাট নগরে
থাকিত যদ্যপি দোঁহে।—কবে হারায়েছ
অহে দুহিতা তোমার ?

বৈজ। এই ঝড়ে।—
দেখিতেছি এরা সবে হতচিত্ত হয়ে
করিছে বিস্ময়জ্ঞান সহসা মিলনে,
ভাবিছে নয়নে যাহা করিছে দর্শন
নয়নের ভ্রম তাহা ! বদনের স্বর
আপনার বাক্য কি না, ভাবিয়ে অস্থির !
অহে মতিভ্রান্তগণ, বৈজয়ন্ত আমি,

সেই কঙ্কনের পতি, তোমরা যাহারে
করেছিলে দেশত্যাগী কঙ্কন হইতে ;
আশ্চর্য্য দৈবের শক্তি, পেয়ে পরিত্রাণ
দুরন্ত সাগর হোতে, এসেছি এদেশে
রাজত্ব করিতে এই জনশূন্য দ্বীপে।
পশ্চাতে বলিব সব, সময় এ নয়,
এক দিনে সে আখ্যানো হবে নাকো শেষ ;
এখন প্রবেশ সবে কুটীর ভিতরে—
রাজ-অট্টালিকা এই এখন আমার,
দাস দাসী নাহি যেথা, প্রজাও বিরল।—
যথাসাধ্য সমাপিব অতিথি সৎকার —
গুজরাট ভূপতি তুমি রাজ্য ফিরে দিলে,
আমিও কিঞ্চিৎ দিব বিনিময়ে তার ;
অথবা যেরূপ তৃপ্ত করিলে আমায়,
রাজ্য দিয়ে পুনর্ব্বার—আমিও তেমতি,
করিব তোমায় তৃপ্ত আশ্চর্য্য দেখায়ে।

(গুহার দ্বারোদ্ঘাটন, এবং দাবাক্রীড়ারত নলিনী ও বসন্তকে সন্দর্শন।)

নলি। প্রাণনাথ ! ফাঁকি দিলে ?

বস। না, প্রেয়সি, না— ব্রহ্মাণ্ড পেলেও নয়।

নলি। ব্রহ্মাণ্ড ত দূরে থাক, দশটি রাজ্য পেলে,
যুদ্ধ-বিগ্রহেতে, নাথ, নিরস্ত হবে না ;—

চিত্র। এ যদি অসত্য হয়, পুনর্ব্বার তবে
পাব আমি পুত্রশোক—মরিবে তা হল্যে
এক পুত্র দুই বার !

রূপ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য !—অসম্ভব ! কখনো সে নয়।

বস। মিথ্যা তবে জলধিরে শাপান্ত করিনু,
বিভীষিকা দেখাইলা সমুদ্র আমায় !

আহা শান্ত বারিনিধি প্রশান্ত হৃদয়!
(পিতার চরণে প্রণত।)

চিত্র। ওঠো পুত্র, ওঠো বাপ্, করি আশীর্ব্বাদ
চিরসুখে সুখী হও!

নলি। ওমা, ওমা—একি দেখি!—অপরূপরূপ
এত প্রাণী কোথা থেকে আইল এখানে!
আহা, কি লাবণ্য ছটা!—মানব এমন
সুন্দর আকৃতি, তা তো স্বপ্নেও জানিনে!
ধন্য ভাগ্যবতী ধরা, নিবাসে যেথানে
এ হেন সুন্দর জীব!—অতি রম্যস্থান
সেই নবীন পৃথিবী!

বৈজ। হা রে পাগলিনী মেয়ে! নবীন পৃথিবী
তোমারি নিকটে সুধু।

চিত্র। হ্যাঁ বসন্ত! যাঁর সঙ্গে ক্রীড়ায়ত ছিলে,
ও রমণী কোন্ জন—মানবী না দেবী?
ওঁরি আশীর্ব্বাদে পুনঃ হলো কি সাক্ষাৎ?
হবেনাকো প্রহরেক পড়েছ এ দেশে,
এরি মধ্যে এত গাঢ় জন্মেছে প্রণয়?

বস। দেবী নয়, মানবী গো,—ইহাঁরি নন্দিনী—
ইনিই কঙ্কনপতি, সুখ্যাতি যাঁহার
শুনিতাম জনরবে, চক্ষে দেখি নাই।
দৈবগুণে এ রমণী আমারি এখন;—
করিয়াছি মনোনীত না করো জিজ্ঞাসা,
জিজ্ঞাসা করিতে আশা ছিল না যখন,
ভেবেছিনু যে সময়ে হারায়েছি পিতা!—
প্রাণদান দিয়াছেন ইনিই আমার,
কন্যাদানে হয়েছেন পিতার সমান।

মন্ত্রী। এতক্ষণে মনে মনে আহ্লাদে রোদন

করিতে ছিলাম তাই বাক্য নাই মুখে,
নতুবা কল্যাণ আমি করিতামি আগে।
হে ত্রিদিববাসীগণ, কটাক্ষ করিয়া
রাখ সুখে এ দোঁহারে—কর চিরজীবী!
তোমাদেরি নিয়োজিত ভবিতব্য বলে
একত্রেতে সমাগত হয়েছি সকলে।

চিত্র। তথাস্তু—তথাস্তু, মন্ত্রি!

মন্ত্রী। কঙ্কন ভূপতি ত্যক্ত কঙ্কন হইতে
হল্যো কি ইহারি জন্যে?—গুজরাট নগরে,
হবে বল্যে অধিকারী বংশাবলী তাঁর?
কি আনন্দ!—কি আনন্দ!—হীরার অক্ষরে
লেখা থাক এ আখ্যান পাষাণে গ্রথিত—
"যে যাত্রায় কলাবতী সিংহলে মহিষী,
বসন্ত তাঁহার ভ্রাতা হয়ে নিউদ্দেশ
করিল রমণীলাভ কষ্টের প্রবাসে;
জনশূন্য দ্বীপমাঝে, দৈবশক্তি বলে
বৈজয়ন্ত হারারাজ্য পাইল আবার!"—
আমারাও যতজন প্রাণে প্রাণে বেঁচে
হইলাম যে যেমন ছিলাম পুর্ব্বেতে।

চিত্র! এসো মা, এ দিকে এসো—এসো পুত্র এসো;
আশীর্ব্বাদ করি দোঁহে, চিরজীবী হও;—
এ আনন্দে আনন্দিত যে না হবে আজ,
জন্ম জন্ম নিরানন্দ থাকে যেন তার।

মন্ত্রী। তথাস্তু—তথাস্তু!

(দাঁড়ি মাঝাদের লইয়া সুমালার পুনঃপ্রবেশ।)

দেখুন মহারাজ, ওদিকে দেখুন—এরা কোত্থেকে! অরে ব্যাটা পাজি, জাহাজের উপর যে বড় গলাবাজী কচ্ছিলি—মাটীতে পা দিয়ে যে এখন আর মুখে কথাটি নেই।—খপর্ কি বল্?

মাঝী। প্রথম সুখপর এই যে মহারাজ এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে নিরাপদে দেখছি;—তার পর এই, যে জাহাজখানি—যাহা ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে মনে করেছিলুম যে ভেঙে চুর্‌মার হয়েছে, এখনও নিটুট আছে—একগাছি দড়াও আলগা হয়নি—দেশ থেকে ছাড়্‌বার সময় যেমনটি ছিল ঠিক তেমনিটিই আছে।

সুমা। (জনান্তিকে) প্রভু দেখুন—আমি গিয়ে কত কাজকরেছি।

বৈজ। বেস্‌ বাবা—বেস।

চিত্র। এ সকল ভৌতিক ব্যাপার, স্বাভাবিক নয়, ক্রমশঃ দেখ্‌চি আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য বাড়্‌চে। তার পর এখানে কিরূপে এলি?

সঃ দাঁ। আমি স্পষ্ট সজাগ ছিলুম, এমন যদি বুঝ্‌তে পাত্তুম, তা হলে মহারাজকে সব ভেঙে বল্‌তুম; কিন্তু আমরা যেন ঘুমের ঘোরে মড়ার মতন হয়ে কতকগুলো খড় চাপা পড়েছিলুম (ক্যামন করে্য যে তার ভেতর সেঁধুলুম বল্‌তে পারিনে;) কিন্তু তেম্‌নি হয়ে পড়েছিলুম; তার পর এই খানিকক্ষণ হল্যো চার্দ্দিক থেকে একবারে চীৎকার, কান্না, শিখলির ঝন্‌ঝনি, আর নূতনতর কৃত যে ভয়ানক শব্দ হত্যে লাগল, তাতেই ঘুম ভেঙে দেখি, যে হাত্তের পায়ের বাঁদন খুলে গেছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চাঁচা-ছোলা চক্‌চকে জাহাজখানি দেখতে পেলুম; মাজির পো, তাই না দেখে হাত পা তুলে নাচতে আরম্ভ কল্লে। তার পর চকের পাতা ফেলতে না ফেলতে, যেন ঘুমের ঘোরে স্বপন্‌ দেখতে দেখতে এইখানে এসে উপস্থিত হয়েছি।

সুমা। (জনান্তিকে) প্রভু গো, ভাল হয় নি।

বৈজ। বেস্‌ হয়েছে, অতি পরিপাটী হয়েছে; অতি সত্বরেই তোমার দাসত্ব মোচন কর্‌ব।

চিত্র। এমন আশ্চর্য্য ত কখন দেখিও না, শুনিও না; এ ত স্বাভাবিক ব্যাপার বল্যে বোধ হয় না। আকাশবাণী না হলে ত এর নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই বোঝা যাবে না।

বৈদ্য। মহারাজ, এই সব আশ্চর্য্য ব্যাপার ভেবে ভেবে বিব্রত হবেন না; সাবকাশ মতে অতি শীঘ্রই আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ করব, তখন বুঝ্‌তে পারবেন যে এ সকলি সম্ভব—কিছুই অসম্ভব নয়। এক্ষণে নিরুদ্বেগ, প্রফুল্লচিত্ত হউন, এবং যে কিছু ঘটনা হয়েছে ইষ্ট-সাধনের জন্যই হয়েছে জ্ঞান করুন। (জনান্তিকে) সুমালি! এদিকে এসো;—বর্ব্বট এবং তার সঙ্গীদের বন্ধন মোচন করে দেও গে।—মহারাজের কোন অসুখ হচ্চে না ত? আপনকার অনুচরদের মধ্যে এখনও দু এক জন বাকি আছে, স্মরণ হচ্ছে না কি?

(বর্ব্বট, উদয়, এবং তিলককে লইয়া সুমালীর পুনঃপ্রবেশ।)

উদ। লোকে আমার আমার করে্য কেনই মরে; সবাই যেন পরের জন্যেই ভাবে—আপনার জন্যে ভাব্‌বার কোন প্রয়োজন নেই—কপালই মূল। বাবা জানোয়ার—তুই কি বলিস।

তিল। এই যদি আমার ঘাড়, আর এই আমার গর্দ্দান হয়, তবে যা দেখ্‌ছি তা ত বড় মন্দ নয়।

বর্ব্ব। ও আমার মায়ের বাপ্।—বাস্‌রে বাস্—উঃ! কি বড় বড় পরি—ক্যামন সুশ্রী, আমার মনিবও ত কম্ না। কিন্তু ভয় হচ্চে. পাছে আবার বাত্ ধরিয়ে দেয়।

উদ। কি গো অনন্তদেব—বলেন কি—এদিকে দেখেছেন—এমন্ জিনিস্ কি কড়িতে কিন্‌তে মেলে।

অন। তাই ত—এটা কচ্ছপও নয়, মানুষও নয়;—বাজারে নিয়ে গেলে বেচ্‌তে পারা যায়—তার আর ভুল নাই।

বৈদ্য। এদের চাপটাপ্ গুলো ভালো করে দেখুন, তা হল্যেই বুঝ্‌তে পারবেন।—কিন্তু এই ব্যাটা—এই কিস্তূতকিমাকার ভূতটা—আমারি লোক—ওর মা বেটী ঘোর ডাইনী ছিল, জোয়ারভাটা এবং চন্দ্রের উদয় অনুদয়, আপনার আজ্ঞাধীন করে তুলেছিল। এই ক ব্যাটায় মিলে আমার বিস্তর দ্রব্যাদি অপহরণ করেছে, এবং এই নচ্ছার পাজিটা আমায় মারবার জন্যে ওদের সঙ্গে এক জুটী হয়ে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল।

বর্ব্ব। (স্বগত) যা, এইবার প্রাণটা গেলো।—যত ব্যাটা পরিকে দিয়ে আমার হাড়গুলো থুর্বে দেখ্‌ছি।

চিত্র। এ কে—আমার ভাণ্ডারী উদয় মাতাল না?

অন। এখনও মদে চুর্‌চুরে রয়েছে—মদ্‌ পেলে কোথায়? অরে তোদের এ দশা কোত্থেকে ঘট্‌ল।

তিল। আর্ কোত্থেকে! মাথাটা যে মাথায় আছে এই ঢের।

রূপ। অরে উদয়—তোর কি?

উদ। আর কি! গায়ের মাস গায়েই যে আছে এই আমার বাপের ভাগ্যি।

বৈজ। তুই এই দেশের রাজা হবিনে?

উদ। আর কাজ্‌ নেই মশাই, যা হয়েছি তারই ঘা স্নুধুরতে এখন কদ্দিন যাবে। তোমার দুটো পায়ে চারটে গড়—বাপ্‌।

বৈজ। ব্যাটার বাইরেও যেমন ভেতরেও তেম্‌নি;—যা ব্যাটা যা, এই দুজনকে নিয়ে কুটীরটী ভালো করে ঝেড়েঝুড়ে সাজিয়ে, রাখ্‌গে—ভাল চাস্‌ ত যা।

বর্ব্ব। এক্ষণি যাচ্চি—এমন কর্ম্ম আর কর্‌ব না। ঘাট হয়েছে, দোহাই তোমার—আমায় মাপ্‌ করো।—আমার মতন গাধা কি আর দুটী আছে, এই মাতাল্‌টাকে দেবতা ভেবে ছিলাম—আর এই ভাঁড়টাকে পূজো কর্‌বার উজ্জগ করেছিলুম।—ছি ছি—ধিক্‌ থাক্‌—আমাকে ধিক্‌ থাক্‌।

বৈজ। যা শীগ্‌গির যা।

চিত্র। যা, তোরা ও যা, দ্রব্যসামগ্রী যেথানকার যা এনেছিস্‌ রেখে দিগে যা।

উদয়। আনিনি বড়—সাত্‌ই করেছি।

[বর্ব্বট, তিলক এবং উদয়ের প্রস্থান।]

বৈজ। মহারাজ, অনুগ্রহ করে সহচরবর্গের সঙ্গে একবার আমার কুটীরে পদার্পণ করুন;—অদ্য রাত্রি তথায় বিশ্রাম করে শ্রান্তিদূর করুন। আমি দেশত্যাগী হবার পর এই দ্বীপে আশা অবধি যে

সকল ঘটনা হয়েছে, সমুদায় বিবৃতি করে কৌতুকে কালাতিপাত করাব। কল্য প্রাতে আপনকার জাহাজের নিকট লয়ে যাব পরে আপনাকে গুজরাটে অবতরণ করে্য দিয়ে কঙ্কনে প্রত্যা- করব।—এখন আমার আর অন্য বাসনা নাই, কেবল গুজরাটে এঁদে দুজনের বিবাহোৎসব সমাধান্তে কঙ্কনে গিয়ে পরকালের চিন্তায় কালাতিপাত করি, এই আমার বাসনা।

চিত্র। তোমার জীবনবৃত্তান্ত অতি কৌতুকাবহ হবে, তার সন্দেহ নাই।

বৈজ। আমি আদ্যোপান্ত সমুদয় শ্রবণ করাব, এবং নির্ব্বিঘ্নে সকলকে স্বদেশে প্রত্যানয়ন করব;—দেখ্‌বেন সমুদ্র সুস্থির থাক্‌বে—সুবায়ু সঞ্চালিত হবে—জাহাজখানি বায়ুমুখে নির্ব্বিঘ্নে অতি দ্রুত গমন কর্‌তে থাক্‌বে।—

(জনান্তিকে) সুমালি! বাপ্ আমার! দেখো বাপ্ তোমার এই ভার;—এই কাজটি শেষ করে, তার পর আকাশ পাতাল যে খানে খুসি উড়ে যেইও—তোমার দাসত্ব মোচন কল্লাম—আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক।——আসুন, আপনারা আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

চিন্তাতরঙ্গিণী।

" পৃথিবীর সার পদার্থ মনুষ্য,

মনুষ্যের সার পদার্থ মন।"

সন ১২৬৮। ইংরেজী ১৮৬১।

চিন্তাতরঙ্গিণী।

শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল।
রাঙা রবি ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল॥
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে, পাখী করে গান।
লোহিত বরণ ভানু অস্তাচলে যান॥
বিচিত্র গগনময় কিরণের ঘটা।
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা॥
হেরিয়া ভবের শোভা, জুড়ায় নয়ন।
শীতল শরীর সেবি মলয় পবন॥
হেন সন্ধ্যাকালে যুবা পুরুষ নবীন।
ভ্রময়ে নদীর কূলে একা একদিন॥
ললাটের আয়তন, সুচারুবরণ।
লোচনের আভা তার মুখের কিরণ॥
দেখিলে মানুষ বলি মনে নাহি লয়।
সুরপুর বাসী বলি মনে ভ্রম হয়॥
শাপেতে পড়িয়া যেন ধরার ভিতরে।
পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিছে কাতরে॥
এক দৃষ্টে এক দিকে রহি কত ক্ষণ।
কহিতে লাগিল যুবা প্রকাশি তখন॥
" দেবের অসাধ্য রোগ, চিন্তার বিকার।
প্রতিকার নাহি তার বুঝিলাম সার॥
নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার।
ব্যথিত হতেছে এত, দহনে তাহার॥
চারি দিকে এই সব জগতের শোভা।
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা॥

এই যে আলক্তময় ভানুর মণ্ডল।
এই সব মেঘ যেন জ্বলন্ত অনল॥
এই যে মেঘের মাঝে দিবাকরছটা।
সোণার পাতায় যেন সিঁদুরের ঘটা॥
এই শ্যাম দুর্ব্বাদল এই নদীজল।
মণ্ডিত লোহিত রবিকিরণে সকল॥
নিরানন্দ রসহীন সকলি দেখায়।
নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায়॥
মনের আনন্দে অই পাখী করে গান।
জানায় জগত জনে রবি অস্ত যান॥
ঊর্দ্ধপুচ্ছ গাভী অই' পাইয়া গোধূলি।
ধাইতেছে ঘরমুখে উড়াইয়া ধূলি॥
কৃষক, রাখাল, আর গৃহী যত জন।
সেবিয়া শীতল বায়ু, পুলকিত মন॥
পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল।
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল॥
ত্যজি গৃহকারাগার এনু নদীতটে।
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে॥
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়।
চিন্তার বিষের দাহ নিবারিবে তায়॥
চিন্তা বিষে মন যার জ্বরে এক বার।
নিরুপায় সেই জন, বুঝিলাম সার॥
এ ছার"—এমন কালে, প্রিয়সখা তার।
আসি, পাশে দাঁড়াইয়া, করে নমস্কার॥
একাকী এখনো হেথা কিসের কারণ"
বলিয়া সুধায় তায়, সেই বন্ধু জন॥
এস এস এস ভাই, প্রাণের কমল।
দেখ বুকে হাত দিয়ে হলো কি শীতল॥

ভেবেছি আমি হে সার নরক সংসার।
প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার॥
সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান।
ভীষণ নরক কুণ্ড কূপের সমান॥
দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা অলঙ্কার।
দ্বেষ, পরহিংসা, আর নৃশংস আচার॥
দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার।
নরহত্যা, অনিবার্য্য সংগ্রাম দুরন্ত।
কত লব নাম তার নাহি যার অন্ত॥
পরিপ্লুত বসুন্ধরা, এই সব পাপে।
স্মরণ করিতে দেহ থর থর কাঁপে॥
প্রতিকার কিসে তার বল দেখি ভাই।
এই দেখ নদীজলে ঝাঁপ দিতে যাই॥"
এই কথা বলি তারে আলিঙ্গন করি।
যেতে চায় নরসখা, সখা রাখে ধরি॥
ছিছি ভাই পাগলের মত কত বল।
কাপুরুষ কথা কেন মুখে এ সকল॥
এ কথা শুনিলে তব পিতা কি ভাবিবে।
এ কথা শুনিলে জগতারা কি বলিবে॥
সে যে এ জগত তারা রমণীর মণি।
তোমা বই জানে না হে, সরলা কামিনী॥
মনে কর সেই নিশি এই নদীজলে।
ভাসে তরি তার পরি, ঘুমায় সকলে॥
প্রমত্ত তটিনী করে শশি আলিঙ্গন।
তারকা মালায় ঘেরা বিমল গগন॥
ধূ ধূ করে চারি দিক্, হু হু করে প্রাণ।
আর পারে ন বিকেরা করে সারি গান॥

ভূতল আকাশ আর তরঙ্গিণী জল।
তরু বায়ু তারা রাজি চাঁদের মণ্ডল ॥
চক্ষে দেখা যায় আর কাণে শুনা যায়।
বোধ হয় প্রেম সুধা মাখা সমুদায় ॥
তুমি কাছে শুয়ে, জল নাচি নাচি চলে।
অশ্রুজলে ভিজি রামা এই রূপে বলে ॥

আমি নারী অভাগিনী, পতি কোলে বিরহিণী,
না জানি করিছি কত পাপ.
সে ঠেলে চরণে করে, ত্যজিলাম যার তরে,
জননী ভগিনী ভাই বাপ ॥
কথা যার মধুময়, মন যার প্রেমালয়,
সে কেন আমারে করে হেলা।
দেখে কি সে দেখে না. ভেবে কি সে ভাবে না,
অদ্ভুত পুরুষের খেলা ॥
কেন বা হইবে আন্, পুরুষের শত টান,
শস্ত্র শাস্ত্র সংগ্রাম ভ্রমণ।
রাজনীতি, রাজদ্বার, ব্যবসা, কৃষি, বিচার,
দ্যূতক্রীড়া রমণীরঞ্জন ॥
পুরুষের এই সব, পুরুষ নারী বিভব,
সবে নিধি অমূল্য রতন।
সেই ধ্যান সেই ধন, সেই প্রাণ সেই মন,
তবু তায় করে অযতন ॥
যা হোক জীবন ছার, রাখিব না আমি আর,
নদীজলে হইবে মগন ”
এত বলি উঠে গিয়া, তরি পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া,
একে একে খোলে আভরণ ॥
সাক্ষী করে চন্দ্র তারা, গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা,
দর দর বিগলিত হয়।

"অভাগী পরাণে মরে, বলো সবে প্রাণেশ্বরে,
এ যাতনা আর নাহি সয়॥"
এত বলি তোমা পানে, পূর্ণ দৃষ্টি রামা হানে,
শ্বাস ত্যজি ঝাঁপ দিতে যায়।
তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, তোমার দোহাই দিয়ে
কত করে নিবারিনু তায়॥
এখনো নয়নে বারি ঝরে বুঝি তার।
এই সে কাঁদিতে ছিল নিকটে আমার॥
দুই কর করে ধরি সজল নয়নে।
বলে মোরে ধীরে ধীরে করুণ বচনে॥
" সুধাইও, ওহে ভাই, তোমার সখারে।
কি কারণ অযতন করেন আমারে॥
দাসী প্রতি প্রতিকূল এত কেনে হন।
বারেক তুলিয়া মুখ কথা নাহি কন॥
কোন অপরাধে আমি আছি অপরাধী।
অহরহ ভাবি তাই, দিবানিশি কাঁদি॥
বল তিনি কোন দোষ দেখেন আমার।
কি করিলে পরিতোষ হইবে তাঁহার।
ভেবে দেখ, তারে তুমি কত দুখ দাও।
ভাল করে সাজা. বুঝি, এবে দিতে চাও॥
সহায় বিহীনা, ভাই, রমণী অবলা।
সংসার সাগর মাঝে স্বামী মাত্র ভেলা॥
একে ত নারীর জাতি পরের অধীনা।
তাহাতে অভাগা দেশে দাসী মত কেনা॥
পৃথিবী ভিতরে জানে পরিবার জন।
রন্ধনশালার সীমাভিতরে ভ্রমণ॥
সে যদি পতির প্রেমে হইল বিমুখ।
এর চেয়ে তার তরে আর কি অসুখ॥

বল দেশাচার দোষে পরের নন্দিনী।
কি কারণ অকারণ দুখের ভাগিনী॥
সত্য বটে তোমা দোঁহে বিস্তর প্রভেদ।
সত্য তার মনে মাখা অজ্ঞানের ক্লেদ॥
তুমি বই সেই ক্লেদ বল কে মুছাবে।
অজ্ঞান আঁধার ঘোর আর কে ঘুচাবে॥
বিদ্যাহীনা সেই জনা জানে না সকল।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম কিসের কি ফল॥
পতি পুত্র গুরু জনে কিরূপ আচার।
কি করিলে সুস্থ থাকে দেহ আপনার॥
তুমি যদি অবহেল অন্য কোন জন।
এই সব শিখাইবে করিয়া যতন॥
প্রকৃতির অট্টালিকা কে দেখাবে তায়।
কে কাণ্ডারি হবে তার জীবনের নায়॥
"অহে সখে, কি বলিবে, বুঝি হে সকল।
বুঝাইতে নারি ভাই মনেরে কেবল॥
কেমনে এমন দেহ ধারণ করিব।
কেমনে সংসারপাপে ডুবিয়া রহিব॥
আমার আমার করি সকলে পাগল।
হায় রে আপন পর জানে না কমল॥
মনের মতন লোক মেলে নারে ভাই।
বল বল সাধু জন কোথা গেলে পাই॥
ধর্ম্মশীল অকুটিল আছে কয় জনা।
কে না মিথ্যা বলে, কে না করে প্রতারণা॥
ইচ্ছা করে একেবারে পৃথিবী যুড়িয়া।
নূতন মানব জাতি আনি হে গড়িয়া॥
কেন ভগবান হেন পৃথিবী রচিল।
কলুষ পাথারে পদ্মে কেন ডুবাইল॥

মাটির শিকলে কেন আত্মা মন বাঁধা।
আলো আঁধারিয়া করি কেন দেন ধাঁধা॥
মনে হয় ভেদ করি দেহের পিঞ্জর।
বিভু পাশে গিয়ে যোড় করি দুই কর॥
সুধাই এ নরলোক সৃজন কারণ।
আর আর লোক সব করি দরশন॥
সঠিক বলিছে তোমা না করি গোপন।
এত দিন কোন কালে ফুরাইত রণ॥
সুধু সেই অভাগিনী তোমা কয় জন।
পরকালভয়, ভাবি, পিতার কারণ॥
বলিতে বলিতে দোঁহে কথায় ভুলিয়া।
নদী হতে কতদূরে আইল চলিয়া॥
রমণীয় রূপ ধরে ভূতল গগন।
পরিয়া শারদ শশি রজত ভূষণ॥
আলো পেয়ে কাক ডাকে দিবস ভাবিয়া।
রজনীরমন হাসে রহস্য দেখিয়া॥
শীতল বাতাস বয়, যুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥”
বিমল গগনে হাসে চাঁদের মণ্ডল।
নীল জলে যেন শ্বেত কমলের দল॥
চারি দিকে প্রকৃতির শোভা অগণন।
মহিমা হেরিয়া হয় ভকতি জনন॥
যোড় করে দুই জনে মুদিল নয়ন।
অমনি গ্রামের মাঝে বাজিল বাজন॥
ত্যক্ত হয়ে নরসখা কমলে সুধায়।
এখন কিসের তরে বাজনা বাজায়॥
কমল বলিল, আজি সপ্তমী রজনী।
অধীর হইয়া নর কহিছে তখনি॥

"দুর্ব্বল মানব মন সেই সে কারণ।
পূজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন॥
সাকার স্বরূপে তাই নিরাকারে ভাবে।
মাটী পূজা করি ভাবে মোক্ষ পদ পাবে॥
একবার এরা যদি প্রকৃতি মন্দিরে।
প্রবেশি ডাকিতে পারে জগত বন্ধুরে॥
শিব দুর্গা কালী নাম ভুলিবে সকল।
পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল॥
কি ছার অমরপুর, তাঁর পুর কাছে।
কোথায় দেবের বৃন্দ তাঁর কাছে আছে॥
কিপ্রতিমা দশভূজা করেছে গঠন।
সেকি তাঁর রূপ যাঁর ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
কথায় সৃজন যাঁর, কথায় প্রলয়।
দশভূজা নারী রূপ তাঁরে কি সাজায়॥
কিবা জবা বিল্বদলে তুষিবে সে জনে।
ধরা পূর্ণ ফলে ফুলে করেছে যে জনে॥
কিবা ধূপ দীপ গন্ধ তাঁর যোগ্য দান।
যেই জন ধূপ ধুনা কস্তুরি নিদান॥
কি মন্দিরে তাঁর মূর্ত্তি করিবে ধারণ।
সসাগরা ক্ষিতি ব্যোম যাঁহার রচণ॥
সার মন্ত্র জানি এক পরব্রহ্মনাম।
মুক্তিপদ জানি সেই পরব্রহ্মধাম॥"
এত বলি ধীরে ধীরে তুলিয়া বয়ান।
কুতূহলে দোঁহে মিলে করে বিভুগান॥

আনন্দে মিলাও তান, গাও রে বিভুর গান,
জয় জগদীশ বল মন।
ত্যজ রে অনিত্য খেলা, ত্যজ রে পাপের মেলা,
ভজ রে তাঁহার শ্রীচরণ॥

মহিমার ধ্বজা লয়ে, বিমানে বিরাজ হয়ে,
চারিদিকে তারাগণ ধায়।
সাজিয়া মোহন সাজে, বসিয়া ভবের মাঝে,
শশধর তাঁর গুণ গায়॥
দিবস হইলে পরে, প্রচণ্ড রবির করে,
প্রকাশে তাঁহার মহাবল।
স্থাবর জঙ্গম জল, ব্যোম বায়ু মহীতল,
তাঁর গুণ গাহিছে কেবল॥
ভজ রে তাঁহার নাম, খোঁজ রে তাঁহার ধাম,
সেই জন ভবের ভাণ্ডারী।
সেই প্রভু ভয়ঙ্কর, যমে যাঁরে করে ডর
সেই জন ভবের কাণ্ডারী॥
করেছি অনেক পাপ, সহিব অনেক তাপ,
দয়াময় দয়া করো নরে।
ঠেল না চরণে করে, দেখা যেন পাই পরে,
এই নিবেদন পাপী করে॥

গান করি সমাপন, প্রিয় সখা দুই জন,
কিছু পরে ঘরে দেখা দিল।
সখাকর করে ধরি, কমল বিনয় করি,
এই কথা তখন বলিল॥
"বৃথা চিন্তা কর দূর, রণ মাঝে হও শূর,
কি কারণ এত ভয় পাও।
বিপদে যে ভয় পায়, লোকে দেখি হাসে তায়,
পুরুষের প্রতাপ দেখাও॥
এখন বিদায় চাই, ঘোর নিশি ঘরে যাই,
দেখো ভাই থাকে যেন মনে॥

অরুণ না দেখা যায়, পাখী না কাকলি গায়,
কোন কালে মিলিব দুজনে ” ॥

ভোরে উঠি, গুটি গুটি, চলিল কমল।
নব নব পাতা সব, করে দল মল ॥
দুই চারি তারা ধরি প্রহরীর বেশ।
ধিকি ধিকি, ঝিকি মিকি, করে নিশি শেষ ॥
পায় পায় সখা যায়, নরসখাবাসে।
মনোহরা, জগতারা, দেখে পতিপাশে ॥
পাখা হাতে, প্রাণনাথে করিছে সেবন।
সারা নিশি, কাছে বসি, অলস নয়ন ॥
সে বরণ, সে বদন, সে নয়ন চুল।
সে বলন, সে চরণ বরণ হিঙ্গুল ॥
দিন দিন, বিমলিন, শুখাইয়া যায়।
জাগরণে, বরাননে বিরস দেখায় ॥
তবু তার, রূপ ভার, হেরিলে নয়ন।
কভু আর ভোলা ভার, জনম মতন ॥
পায় পায়, কাছে যায়, কমল সুধীর।
অপরূপ. দেখে রূপ, দোঁহে হয়ে স্থির ॥
নিরমল, যেন জল, করে পরিষ্কার।
সেইরূপ অপরূপ, হয় রূপ তার ॥
মুখভাতি, স্থিরজ্যোতি, ক্রমশ উজ্জ্বল।
প্রসারিত, সঙ্কুচিত, ললাটের স্থল ॥
ওষ্ঠাধর, থর্ থর্, কাঁপে ঘনে ঘন্।
যেন কোন, সুস্বপন, করে দরশন ॥
থেকে থেকে, একে একে, প্রফুল্ল সকল।
নাসা, কর্ণ. গণ্ডবর্ণ, হয় সমুজ্জ্বল ॥

অপরূপ, সেই রূপ, হেরি পতিব্রতা।
ভাবে দেব, কোন দেব সনে কন কথা॥
দণ্ড দুই, কাল বই, নরসখা জাগে।
দেখে সতী, একমতি, বসে শিরোভাগে॥
হৃষ্টমতি, দ্রুতগতি, প্রিয়াকর ধরে।
চমকিত, পুলকিত, কয় দ্রুতস্বরে॥

মরি কি দেখিনু, কোন খানে ছিনু,
এখন কোথায় রই।
কোথা নিরমল, সেই সুধাজল,
সে মোহন পুরী কই॥
কোথা মনোলোভা, দশদিশশোভা,
অতুলিত আভা কই।
এ আলো সে নয়, এ বাতাস নয়,
এ যে পাখী ডাকে অই॥
সেরূপ সুন্দর, পুরী মনোহর,
নাহি ভূমণ্ডল মাঝে।
বিশ্ব বিনোদন, বিমল কিরণ,
তাপ হীন শোভা সাজে॥
ভানু মহাবল, চন্দ্রমা শীতল,
দূরে নিরুজ্জ্বল রয়।
ঘোর ঘটা আল, শোভিতেছে ভাল,
তাহে পুরীশোভা হয়॥
গীত সুমধুর, পূরা অই পুর,
তাদৃশ নাহিক আর।
কস্তুরি জিনিয়া, ভবন পূরিয়া,
বহে গন্ধ চমৎকার॥

"জরা মৃত্যু নাই," সর্ব্বশুভ ঠাঁই,
চির আনন্দিত লোক।
নাহি অনাচার, বৈরি নাহি কাম,
নাহি জানে কেহ শোক॥
মোহন মূরতি, অই পুরীপতি,
আসীন বেদির পরে।
ঝলমল করে, বেদি আভা ধরে,
নিন্দি রবিকোটি করে॥
মোহিত অন্তরে, আনন্দের ভরে,
যোড় করি উভ হাত।
সাধু যত জন, গাহন বাজন,
আর করে প্রণিপাত॥
প্রেমরোমাঞ্চিত, দেহ সকম্পিত,
গাহিল ভকত জন।
সংগীত শুনিল, ভকতি পূরিল,
পামর মানব মন॥
কি দেখিনু আহা, পুন কি রে তাহা,
কভু দেখিবারে পাব।
এ পাপে না রব, এ তাপ না সব,
ত্বরায় সেখানে যাব॥
নিরমল ঠাঁই, তাহে পাপ নাই,
সে যে সাধুজনধাম।
অই শুনা যায়, অই গীত গায়,
ডাকে মহাপ্রভুনাম॥
যেন কেহ মোরে, 'লয়ে যাব তোরে'
বলিছে কাণের কাছে।
তার সনে যাব, সুখধাম পাব,
আর কি তেমন আছে॥

বলিতে বলিতে, কথা না থামিতে,
সম্বিত হারায় তেঁহ।
কমল কামিনী, ত্বরা বারি আনি,
সুশীতল করে দেহ॥

চেতন পাইয়া যুবা কাঁপিতে লাগিল।
আঁখীজলে যুবতীর বদন ভাসিল॥
তখন কমল একা বিপাকে পড়িয়া।
কহিতে লাগিল তারে সান্ত্বনা করিয়া॥
সুবোধ হইয়া কেন অবোধ হইলে।
কি দেখি এতেক, সখি, আতঙ্ক ভাবিলে॥
সামান্য হয়েছে জ্বর, কত দিন রবে।
তার তরে এত বল ভাবিলে কি হবে॥
আশু যাতে রোগ যায় করহ উপায়।
আমি সদা কাছে রব ভয় কিবা তায়॥
শুনিয়া সুন্দরী বারিধারা নিবারিল।
একমনে স্বামীসেবা করিতে লাগিল॥
ভালয় ভালয় রোগী নিরোগী হইল।
দুর্ব্বল শরীর তবু সবল নহিল॥
ভগ্ন দেহে ভগ্ন মনে বাড়িল হুতাশ।
পতি লাগি পতিব্রতা হইল হতাশ॥
নিরজনে এক দিন ডাকিয়া কমলে।
ছল্ ছল্ নেত্রে জল জগতারা বলে॥
কপালে কি আছে মোর বুঝিতে না পারি।
কেহ আর নাই মোর আমি একা নারী॥
দেখ দেখি দিন্ তিনি শুকাইয়া যান।
উদাসীন ভাব সদা অলস নয়ান॥

হয় হল নয় নেই খেতে নাহি চান।
যখন তখন দেখি বিরস বয়ান॥
দুই চারি কথা কন সদাই নীরব।
বল কিছু স্থির হয়ে শুনিবেন সব॥
বুঝেছি অভাগী আমি বিধাতা বিমুখ।
কত সুখ আশে আগে নাচিত, হে, বুক॥
কত দিন কত মত ভেবেছি হে ভাই।
এবে বুঝি হল ভোর, আর আশা নাই॥
এমন্ কি মহাপাপ করেছি হে আমি।
কে দিল আমারে শাপ, তাই হেন স্বামী॥
উপকথা ছেলেবেলা শুনেছিনু ভাই।
ক্রমাগত দিবানিশি মনে পড়ে তাই॥
অপরূপ পাখী পেয়ে নারী এক জন।
সোনার খাঁচায় থুয়ে করিত যতন॥
তারি সেবা আট পর সদত করিত।
পড়াত, খাওয়াত, হাতে তুলিত পাড়িত॥
এক দিন ফাঁকি দিয়া পাখী উড়ি যায়।
কেও কোথা তারে আর খুঁজিয়া না পায়॥
অন্য রোগ নহে, এযে চিন্তা রোগ কাল।
কি হবে বল হে, সখে বিষম জঞ্জাল॥
একবার তাঁরে তুমি বল ভাল করে।
অই দেখ আসিছেন, ঘাড় হেঁট করে॥

" কেমন আছ হে আজি? নিরুত্তর কেন!
অতিশয় ম্লান ভাব দেখি কেন হেন?"
" আমার সংসারে আর থাকি কিবা ফল।
কি হবে থাকিয়া হেথা, প্রাণের কমল॥

দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু ।
স্বদেশের দুঃখভার ঘুচাতে নারিনু ॥
জনমদাতার ধার শোধিতে নারিনু ।
দিন দিন মহাপাপে ডুবিতে লাগিনু ॥
মনের বাসনা কই পূরাতে পারিনু ।
মানবমণ্ডলী কই পবিত্র করিনু ॥
প্রীতিবারি সমাজেতে সেচিলাম কই ।
স্বার্থ, দ্বেষ, পরহিংসা, নাশিলাম কই ॥
কই আপনার মন নিরমল হল ।
কই ধর্ম্মপথে মন স্থির হয় বল ॥
হায় এ বয়সে, কত পাপ করিলাম !
কত ছলিলাম, কত মিথ্যা বলিলাম !
তাহে দিন দিন ক্ষীণ হয় বুদ্ধি বল ।
পৃথিবীর ভার দিন বাড়াই কেবল ॥
পিতৃগলগণ্ড হয়ে কত কাল রব ?
অনুতাপশিখা আর কতকাল সব ?
আহা কি সুখেতে বাল শিশুরা কাটায় !
অই দেখ নাচি নাচি কয় জনা ধায় ॥
মনের সাধেতে খেলা কর এই বেলা ।
এখনি হইবে সন্ধ্যা ভাসাইবে ভেলা ॥
দিন কত থাক আর জানিবে তখন ।
আনন্দের ধাম এই পৃথিবী কেমন ॥
অই বেলা কত খেলা আমিও খেলেছি ।
অই বেলা কত আশা আমিও করেছি ॥
এখন বুঝেছি সার, অসার সংসার ।
দণ্ড দুই আলো, পরে ঘোর অন্ধকার ॥
ভবের এ নাট্যশালা ছায়াবাজী প্রায় ।
দিন দুই ধুম ধাম পরেতে ফুরায় ॥

মধুময় শিশু কাল কত দিন রয়।
যৌবন সৌরভ দিন চারি বই নয়॥
বিষয়ী লোকের মান, আজি আর কালি।
প্রবল পবনে যেন উড়ে মরুবালি॥
বীরের বীরত্বগুণ প্রথম প্রথম।
বিস্তারিত দশ দিকে চাঁপাগন্ধ সম॥
কিন্তু যেন মধ্যাহ্নের প্রখর মিহির।
বৈকালে লুকায় আড়ে মেঘ সুগভীর॥
বিঘোর আঁধারময় এ ভব ভিতরে।
সুখ যাহা দেখ তাহা মুহুর্ত্তের তরে॥
অমানিশা, তাহে মেঘ, কালীর বরণ।
তার মাঝে যেন সৌদামিনী দরশন॥
আঁধার নিশিতে যেন তারার পতন।
জলবিম্ব ক্ষণে যেন জলেতে মগন॥
শরতের মেঘ যেন ঘন ঘন ডাকে।
বৃথা আড়ম্বর উড়ে যায় ফাঁকে ফাঁকে॥
সাগরচরেতে যেন বালির নির্ম্মাণ।
একটী তরঙ্গ পরে না থাকে নিশান”॥
“সে কি ভাই, হেন ভাব, কেন হে তোমার।
ভগ্ন আশা কি কারণ হলো আর বার॥
কি ছার পাপের ঢেউ দেখি ভয় কর।
পায়ে করি ঠেলে দেও, নিজ বীর্য্য ধর॥
সাগরের মাঝে যেন অক্ষয় অচল।
বৃথায় প্রহারে ঝড় তরঙ্গের দল॥
সেইরূপ সাধু জন সংসার ভিতরে।
বদ্ধমূল স্থিরভাব আপনার ভরে॥
কিছু কাল কষ্ট পায় ধার্ম্মিক সুজন।
অনন্ত কালের তারা সুখের ভাজন॥

কে তোমারে বলিল হে অকর্ম্মণ্য তুমি ।
তোমামত লোক আছে তাই আছে ভূমি ॥
সাধু মহাজন গুণে আছে ধরাতল ।
নহিলে সে কোন্ কালে যেত রসাতল ॥
" কি করিব আর আমি " সদা বল ভাই ।
দেখ দেখি মনে ভেবে কিছু কর নাই ॥
এত জনে নীতি শিক্ষা কে করিল দান ।
পাপ হতে এত জনে কে করিল ত্রাণ " ॥
সত্য বটে যা বলিলে বুঝিনু কমল ।
আজি আর থাক, কালি, বলিহ সকল ॥
নিদ্রা ইচ্ছা আজি কিছু হতেছে সকালে ।
যত পার বলো, সখে, কাল প্রাতঃকালে ॥

কমল চলিয়া যায়, নবসখা কয় ।
আর দেরি করা মোর পরামর্শ নয় ॥
প্রাণের কমল শুনি, সকালে কি কবে ।
কি করি থাকিতে আর নাহি পারি ভবে ॥
যাই দেখি এক বার বাহিরে বাতাসে ।
দেখে আসি কমল ফিরিয়া নাকি আসে ॥
এত বলি অবিলম্বে বাহিরে আসিল ।
নিরখি গগনশোভা কহিতে লাগিল ॥
"থাক থাক, শশধর, বিরাজ আকাশে ।
তুমি না থাকিলে, কেবা, তিমিরে বিনাশে ॥
মাসে মাসে তুমি ত হে কত দেশে যাও ।
ভাল মন্দ কত লোক দেখিবারে পাও ॥
অপটু আমার মত দেখেছ কি কারে ।
আর আর লোক সব বলে কিবা তারে ॥

অহে ও, তারার বৃন্দ আকাশের বাতি।
লক্ষ লক্ষ যোজনেতে প্রকাশিছ ভাতি॥
কোথায় অভাগা হেন দেখেছ কি আর।
দেখে থাক বল তবে কিবা নাম তার॥
ধরাতল তোর বুকে আর কত জন।
মোর মত কাপুরুষ করে জাগরণ॥—
কোথা যাও শশধর রহ এক পল।
বারেক মনের সাধে হেরিব ভূতল॥"
বলিতে বলিতে শশী পশ্চিমে ডুবিল।
শ্বাস ত্যজি নরসখা গেহেতে পশিল॥
ঘোর নিদ্রা অভিভূত দেখিল সকলে।
আপন মন্দিরে তবে ধীরে ধীরে চলে॥
দেখে চেয়ে খাটে শুয়ে সোনার পুতলি।
মানভাব, যেন তবু হানিছে বিজুলী॥
জাগরণে অচৈতন্য নিদ্রা যায় সতী।
একদৃষ্টে দণ্ডাইয়া রহে তার পতি॥
মুদিতনয়না মুখ হেরে বার বার।
কভু যায়, কভু আসে, কভু পাশে তার॥
কভু পুতুলের মত স্থিরতর রয়।
অবশেষে ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কয়॥
"বিদায় জনমশোধ দাও প্রণয়িনী।
রাখিতে না পারি আর এপাপ পরাণী॥
এই বেলা সকালে সকালে ভঙ্গ দিব।
পলাব ভবের ব্যূহে আর না রহিব।
অভেদ পাষাণে মোর মন বাঁধা প্রিয়ে।
আগে চলে যাই আমি তোমারে ফেলিয়ে॥
আমা বই জাননা রে তুমি রে অবলা।
ভেবেছ উন্মাদ পতি হায় রে সরলা॥

ক্ষমা কর প্রেমময়ি আমি অভাজন।
কপালে থাকে ত হবে পরেতে মিলন॥
এত বলি ঘন ঘন করি দরশন।
নিঃশব্দ চরণে যুবা করিলা গমন॥
চকিত নয়নে সদা চারি দিকে চায়।
সদা ভয় জাগি পাছে কেহ টের পায়॥
পায় পায় উপনীত নিরূপিত ঘরে।
ধ্বড়্ ধ্বড়্ পড়ে বুক ঘরের দুয়রে॥
সাহসে করিয়া ভর প্রবেশিল তায়।
সংঘাতিক রজ্জু ঝোলে দেখিবারে পায়॥
আপাদ মস্তক দেখি অমনি শিহরে।
পরকাল ভয় তবে আক্রমণ করে॥

"পলাব, কি রব, কি জানি কি হবে পরে।
নতুবা, আর বা এভবে রব কি করে॥
অথবা, ভাসিয়া, ভাসিয়া, মিলিবে কূল।
যদি মাঝে ডুবে যাই তবে ত প্রতুল॥
কূল হতে সলিলেতে নামিয়াছি সবে।
এখনি কোমর জল পরে কি না হবে॥
এখনো ওঠে নি ঝড়্, হয় নি তুফান।
না জানি তখন তবে হবে কত টান॥
সে পথে যে কাঁটা নাই জানিনু কেমনে।
তাই বলে এ নরকে পচিব কেমনে॥
হায় কি বা ছার কীট আমি হীন নর।
কোটি কোটি জীব আছে বিশ্বের ভিতর॥
অথবা অন্তরযামী জানেন সকল।
তবে ত ভুগিতে হবে সমুচিত ফল॥

কিন্তু তিনি দয়াময় পাতকীতারণ।
অবশ্য অবোধ বলি দণ্ড নিবারণ॥
দয়া না করিলে তিনি কেবা রক্ষা পাবে।
আমূল মানব জাতি নরকেতে যাবে॥
অবশ্য সদয় তিনি কাতর দেখিলে।
অবশ্য নিস্তার পাব তাপ নিবেদিলে॥"
এত বলি, ধীরে ধীরে, ফাঁস জড়াইল।
হাতে তুলি কত বার ভয়ে ছাড়ি দিল॥
কতবার জগতারা মনেতে পড়িল।
কতবার বৃদ্ধ পিতা স্মরণ হইল॥
অবশেষে প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করি।
'চক্ষু মুদি দৃঢ় করি রজ্জু হস্তে ধরি॥
"ক্ষমা কর কৃপাসিন্ধু পাতকীর সখা।"
বলিতে বলিতে প্রাণ তাজে নরসখা॥
ভ্রান্ত হয়ে, অকে নর, কুমার্গে পশিলে।
কেমন করাল পরকাল না বুঝিলে॥
যাতনা এড়াব বলে পয়ান করিলে।
হায় কি হইবে সেই আশা না পূরিলে॥
ভায় ভগবান ভোলা প্রতি ক্ষমাবান্।
না বুঝিলে জ্ঞানতত্ত্ব নিগূঢ় সন্ধান॥
কোটি কোটি পাপী, তথা, কৃতাঞ্জলি করে।
"ক্ষমা কর ক্ষমা কর" ডাকিছে কাতরে॥
নিকটে যাইবা মাত্র নহিবে নিস্তার।
আগে হবে প্রায়শ্চিত্ত, পরেতে উদ্ধার॥
এর চেয়ে সে যাতনা বেশি যদি হয়।
তবে ত বিফল তব আশা সমুদয়॥
পর দিন মহা গোল করে পরিজন।
জগতারা উর্দ্ধতারা ভূতলে পতন॥

কমল আসিয়া দেখি ভাসে আঁখি জলে।
অধীর হইয়া ধীর কাঁদি কাঁদি বলে॥

কমল কাঁদিয়া কয়, ধূলায় পড়িয়া রয়,
হেমময় প্রতিমার মত।
সঘনে বহিছে শ্বাস, বদনে না সরে ভাষ,
কপালে প্রহারচিহ্ন কত॥
এক পল স্থির নয়, কভু আঁখি মুদি রয়,
কভু দুই হাত বাড়াইয়া।
সহাস বদনে চায়, যেন কার দেখা পায়,
মনে করে রাখিব ধরিয়া॥
এস হে প্রাণের সখা, একবার দাও দেখা,
এরে তুমি ছাড়িলে কেমনে।
ছাড়িলে কেমন করে, সহচর কমলেরে.
কি ভাবিয়া ভঙ্গদিলে রণে॥
কেন ফেরে পড়িলাম, কালি তোমা ছাড়িলাম,
কেন ভুলিলাম তব ছলে।
যত আশা মনে ছিল, একেবারে ফুরাইল,
একা রাখি আগে গেলে চলে॥
কমলে বাসিতে ভাল, কাছে রাখি চিরকাল,
মনোকথা বলিতে খুলিয়া।
মধুর কবিতা ধার, হরিলাম কত বার,
একাসনে দুজনে বসিয়া॥
কতবার একাসনে, দোঁহে মিলি সংগোপনে,
পূজিলাম জগতের পতি।
এবে কেন একা রাখি, পলাইলে দিয়া ফাঁকি,
কে তোমারে দিল হেন মতি॥

এ পাপ করিলে কেন, কুমতি হইল হেন,
বৃদ্ধ পিতা কেন হে কাঁদালে।
পতিপ্রাণা সতী নারী, পরাণে মারিলে তারি,
বন্ধুজনে শোকেতে ভাসালে" ॥

না ফুরাতে কথা, সুবর্ণের লতা,
ধিরে আঁখি পাতা মুদিল।
রাজার ভবন, বিজন কানন
পিতা পুত্র বধূ মরিল ॥
যত পরিজন, অতিক্ষুণ্ণমন,
স্বামীশূন্য গৃহ ত্যজিল।
বন্ধুজনগণে, নিরানন্দ মনে,
হাহা রবে দিক পূরিল ॥
ছাড়িয়া নিশ্বাস, ত্যজি দ্বিপুরাস,
প্রতিবাসীগণে চেতিল।
দিন দুই ধরি, আহা আহা করি,
পুন দেহযোগে পশিল ॥
হাসি কান্না ভরা, এই বসুন্ধরা,
বিশ্ববিরচক রচিল।
সত্য নাম তাঁর, অনিত্য সংসার
রচয়িতা সার ভাবিল ॥

দোহাঁবলী।

দোহাঁ।

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ্ বতাওয়ে,
জ্ঞান্ করে উপদেশ্।
তও কোয়্‌লা কি ময়্‌লা ছোটে,
যও আগ্ করে পরবেশ্॥

সদ্‌গুরু যদি হয়, ভাব ভেঙ্গে জ্ঞান দেয়,
উপদেশে যদি বসে মন্।
সব্ মলা ঘুচে যায়, কালো আঙ্গারের গায়
অগ্নি তায় প্রবেশে যখন্॥

তুলসী জপ্ তপ্ পূজিয়ে,
সব্ গোড়িয়াকি খেল্।
যব্ প্রিয়সে সরবর্ হোয়ি,
তো, রাখ্ পেটারি মেল্॥

তুলসীরে, জপ্, তপ্ ভজন্ পূজন্।
সকলি পুঁতুল খেলা, পতি যেই মেলা
অমনি সে পেটারায়, গুটোনো তখন॥

তুলসী যব্ জগ্‌মে আয়ো,
জগো হসে তোম্ রোয়্।

অ্যায়্সে কার্ণ কর্চলো কি,
তোম্ হসো জগো রোয়্ ॥
তুলসী সংসার মাঝে, আইলে যখন।
জগৎ হেসেছে, তুমি, করেছ ক্রন্দন্ ॥
হেন কাজ্ করে চলো, জগৎ মাঝার্।
তুমি হেসে চলে যাবে, কাঁদিবে সংসার ॥

চল্তি চক্কি দেখ্ কর্, মিঞা কবীরা রো।
দো পাটন্ কি, বীচ্ আ, সাবিৎ গয়ানা কো ॥
জাঁতা ঘোরে দেখে দুখে কবীর মিঞা বলে।
আস্ত নাহি থাকে কেহ, পড়ে পাটের তলে ॥

চল্তি চক্কি সব্ কোই দেখে,
কীল্ দেখেনা কোই।
যো কীল্কো পাকড়্কে রহে,
সাবেৎ রহা হেয়্ ওই ॥
জাঁতা ঘোরে সবাই দেখে, খিল্ দেখে না কেহ।
খোঁটা ধরে যে জন্ বসে, গোটা থাকে সেই ॥

সব্কি ঘট্মে হরি হেঁয়্,
পহছান্তো নাহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নহি জানত,
ঢুঁড়ৎ ব্যাকুল হোই ॥
সকল ঘটেতে হরি, কেউ না চিনিতে পারি,
হরি হরি করিয়ে বেড়ায়

সুগন্ধ নাভির মাঝে, তবু মৃগ সেই ঝাঁঝে
ছুটে ছুটে চারি দিকে ধায়॥

দুখ্ পাওয়ে তো হরি ভজে, সুখে না ভজে কোই।
সুখ্‌মে যো হরি ভজে, দুখ্ কাঁহাসে হোই॥
দুঃখে সবে ভজে হরি, সুখে ভজে কবে।
সুখে যদি ভজে হরি, দুঃখ কেন তবে॥

হরিকে হরিজন্ বহুৎ হেঁয়,
হরিজন্‌কো হরি এক্।
শশীকে কুমদন্ বহুৎ হেঁয়,
কুমদন্ কো শশী এক্॥
হরির অনেক আছে, হরিভক্ত জন্।
ভক্তগণে আছে মাত্র, সেই হরি ধন॥
চাঁদের অনেক আছে, কুমুদিনীগণ।
কুমুদের একা সেই, কুমুদরঞ্জন্॥

সুখ্‌মে বাজ পড়ুঁ,
দুখ্‌কে বলিহারি যাই।
আয়্‌সে দুখ্ আওয়ে, যো,
ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম সোঁরাই॥
সুখে পড়ুক বাজ্ দুখে বলিহারি, আয় রে এমন্ দুখ্।
ঘড়ি ঘড়ি যেন হরিনাম স্মরি, পাইরে পরম সুখ্॥

তুলসী পিঁদ্‌নে হরি মেলে তো,
মেয়্ পোঁদে কুঁয়া আউর্ ঝাড়্

পাথর্ পূজ্‌নে হর মেলে তো,
মেয়্ পূজে পাহাড়্॥

তুলসীর মালা নিলে, তাতে যদি হরি মিলে,
আমি তবে ধরি গুঁড়ি ঝাড়।
পাথর্ পূজিলে ভাই, হরে যদি দেখা পাই
কেন তবে না পুজি পাহাড়॥

নিত্ নাহেনে সে, হরি মেলে তো,
জলজন্তু হোই।
ফল্ মূল্ খাকে, হরি মেলে তো,
বাদুড়্ বাঁদরাই॥
তিরণ্ ভখন্ কে হরি মেলে তো,
বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়্‌কে হরি মেলে তো,
বহুৎ রহে হেঁয় খোজা।
দুদ্ পিকে হরি মেলে তো,
বহুৎ বৎস বালা।
মিঞা কহে বিনা প্রেম্‌সে,
না মিলে নন্দলালা॥

নিত্য যদি প্রাতঃস্নানে, হরি মিলে ভাই,
জলজন্তু হয়ে সবে, এসো না বেড়াই॥
ফল মূল খেয়ে যদি হরি মেলে ভাই;
বাদুড় না হই কেন, করি বাদরাই॥
তৃণ ঘাস খেলে যদি, হরি মেলে ভাই,
হরিণ ছাগল মৃগ, আছে ত মেলাই॥

স্ত্রী ছাড়িলে তাহে যদি, হরি পাওয়া সোজা;
জগতে আছে ত ভাই, বহুতর খোজা॥
দুগ্ধ পানে দেহ ধরে, হরি যদি পাই;
দুগ্ধপোষ্য বালকের অভাব্ ত নাই।
কহিছে কবীর মিঞা, সবারে সুধাই।
বিনা প্রেমে নন্দলালে, মিলে না কোথাই॥

বোল্‌কে মোল্ নাহি, যো কহেনে জানে বোল্।
হৃদয় তরাজু তৌল্‌কে, তঁহু বোল্‌কে খোল্॥
সে কথার মূল্য নাই, বল্‌তে যদি জানো।
মন্‌তৌলে ওজন্ করে, তবে কথা এনো॥

যো যাকো শরণ্ লিয়ে, সো রখে তাকো লাজ্।
উলট জলে মছ্‌লি চলে, বহি যায় গজরাজ্॥
যে যার্ শরণ লয়, সে তার সহায়।
উজানে চলেছে মাছ, হাতী ভেসে যায়॥

বেহা বেহা সব্‌কোই কহে,মেরা মন্‌মে এহি ভাওয়ে।
চড়্ খাটোলি ধো ধো লগ্‌ড়া,জেহেল্‌পর্ লে যাওয়ে॥
বিয়ে বিয়ে বলে সবে, আমার মনে ভয়।
বাদ্যভাণ্ড চতুর্দ্দোলে জেলে নিয়ে যায়॥

দিন্‌কা মোহিনী, রাত্‌কা বাঘিনী,
পলক্ পলক্ লহু চোষে।
দুনিয়া সব্ বাউরা হোকে,
ঘর্ ঘর্ বাঘিনী পোষে॥
দিনের মোহিনী, রেতের বাঘিনী
রক্ত খায় পল্ পল্।

তবু ঘরে ঘরে, দুনিয়া পাগল,
পুষিছে বাঘিনীদল ॥

বহুৎ ভালানা বোল্‌না চল্‌না, বহুৎ ভালানা চুপ্‌।
বহুৎ ভালানা বর্ষা বাদর্‌, বহুৎ ভালানা ধূপ্‌॥
বেশী ভাল নয় বলা কি চলা, বেশী ভাল নয় চুপ।
বেশী ভাল নয় বর্ষা বাদল্‌ বেশী ভাল নয় ধূপ্‌ ॥

ভাটকে ভালা বোল্‌না চাল্‌না, বহুড়ীকে ভালা চুপ্‌।
ভেক্‌কে ভালা বর্ষা বাদর্‌, অজ্‌কে ভালা ধূপ্‌ ॥
ভাটের বলা চলাই ভাল, বয়ের ভাল চুপ্‌।
বর্ষা বাদল্‌ ব্যাঙের ভাল, ছাগের ভাল ধূপ্‌ ॥

বিপদ্‌ বরাবর্‌ সুখ নহি, যো থোড়া দিন্‌ হোয়্‌।
লোক্‌ বন্ধু মৈত্রতা, জান্‌ পড়ে সব্‌ কোয়্‌ ॥
বিপদ্‌ সুখের হয়, অল্প দিনে যদি যায়,
সে বিপদ্‌ বন্ধু বলে মানি। লোক মিত্র সঙ্গীজন,
মৈত্রতায় কে কেমন্‌, অল্পক্ষণে সব্‌ জানাজানি ॥

প্রীত্‌ ন টুটে অন্‌ মিলে, উত্তম্‌ মন্‌কি লাগ্‌।
শও যুগ্‌ পাণিমে রহে, মিটে না, চক্‌মক্‌কে আগ্‌ ॥
ভালোর নিকটে খাটে না প্রণয়
আরো যদি শত মিলে।
শত যুগ জলে থাকিলে চকমকি
তবুও আগুন জ্বলে ॥

জল বিচ্‌ কুমুদ্‌ বসে,
চন্দা বসে আকাশ।

যো জন্ যাকে হৃদ্ বসে,
সে জন্ তাকো পাশ্ ॥
জলে কুমুদের বাস, চাঁদের আকাশে।
যে যার বুকের মাঝে, সেই তার পাশে ॥

যো যাকো পেয়ার্ লগে,
সো তাকো করত বাখান্।
জ্যায়্সে বিষকো বিষ্মখি,
মানত অমৃত সমান্ ॥

যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাকে বাখানে।
বিষ্মাছি বিষ্ খেয়ে, অমৃতই জানে ॥

যো প্রাণী পরবশ পরো,
সো দুখ সহত অপার্।
যূথপতি গজ হোই, সহেঁ,
বন্ধন অঙ্কুশ মার্ ॥

পরাধীন পরাণীর দুঃখ না নিবাড়ে। যূথপতি গজরাজ্
তাহারও বন্ধন সাজ্, ডাঙ্গসের বাড়ি কত দিন্ পড়ে ঘাড়ে ॥

উদর্ ভরণ্কে কারণে, প্রাণী ন করতয়ি লাজ্।
নাচে বাচে রণ্ ভিরৈ, বাছে ন কাজ্ অকাজ্ ॥

উদর পুরাতে না করে ভরম্
কেহই দুনিয়া মাঝে।
রণে যায় ভীরু কেহ খেলে বাচ্
কেহ নাচে কেহ সাজে।

উদরের তরে ঢুকিয়া ভিতরে
বাছে না কাজ অকাজে ॥

তন্‌কি ভুক্ তনক্ হৈঁয়, তিন্ পাপকে সের্।
মন্‌কি ভুক্ অনেক্ হৈঁয়, নিগ্‌লত মেরু সুমের্ ॥

তিন্ পোয়া, নয়, সেরের ওজনে, উদরের ক্ষুধা যায়।
মনের যে ক্ষুধা মিটে না সে কভু, সুমেরু যদিও পায় ॥

গোধন গজধন বাজীধন,
আওর্ রতন ধন খান্।
যব্ আওত সন্তোষ ধন,
সব ধন ধূরি সমান্ ॥

গজবাজীধন্ কিবা সে গোধন্
কিবা রতনের খনি।
ধূলির সমান সব হয় জ্ঞান
মিলিলে সন্তোষমণি ॥

কৌন্ কাহু সুখ দুখ কর্ দাতা,
নিজ কৃত কর্ম্মভোগ সব ভ্রাতা।
জন্ম হেতু সব কহ পিতু মাতা,
কর্ম্ম শুভাশুভ দেই বিধাতা ॥

কেবা কার্, কহ শুনি, সুখদুঃখদাতা।
নিজকৃত কর্ম্মভোগ কর সব ভ্রাতা ॥
জন্মহেতু ভবতলে পিতা আর মাতা।
শুভাশুভ কর্ম্ম দেন কেবল বিধাতা ॥

কাহা কহোঁ বিধিকি গতি, ভুলে পড়ে প্রবীণ্।
মুরখ্‌কে সম্‌পতি দেয়ি, পণ্ডিত সম্‌পতি হীন্॥

কে জানে বিধির খেলা, জ্ঞানীও অজ্ঞান্।
পণ্ডিত সম্পদ হীন, মূর্খ ধনবান্॥

ধনমদ তন্‌মদ রাজ্‌মদ, বিদ্যামদ অভিমান্।
এ পাঁচকো আউট্‌কে, পাওয়ে পদ নির্ব্বান্॥

ধনমদ বিদ্যামদ, রূপ্ অভিমান
রাজ পদ আর, এই পাঁচখান্,
এ পাঁচে জিনিতে পারো, পাইবে নির্ব্বাণ॥

তুলসী জগৎমে আইয়ে,
সবসে মিলিয়া ধায়্।
না জানে কোন্ ভেক্‌সে,
নারায়ণ্ মিল্ যায়্॥

জগতে আসিয়া তুলসী ভকত্, সবে মিলে জুলে যায়।
জানে না কখন্ কোন পথে গিয়া, নারায়ণে দেখা পায়॥

ভক্তি বীজ্ পল্টে নহি, যৌ যুগ যায়্ অনন্ত।
উচ নীচ খর্ আওতরে, ফের্ সন্তকে সন্ত॥

ভক্তিবীজ্ বসে যদি বিঁধিয়া হৃদয়।
অনন্ত যুগেও তার নাহি হয় ক্ষয়॥
উচ্চ কিবা নীচ্ ঘরে যেথাই ভ্রমণ।
জনম্ জনমান্তরে সাধু সেই জন॥

নির্গুণ হেয়্ সো, পিতা হামারা,
সগুণ হেয়্ মাহতারি।

কাকে নিন্দো কাকে বন্দ্যো,
দুয়ো পাল্লা ভারী ॥

পিতা সে নির্গুণ মাতা যে আমার
সগুণ স্বরূপ তাঁর্।
দুই দিকে ভারী কারে নিন্দা করি
কারে বন্দি বলো আর ॥

সব্‌মে রসিয়ে সব্‌মে বসিয়ে, সব্‌কা লিজিয়ে নাম্
হাঁজি হাঁজি কর্ত্তে রহিয়ে, বসিয়া আপনা ঠাম্ ॥

সব্ রস্ নেবে সবেতে মিলিবে
সব নাম করো ভাই।
আজ্ঞে হ্যাঁ বলে সবে আয় দিবে,
না ছেড়ো আপন ঠাঁই ॥

কবীরা খড়ে বাজার্‌মে, লিয়ে লুকাটি হাত্।
যৌঘর্ ফুঁকে আপ্‌না, চলো হামারে সাথ্ ॥

হাতে নিয়া আলো বাজারের মাঝে
কবীরা দাঁড়ায়ে আছে।
ঘর্ ঘর্ ফিরে ডাকিছে সবারে
কে আসিবি আয় কাছে ॥

অলী পতঙ্গ মৃগ মীন্ গজ্, ইয়াঁকো একহি আঁ
তুলসী ওয়াকো ক্যা গৎ, যাকো পিছে পাঁচ্ ॥

ভ্রমরা পতঙ্গ মৃগ হাতী মাছ্, এক্ রিপু মাতোয়ারা।
ঘ্রাণ, রূপ, রস, শ্রবণ, পরস্, জ্বালাতে অস্থির তারা।
তাদের কি গতি হবে রে তুলসী, যাদের্ পেছনে পাঁচ্।
রিপু মিলে সদা জ্বলন্ত অনল, জ্বালায়ে আগুণ আঁচ ॥